শরণাগত

সমরেশ মজুমদার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শরণাগত

সমরেশ মজুমদার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

আজ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের সাম্রাজ্য। চারধার এমন মায়াময় যে বুকের গভীরে দমবন্ধ ভাল-লাগা উথাল-পাথাল হয়। ফাল্গুনী নিশির এই প্রথম প্রহরে বিধাতাপুরুষ তাঁর সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য উজাড় করেছেন কিছু মানুষকে বিব্রত করতে, যাদের একজন তিষ্যা।

মুকুরে নিজের শরীর নিবিষ্ট মনে অবলোকন করছিল সে। এই উদার সন্ধ্যায় পাশের উদ্যান মাতিয়ে সুরভিত বাতাস প্রবেশ করছিল খোলা বাতায়ন পথে। এত ফুল কি কখনও ফুটেছে ওই উদ্যানে ? এত জ্যোৎস্না কি কখনও ছিল চন্দ্রের শরীরে ? এই সময় দ্বারে আঘাত হল। সংবিৎ ফিরতেই সচকিতা হল তিষ্যা।

শব্দ হল পুনর্বার। তিষ্যা জানে এ কিসের আহ্বান ! বস্তুত এইরকম একটি আহ্বানের জন্যেই সে অপেক্ষা করে আছে দীর্ঘ তিরিশ বৎসর। মৃদুস্বরে সে জানাল, 'একটু অপেক্ষা কর, একটুখানি।'

তিরিশ বসন্ত সে অপেক্ষা করেছে যাঁর জন্যে সে কি সামান্য ধৈর্য রাখতে পারছে না ? হাসল তিষ্যা। এইরকম অস্থির তো সে-সময়েও ছিল ! যদিও মাত্র কয়েক সপ্তাহ সে সুযোগ পেয়েছিল লক্ষ্য করার কিন্তু স্বভাব তো রক্তেই থেকে যায়। তিনি বলেছেন প্রথম প্রহরেই তিষ্যার দর্শন চান। সম্রাটের আদেশ না জামাতার অনুরোধ ? তিষ্যা ভাল করেই জানে পিতৃদেব জানেন না কোন্ অর্থে তিনি গ্রহণ করবেন ! তাই বারংবার প্রেরণ করছেন দাসীদের। কিন্তু তিষ্যা আজ সময় নেবে।

প্রথম প্রহর নয়, ফাল্গুনের দ্বিতীয় প্রহরে অনেক বেশি জাদু মেশানো থাকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সেটাই তো প্রকৃষ্ট সময়। তাছাড়া আজ তার সময় লাগছে। তিরিশটি শীত ব্রহ্মচারিণীর বেশে কাটিয়ে হাত যে কিছুটা আড়ষ্ট! না, কাউকে সে সাহায্য করতে অনুমতি দেয়নি। এই শরীরে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন তিরিশ বৎসর আগে। একে মনোহরা করার দায় অন্য কারো ওপর চাপাবে কেন সে?

কেয়ূর কঙ্কণ এবং কঙ্কণিকা অঙ্গে ধারণ করে শেষবার মুকুরের দিকে মুখ তুলল তিষ্যা। এত সৌন্দর্য ছিল তার, এত মোহিনী মায়ায় জড়ানো? কোন নিস্পৃহ ঈশ্বরেরও সাধ্য নেই তাকে দেখে ভ্রূপল্লব স্থির রাখে! একটি অবাঞ্ছিত রেখারও অস্তিত্ব নেই মুখাবয়বে, মেহেদির প্রয়োজন হয়নি কেশে। দীঘল শরীরে নেই সামান্যতম মেদ। তার বক্ষ কটি নিতম্ব অবশ্যই উর্বশী কিংবা রম্ভার ঈর্ষা। এসবই সঞ্চিত ছিল এমনি এক চন্দনের রাতে ডাক আসবে বলে। মুকুরের সামনে থেকে সরে আসবার মুহূর্তে পিক ডেকে উঠল। তিষ্যা ষোড়শীর মত ঠোঁট বেঁকাল, বেঁকিয়ে হেসে ফেলল।

দাসী দ্বারে দাঁড়িয়ে, ভঙ্গী অবনত, বলল, 'প্রভু ব্যস্ত হচ্ছেন, তাই আমার অপরাধ মার্জনা করুন।'

তারপর মুখ তুলতেই তার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। ও কি তার প্রভুকন্যাকে চিনতে পারছে না? নাকি যে ব্রহ্মচারিণীকে নিয়ত দেখে থাকে তার সঙ্গে মেলাতে পারছে না এই মুহূর্তে!

তিষ্যা মাথা দোলাল। পিতৃদেব যে অধীর হবেন এ তো জানা কথাই। দীর্ঘ তিরিশ বৎসর তাঁর বুকেও তো আর একরকম চিতা জ্বলছে। যতই অবাধ্য হোক তবু তো সে কন্যা। তার মুখের দিকে তাকাতে পারতেন না তিনি, নিঃশ্বাস চেপে ভার বহন করেছেন কারণ সে পাটলিপুত্রমহাপুত্রদষ্ট কিন্তু প্রোজ্ঝিত। তাই তিষ্যা যখন তাঁর কাছে শস্ত্রবিদ্যার্জনের জন্যে আবেদন জানিয়েছিল তখন তিনি রাজী হয়েছিলেন। কাজের নেশা মানুষের অন্য চিন্তা তরল করে। পরামানিককুলপতি হিসেবে তিনি শল্যতন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। দ্বিতীয় দিবসের বেশিরভাগ সময় তাঁর ব্যয় হয় বিবিধ অস্ত্রোপচারে। তিষ্যা এখন তাঁর প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়িকা, কখনও কখনও সে নিজেই শস্ত্র ধারণ করে এবং প্রয়োগে যে কুশলতা অর্জন করেছে একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে থাকেন। তবু আজ পিতৃদেব সঙ্গত কারণেই অধীর। কন্যাসন্তান যতই বিদ্যার্জন করুক কোন পিতাই চাইবেন না সে চিরকাল প্রোষিতভর্তৃকা থাকুক। নষ্ট পুরুষই শুধু নারীদের অভিভাবকহীন কামনা করে থাকে। নিজের বয়সের কারণে তাই পিতৃদেব এতকাল চিন্তিত ছিলেন; আজ তো শান্তির জন্যেই তিনি অস্থির, ব্যগ্র।

তিষ্যাদের আলয় প্রাসাদতুল্য নয়। অবশ্য সাচ্ছল্যের নিদর্শন সর্বত্র। পাশেই

www.BanglaBook.org

শল্যতন্ত্রাগার। রজনীর এই সময়েও কিছু মানুষ সেখানে অপেক্ষমাণ। পিতৃদেবের অধীরতার সেটাও একটি কারণ হতে পারে। কন্যার প্রতি কর্তব্য শেষ করে তিনি তাঁর রোগীদের কাছে ফিরে যেতে চান।

কিন্তু তাকে দেখে পিতৃদেব যে অমন চমকে উঠবেন তা সে কল্পনা করেনি। এমনকি রথের সারথির চোখে বিস্ময়। তবে কি তার সজ্জায় কোন অসঙ্গতি আছে? কিন্তু মুকুরে তো কোন ভ্রান্তি ধরা দেয়নি। সে রথের নিকটবর্তী হওয়ামাত্র পিতৃদেবের নিঃশ্বাস পতিত হল, 'এসো, আমাদের যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। সম্রাট প্রতীক্ষায় আছেন।'

নীরবে উপবেশন করতেই সারথি রথচালনা করল। আজ নগরীর কোথাও আলো জ্বালবার প্রয়োজন হয়নি। তিষ্যা পতিসন্দর্শনে যাবে বলেই চন্দ্রদেব নগরীকে ভাসিয়ে দিয়েছেন স্নিগ্ধ আলোয়। সুযোগসন্ধানী প্রেমিক-প্রেমিকাগণ পার্শ্ববর্তী বৃক্ষের নিচে মগ্ন। অনাবিল আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে চারধারে। পিতৃদেব বললেন, 'সম্রাট আজ ঘোষণা করেছেন নগরীর কোন নাগরিককে এই বছরের কর দিতে হবে না। সবাই খুব খুশী।'

কখনও কখনও প্রাপ্তি মানুষকে উদার করে। তিরিশ বছর আগের মানুষটি কিন্তু কোন প্রাপ্তিতেই সুখী ছিলেন না, উদারতা তাঁর কাছে আশা করা বাতুলতা ছিল। এই দীর্ঘকালের সমস্ত খবর রাখতেন তিষ্যা। সেই তরুণ রাজা বিন্দুসারের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। তখন সমস্ত দেশে তাঁর অস্ত্রের শব্দ অনুরণিত হয়েছিল। সামান্যতম প্রতিরোধ হলেই ঘরে ঘরে কান্না ছড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত হাসি ফুটত না তাঁর মুখে। লালসা, ভোগ এবং ব্যসনের নানান গল্প পল্লবিত হয়ে যখন কানে আসত তখন শরীরটাকে আরও অপবিত্র মনে হত। কিন্তু তবু বুকের শিরায় টান পড়ত, দ্বিতীয় কোন পুরুষের চিন্তা করাও মহাপাপ বলে মনে হত। চোখের সামনে, মনের দর্পণে, একটি তরুণ টগবগে ছেলে ঘুরে বেড়াত যাঁর চুম্বনে কেউটের ছোবল, যা কিনা এখনও অসাড় করে দেয় ভাবনায় এলেই। সেই স্বার্থ-সর্বস্ব তরুণ নাকি একদিন অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলেছে অবজ্ঞায়। বুদ্ধের শরণ নিয়েছে। মানুষের উপকারে নিজেকে নিয়োগ করেছে। এসব কাহিনী ভেসে এসেছে ও প্রান্ত থেকে এ প্রান্তে। তিষ্যা তাই শুনে বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কেঁপেছে কিন্তু কখনই নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে তাঁর দ্বারস্থ হয়নি। পিতৃদেব কিন্তু শেষদিকে তাঁর পরিবর্তিত স্বভাবের সংবাদ পেয়ে চেয়েছিলেন যোগাযোগ করতে। কিন্তু সে বাধা দিয়েছে। না, কারো করুণার প্রত্যাশী সে নয়। যদি তাঁর বুকে ঈশ্বর বোধের জন্ম দেন, যে বোধ তাঁকে অনুশোচনা এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে শিক্ষা দেবে,তখন তিনি আসবেন তার কাছে

www.BanglaBook.org

ভিক্ষুকের মত এবং তখনই তিনি হবেন প্রকৃত পবিত্র।

সেই তিনি এসেছেন আজ সকালে। সম্রাটের সৈন্যসামন্ত তাঁবু ফেলেছে নগরীর বাইরে। নগরীর প্রতিটি মানুষের উদ্বিগ্নভাব কমেছিল যখন তারা শুনল সম্রাট যে অভিযানে এসেছেন তা ভিন্নরকম। তিনি নাকি এই নগরীর পরামানিককুলপতি কন্যাকে পত্নীর স্বীকৃতি দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান! এই সুবুদ্ধির উদয় কোন্ কারণে তিষ্যা জানে না। এখনও তো তাঁর রাজপ্রাসাদে রানী পদ্মাবতী আছেন। তিরিশ বৎসর পরে কোন্ শলাকা তাঁর জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচন ঘটাল তা জানতে তিষ্যার খুব আগ্রহ হচ্ছিল। বোধহয় তাকে পাওয়ার সুখেই আজ সম্রাট উদার হয়েছেন, কর মকুব করেছেন। তিনি বুদ্ধের শিষ্য হয়েছেন বলে তো সন্ন্যাসী হয়ে যাননি। তাঁর রাজত্বে রাজকার্য সমানতালে চলছে। সেখানে নির্দোষও শাস্তি পায় কারণ সর্বত্র বুদ্ধের বাণী অনুসরণ করে কাজ হয় না। তাছাড়া গৃহীর বাড়িতে ঈশ্বর থাকেন কোন একটি বিশেষ ঘরে। সমস্ত ঘর যদি ঈশ্বরের জন্যে ব্যবহার করা হত তাহলে গৃহীকে নেমে আসতে হত রাজপথে। তিনি যতই বৌদ্ধ হন না কেন তাঁকে দেখতে হয় কর্মচারীদের চোখ দিয়ে। কখনও কখনও এমনি উদারতা তাঁকে হয়তো আরও মহৎ করে তোলে।

ক্রমশ রথ নগরীর প্রধান বহির্দ্বারে উপস্থিত হল। সম্রাট নগরে প্রবেশ করেননি। দূতমুখে সংবাদ প্রেরণ করে অপেক্ষায় আছেন বলে প্রধান দ্বার এই নিশাকালেও উন্মুক্ত। তাদের রথ সেটি অতিক্রম করামাত্র সামনে ভেরী বেজে উঠল। একটি শিক্ষিত সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হয়েই ছিল। তারা ভেরী বাজিয়ে তাদের রথের সামনে চলতে লাগল। পিতৃদেব নিম্নস্বরে বললেন, 'সম্রাট শুধু মহানুভবই নন, আমাদের যথেষ্ট সম্মান জানাচ্ছেন, কি বল?'

তিষ্যা কোন উত্তর দিল না। তার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ, হৃদয়ে কম্পন। দু' পায়ে সাড় নেই, শরীর এত ভারী হয়ে গেল কেন? চারধারে মৃদু বাজনার আওয়াজ, তবু কেন কিছুই কানে প্রবেশ করছে না! এই মুহূর্তে হৃদপিণ্ডকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা যায়। পিতৃদেব বললেন, 'চোখ মেলে দ্যাখো।' এইসময় ধ্বনি উঠল, 'মহারানীর জয় হোক। তথাগতের আশীর্বাদ তাঁকে ধন্য করুক।'

সমস্বরে সেই ধ্বনি ছড়িয়ে গেল আকাশে বাতাসে। তিষ্যা সরলচোখে এবার পিতৃদেবের দিকে তাকাল। কি প্রশান্তিতে ভরে গেছে তাঁর মুখ, বৃদ্ধের স্থবিরতা এই মুহূর্তে উধাও। কন্যাগর্বে গর্বিত পিতাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আর তিষ্যা নিজে? সে মহারানী? এই সাম্রাজ্যের?

ক্রমশ তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল সেই তাঁবুর অভ্যন্তরে যেখানে সাক্ষাতের

www.BanglaBook.org

আয়োজন সম্পূর্ণ। কক্ষে একজন বৌদ্ধ গৃহপতি দণ্ডায়মান ছিলেন। দর্শনমাত্র তিনি উচ্চারণ করলেন, 'সুখং যাব জরা সীলং সুখা সদ্ধা পতিট্‌ঠিতা।' পিতৃদেব নিচুস্বরে জানালেন, বার্ধক্য পর্যন্ত শীল পালনই সুখকর। শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সুখদায়ক।

এসব কথা এখানে এইসময়ে কেন উচ্চারিত হচ্ছে? তিষ্যার চিবুক শক্ত হল। সম্রাট ত্রিশরণ নিয়েছেন। বৌদ্ধগৃহী হিসেবে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের উপাসক। কিন্তু তিনি শ্রমণ নন। তিনি প্রব্রজিত নন। কেশশ্মশ্রু বর্জন করে কাষায় বস্ত্র পরে দিনযাপন করেন না। তাছাড়া বৌদ্ধগৃহী কি তাঁর নির্দিষ্ট ধর্মকর্ম করেও গৃহীর জীবনযাপন করেন না? তাহলে এত বৎসর পর যখন সাক্ষাতের সময় এল তখন এই মন্ত্র কেন উচ্চারিত হল! খটকা লাগল তিষ্যার। সে শুনল পিতৃদেব যুক্তকরে বলছেন, 'সম্রাটকে নিবেদন করুন।'

'তিনি আমায় স্বাগত জানাতে আদেশ করেছেন।' গৃহপতির কথা শেষ হওয়ামাত্র আর একটি কণ্ঠ বলে উঠল, 'তুমি এবার যেতে পার সেনিয়।'

পলকে পলক তুলল তিষ্যা। তার বাকশক্তি রহিত। চক্ষু স্থির। আর যিনি তাকে দর্শন করছেন এই মুহূর্তে তাঁর মত মোহিতপ্রাপিত পৃথিবীতে নেই। শেষ পর্যন্ত আত্মসংবরণ করলেন সম্রাট। আপনমনে উচ্চারণ করলেন, 'হে তথাগত, আমি যদি বলতে পারতাম আমার চিত্ত সংস্কারমুক্ত এবং তৃষ্ণার ক্ষয় হয়েছে!'

পিতৃদেব যেন বিহ্বল। কিন্তু অভিজ্ঞতা তাঁকে চেতনায় ফিরিয়ে আনল। তিনি বললেন, 'সম্রাট, এই আমার কন্যা, আপনার বিবাহিতা পত্নী, তিষ্যা।'

সম্রাট মাথা নাড়লেন, 'আপনি আমার অপরাধ মার্জনা করুন। স্বল্প বয়সের চাপল্য আমার মতিভ্রম ঘটিয়েছিল। তারপর আমি যৌবনের আবেগে সব বিস্মৃত হয়েছিলাম। এখন ভগবান বুদ্ধের উপাসক আমি। তাঁকে আরও নিবিড় করে পেতে চাই। শ্রমণরূপে জীবনযাপনের পর উপসম্পদা প্রার্থনা করতে চাই। কিন্তু তথাগতের উপদেশ হল, সবরকম পাপ থেকে শুধু নিবৃত্তি নয়, আপনচিত্তের বিশোধন বিশেষ প্রয়োজন। আমার গুরু উপগুপ্তের নির্দেশে তাই নিজের জীবন সমীক্ষা করতে গিয়ে সেই অন্যায়ের কথা মনে পড়ল। হাঁ, আজ আমি স্বীকার করছি সেদিন অন্যায় করেছিলাম। আমি অনুতাপগ্রস্ত। আপনার কন্যাকে যে শাস্তি সেদিন দিয়েছিলাম সেই অপরাধ মার্জনা করুন। আমি তাকে মগধে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

'না!' হঠাৎ একটি শব্দ ছিটকে উঠল তিষ্যার কণ্ঠাভ্যন্তর থেকে, একটি শব্দ যেন মুহূর্তেই প্রাচীর তুলে দিল মার্জনাপ্রার্থী এবং তার মধ্যে।

সম্রাট তো বটেই, পিতৃদেবও সচকিত হয়ে তাকালেন তিষ্যার দিকে।

www.BanglaBook.org

ততক্ষণে সে দুই হাতের আড়ালে মুখ ঢেকেছে, ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে তার সুবিন্যস্ত কেশরাজি। সেই অবস্থায় আহত হরিণীর স্বরে সে আবার উচ্চারণ করল, 'না। কখনই না।'

পিতৃদেব দ্রুত ঘনিষ্ঠ হলেন, 'কি বলছ তুমি? কি ব্যাপারে না বলছ?'

ধীরে ধীরে মুখ তুলল সে। তারপর নয়নের এক প্রান্তে সম্রাটকে ছুঁয়ে শিউরে উঠল, 'না। আমার পক্ষে মগধে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'কেন নয়? আমরা তো সেই কারণেই এসেছি। এই সেই শুভক্ষণ যার জন্যে আমরা তিরিশ বৎসর অপেক্ষা করেছি। আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না। কেন তুমি যেতে চাইছ না মগধে?' অসহায় ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলেন পিতৃদেব।

'কারণ আমাদের সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আমার স্বামী নন।'

'স্বামী নন? কি আশ্চর্য! ইনি সম্রাট নন? ইনি মহারাজ বিন্দুসারের পুত্র নন? তোমার কি বুদ্ধি লোপ পেয়েছে? অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বৃজি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার আর কনৌজ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ জানে আমরা কার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সৌভাগ্যে সৌভাগ্যান্বিত। আর তুমি বলছ— !' পিতৃদেব ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হল।

এইসময় সম্রাট কথা বললেন, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ভদ্রার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই। ওঁর এই অগ্রাহ্য আমাকে বিস্মিত করেছে।'

পিতৃদেব আত্মসংবরণ করলেন। তিনি কন্যার এই পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এখন সম্রাটের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে অভিবাদন জানিয়ে দ্রুত দ্বার অতিক্রম করলেন। তিষ্যা মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। কক্ষে এখন স্নিগ্ধ আলো জ্বলছে। তার ছায়া কাঁপছে। তিরিশ বৎসর সযত্নে লালিত একটি চিত্র এই মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন। এই কঠোর বাস্তব সে সহ্য করতে পারছিল না। ঠিক সেই সময় সম্রাট একটু এগিয়ে এসে আসন গ্রহণ করলেন, 'আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। কিন্তু শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়ার বদলে এই ব্যবহারের কারণ কি? তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না ভদ্রে?'

তিষ্যা কোন জবাব দিল না। তবে সে স্বস্তি পেল যেহেতু সম্রাট একটি সম্মানজনক ব্যবধান রেখে আসন গ্রহণ করেছেন। সম্রাট আবার বললেন, 'তোমার পিতৃদেব যে ষোড়শ মহাজনপদের নাম উল্লেখ করলেন সেটা বাহ্য, আমি এই বিশেষজনের কাছে জানতে পারি কি আমার অস্তিত্ব অস্বীকারের কারণ?'

www.BanglaBook.org

তিষ্যা এবার স্পষ্ট চোখে তাকাল। যদিও তার মুখাবয়বে বর্ষণের ছায়া বিদ্যমান, জমাট মেঘের স্থির অকম্পিত গাম্ভীর্য তবু সে আর একবার চেষ্টা করল নির্লিপ্ত হতে, নিস্পৃহ ভঙ্গীতে সামনের মানুষটিকে দেখতে। কিন্তু এ কোন মানুষকে সে দেখছে। সৌন্দর্যের এমন অপমান কখনই বিধাতার হাতে হয়নি। যিনি ঈশ্বর তিনি অসুন্দরকেও এমন কিছু সম্পদ দেন যা তার ত্রুটি ঢেকে দেয়। সেই ষোল সতের বছরের ইন্দ্রের ঈর্ষার কারণ তরুণটিকে একটি জরাগ্রস্ত কুঞ্চিত চামড়ার বৃদ্ধে রূপান্তর নিশ্চয়ই কোন ঈশ্বর করেননি। তিরিশ বৎসরের প্রতিটি পল-উপপল যে ছবি বুকের ত্বক ছুঁয়ে থাকতো, যাকে সে ছুঁয়েছে হৃদয়ে তার বয়স সতের, তার প্রতিটি পদক্ষেপে তারুণ্যের দীপ্তি, মুখচোখে কার্তিকের গড়ন। তার সঙ্গে এই বৃদ্ধের কোন সাযুজ্য নেই। এই মানুষকে সে স্বামী হিসেবে মেনে নেবে কি করে?

সম্রাট স্থিরদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, 'তিষ্যা, আমি তোমাকে দেখছিলাম। সময় তোমার কাছে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। জানি না কোন কৌশলে তুমি যৌবনকে এমন আয়ত্তে রেখেছ! কিন্তু সত্যি তুমি সুন্দর। তথাগত তোমার কল্যাণ করুন।'

'আঃ, চুপ করুন। কবচের মত তথাগতের নাম ব্যবহার করবেন না।' তিষ্যা ভুলে গেল সে এই মুহূর্তে সেই সম্রাটের সামনে বসে আছে সিংহাসনের জন্যে যিনি শত ভ্রাতাকে হত্যা করতে দ্বিধা করেননি।

সম্রাট মৃদু হাসলেন, 'আমি তাঁর শরণ নিয়েছি। তাঁর আশ্রয়ে আমি আশ্রিত। কিন্তু ভদ্রে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি।'

তিষ্যা ঠোঁট কামড়াল, 'বেশ। তাহলে সত্যি কথা শুনুন। আপনি সম্রাট হতে পারেন কিন্তু আমার স্বামী নন।'

সম্রাট বিস্মিত হলেন, 'সেকি! আমি তো সেই মানুষ যে আশ্রমাধিপতির নির্দেশে তোমাকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করেছিলাম।'

'করেননি, করতে বাধ্য হয়েছিলেন।'

'হয়তো। কিন্তু বিবাহ তো সত্য ঘটনা।'

'কিন্তু সেই আপনি অন্য মানুষ। আমি এই তিরিশ বৎসর তার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। আমার শরীর, যৌবন সব তার জন্যে। আর আপনি? অতি অত্যাচার আপনার শরীরে জরা এনেছে। একজন কামাচারী নিষ্ঠুর মানুষকে ঈশ্বর কখনও ক্ষমা করেন না। তিনি আপনার শরীরকে গলিত করেছেন। আর এইসব হওয়ার পর আপনি আপনার তথাগতের শরণ নিয়েছেন। তাঁর উপদেশমত রাজ্য শাসন করছেন। যতই শান্তি এবং শুদ্ধ জীবন হোক না কেন আপনার শরীরের সেই ইতিহাস আজও খোদাই করা আছে। এই মানুষকে আমি

www.BanglaBook.org

স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারব না। সেই টগবগে তরুণটির হয়তো লাগাম ছিল না কিন্তু তাকে আপনি এ কোথায় নিয়ে গেছেন! তাই, আমাকে বিদায় নেবার অনুমতি দিন।' কথাগুলো বলে তিষ্যা যেন সম্রাটকেই অভিবাদন জানাল।

সম্রাট এতটা বিস্মিত যে কয়েক মুহূর্ত তাঁর চুরি হয়ে গেল। তারপর তিনি শশব্যস্তে বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর। তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।'

যেনওই স্থানে এক লহমা অপেক্ষা করা অর্থহীন এইরকম ভঙ্গীতে তিষ্যা গতিসংবরণ করল। সম্রাট ব্যাকুল স্বরে বললেন, 'তথাগতের উপদেশ হল, মানুষ ন্যায় কিংবা অন্যায় যে কাজ করবে তাকেই তার ফলভোগ করতে হবে। তিষ্যা, আমি আমার অন্যায়ের ফলভোগ করতে চাই।'

তিষ্যা বলল, 'তা আপনি যত ইচ্ছে করুন, আমাকে কি প্রয়োজন!'

সম্রাট বললেন, 'তোমাকে সসম্মানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াতে তা সম্পূর্ণ হবে।'

তিষ্যা ঈষৎ শ্লেষ মিশিয়ে বললেন, 'জানতে ইচ্ছে করছে যে পুরুষ মুহূর্তের আনন্দের জন্যে একটি কুমারী বালিকার যৌবন ছিনিয়ে নেয় এবং পরক্ষণেই বিবাহের দায় পর্যন্ত অস্বীকার করে, শত ভ্রাতাকে হত্যা করতে যার হাত কাঁপে না, নিত্য যার রমণীবিহারে ক্লান্তি ছিল না, কলিঙ্গ যুদ্ধের কোন রক্ত তাঁকে বিচলিত করল? তারপরও তো অনেককাল গত হয়েছে। এখন এই অকালজরায় হঠাৎ এই সামান্য নারীর প্রতি দয়া দেখাতে কে আদেশ করল? সমস্ত ব্যাপারটাই তামাশা ঠেকছে না?'

'না, তামাশা নয়। জীবন কোন হিসাব মেনে চলে না। আমার আজ ভাবতেও লজ্জা হয় আমি তরুণবয়সে কি জীবনযাপন করেছি! এই হাতের রক্ত, এই অন্তরের কালিমা মুছে ফেলতে দিনরাত আমি তথাগতকে শরণ করেছি। কলিঙ্গ যুদ্ধে যখন চারপাশে রক্তের স্রোত তখন আমি একজন শত্রুপক্ষের সাধারণ সৈনিককে আদেশ করেছিলাম আমার বশ্যতা স্বীকার করতে। সেই আহত সামান্য সৈনিকটি মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আমার আদেশ ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছিল। তখনই ধিক্কার এল। পরে তথাগতের কথা মনে পড়ল, 'অবরেন চ সম্মন্তি, এস ধম্মো সনন্তনো।' মৈত্রীর দ্বারাই শত্রুতা উপশম করা যায়। সেটাই সনাতন ধর্ম। হ্যাঁ, তারপর প্রতিটি দিন আমি তথাগতের উপদেশ মত কাজ করেছি। কিন্তু তবু মনে শান্তি আসছিল না। মনে হচ্ছিল গৃহী নয়, আমি শ্রমণ হব। উপগুপ্তের কাছে সেই কথা বলতে তিনি জানতে চাইলেন আমি আমার অতীতের যে সমস্ত কর্মের জন্য অন্যের মনঃকষ্টের কারণ তার প্রতিকার করেছি কিনা! আমি স্মরণ করলাম আমার অতীতকে। এবং তখনই তোমার কথা মনে

www.BanglaBook.org

পড়ল। উপগুপ্ত তথাগতের একটি উপদেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'প্রেম হতে শোক উৎপন্ন হয়, প্রেম থেকেই ভয় জন্মায়। যিনি প্রেম থেকে মুক্ত তার কোন শোক থাকে না, ভয় থাকবে কেমন করে ?' আমি শোকমুক্ত এবং ভয়শূন্য হতে চাই। আমি তোমাকে আমার রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। কারণ হৃদয় কিংবা শরীরের মাধ্যমে তোমার সঙ্গে আমার একদা প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। যতক্ষণ না তার মর্যাদা আমি দিতে পারব ততক্ষণ প্রেম থেকে আমার পরিত্রাণ নেই।'

তিষ্যা হেসে উঠল সশব্দে, 'অর্থাৎ আবার আমাকে ব্যবহার করতে চান আপনি। তখন ভোগে লেগেছিলাম এখন ত্যাগের জন্যে। চমৎকার ! কি ভেবেছেন আপনি !'

সম্রাট অনেক অনুনয় করলেন। ক্রমশ তিষ্যার হৃদয় নরম হল। সে তবু বক্রস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'পাপ যখন করেছিলেন তখন খেয়াল ছিল না ?'

সম্রাট বললেন, 'যতক্ষণ পাপ পরিপক্ক না হয় ততক্ষণ তাকে মধুর বলে কল্পনা করে মূর্খরা। কিন্তু পরিপক্কতা এলেই তারা দুঃখ করে। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না তিষ্যা। আমি তোমার পায়ের কাছে আমার অঞ্জলি রাখতে পারব না,কারণ আমি তাঁর চরণাশ্রিত কিন্তু তুমি আমায় এই ভিক্ষেটুকু দাও। দয়া করো।'

ফাল্গুনী নিশির এই দ্বিতীয় যামে তিষ্যার হৃদয় দোলায়মান হল। না, সে কখনই এই বৃদ্ধ লোলচর্মগ্রস্তকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না, প্রেমনিবেদন তো অনেক দূরের কথা। কিন্তু এই ষোড়শ জনপদভূমির সম্রাজ্ঞী হয়ে সে বাকী জীবনটার দায় থেকে পিতৃদেবকে মুক্তি দিতে পারে। বিবাহিতা নারী পিতৃগৃহে দায় ছাড়া কিছু নয়। বরং এই ধর্মভীরু বৃদ্ধটিকে সামান্য দয়া করলে বাকী জীবন সুখে নাহোক স্বস্তিতে অতিবাহিত করা যায়। কিন্তু বিনামূল্যে সম্রাট তাকে নিয়ে যাচ্ছেন। যেন সে পুতুল, যা ইচ্ছে খেলা করা যায়। বৌদ্ধধর্মে তো নারীর সমান অধিকার নেই। মহাপ্রজাবতী গৌতমী ভিক্ষুণী ছিলেন ঠিকই কিন্তু কোন মূল্যে ? তথাগত মেয়েদের সংঘে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন আনন্দের অনুরোধে কিন্তু তাঁর নিয়মগুলো ? একশ বৎসর উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীকেও একদিনের উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে সম্মান দেখাতে হয়। কোন ভিক্ষুর নিন্দা ভিক্ষুণী করতে পারবে না। তাঁরা কাউকে কোন উপদেশ দিতে পারবে না। ভিক্ষুণীকে প্রতিপক্ষে উপোসথের তারিখ এবং উপদেশের সময় ভিক্ষুর কাছে জানতে হবে। অর্থাৎ সর্বত্র হাতে পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে রাখা হয়েছে নারীদের। অতএব আজ যদি সে এই বৌদ্ধগৃহীর সঙ্গে ফিরে

www.BanglaBook.org

যায় তার স্বাধীনতা কতটুকু ইনি রক্ষা করবেন তাতে সন্দেহ আছে। তিষ্যা হাসল। কিছুটা ভ্রান্তি এবং আশাভঙ্গ তাতে জড়ানো। সম্রাট উদ্‌গ্রীব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

তিষ্যা বলল, 'আমি যেতে পারি কিন্তু আমার কয়েকটা শর্ত আছে।'

'শর্ত ?' সম্রাট সচকিত হলেন। এই সুন্দরী রমণীতে কি আকর্ষণ আছে যে তাঁর হৃদয় এত ভারী হয়ে গেল।

'হ্যাঁ। যদি তা রক্ষা করতে পারেন তাহলে আমি ফিরে যাব।'

'আজ অবধি আমি তথাগত ছাড়া কারো কাছে কোন কথার পাশে আবদ্ধ নই। কিন্তু নিজের পাপ ক্ষালন করতে আমি তোমার শর্ত শুনতে সম্মত।'

'আমাকে আপনার সাম্রাজ্যের প্রধানা মহিষীর পদ দিতে হবে।'

'তারপর ?'

'আমার জন্যে সম্পূর্ণ আলাদা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেখানে আমার অনুমতি ছাড়া কোন বহিরাগতের প্রবেশ নিষেধ থাকবে। এই বিধি আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।'

'আমার ক্ষেত্রেও ! কেন ?'

'আমি সৌন্দর্যের অপমান সইতে পারিনে।'

সম্রাট অপমান হজম করলেন। তারপর নিস্পৃহ হবার চেষ্টা করলেন তথাগতকে স্মরণ করে।

'আমি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিতা নই। যদিও আমার পিতা এই ধর্মটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কখনই যেন আমাকে বৌদ্ধদের আচার অনুষ্ঠান পালন করতে বাধ্য করা না হয়।'

'আমরা কাউকে বাধ্য করি না। কিন্তু আমাদের কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠান পালন করতেই হয়। তোমার পিতৃদেব নিশ্চয়ই উপোসথ দিনে ধর্মোপদেশ শ্রবণ, পঞ্চ কিংবা অষ্টশীল গ্রহণ করেন, বর্ষান্তে প্রবারণা উৎসবে ভিক্ষুদের চীবর দান করেন, স্তূপ ও চৈত্যের পূজা করেন। এইগুলো থেকে তুমি কি দূরে থাকতে চাও।'

'হয়তো। হয়তো কেন, যদি বলি চাই।'

সম্রাট একটু সময় নিলেন, 'যদি তোমার শর্ত আমি গ্রহণ করতে না পারি ?'

তিষ্যা হাসল, 'তিরিশ বৎসর ব্রহ্মচারিণী থাকার পর এতক্ষণ একজন পুরুষের সঙ্গে একাকী কাটাবার লজ্জায় আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।'

সম্রাট চমকে উঠলেন। একি কথা শুনছেন তিনি ? বিহ্বল হয়ে উচ্চারণ করলেন, 'আত্মহত্যা করবে ? কেন ? তুমি কি জানো না আত্মহত্যা করা একটি জঘন্য অপরাধ।' সম্রাট যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

www.BanglaBook.org

'অপরাধ ? এই শব্দটা আপনার মুখে মানায় না। সমস্ত নগরীর মানুষ জানে ফাল্গুনের এই রাত্রে আপনার সঙ্গে মিলিত হতে এসেছি আমি। এতদিন অজস্র লোভের হাত আমার দিকে এগিয়েছিল, অনেক সরল প্রেম আমাকে নিবেদন করা হয়েছে কিন্তু আমি তাদের অবহেলায় সরিয়ে দিয়েছি। তারা তো ক্ষুব্ধ হবেই। আজ যদি এই শিবির থেকে আমি ফিরে যাই তাহলে তারা তো আমার চরিত্র নিয়ে কুৎসা গাইবেই যা এতকাল করতে সাহস পায়নি। আর আত্মহত্যার কথা যদি বলেন তাহলে সেটা তো তিরিশ বৎসর ধরে অপেক্ষায় আছে। একটি প্রায়-বালিকাকে গ্রহণ করলেন, বিবাহে বাধ্য হলেন কিন্তু বর্জন করলেন। সেই মেয়েটি সেদিন মাথা নিচু করে চলে না এসে পৃথিবী থেকেই বিদায় নিতে পারত। আজ চূড়ান্ত অপমানের পর সেই পথই শুধু খোলা আছে। তাই না ?' তিষ্যা প্রতিটি শব্দ যেন খেলিয়ে খেলিয়ে উচ্চারণ করছিল।

সম্রাট বললেন, 'আমি তো তোমাকে রাজধানীতে নিয়ে যেতেই এসেছি। তুমি খামোকা শর্ত আরোপ করছ না কি ?'

'না। খামোকা নয়। এ আমার মর্যাদার প্রশ্ন। আত্মসম্মানহীন মানুষ কীটের অধম। অবশ্য আপনারা নারীকে তার সম্মান দেননি!'

সম্রাট কিছুক্ষণ শর্তগুলো পর্যালোচনা করলেন নীরবে। মহারানী পদ্মাবতীর নিবেদিতা মুখের কথা ভাবলেন। তিনি কোন অন্যায় করেননি। কিন্তু প্রথম শর্তানুযায়ী তাঁকে দুঃখ দিতে হবে।

দ্বিতীয় শর্তটি তিনি পালন করবেন। উপগুপ্তের কাছে দীক্ষা নেবার পর তিনি ব্রহ্মচর্য পালনে ব্রতী হয়েছিলেন। তারপর অকালে আক্রান্ত হলেন জরায়। এখন সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। কিন্তু সেটা প্রকাশ করেন না, তথাগত তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন। অতএব তিষ্যা যেখানে থাকবেন সেখানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যদিও এই নারীর রূপে দুরন্ত চুম্বক আছে, তথাপি তিনি নিজেকে সংযত রাখবেন। কিন্তু একদা তাঁকেই বলা হতো সৌন্দর্যের প্রতীক, আজ তিনি তার অপমান। এও তো সহ্য করতে হল।

কিন্তু তৃতীয় শর্তটি তাকে পীড়িত করছে সবচেয়ে বেশী। তাঁর ধর্মমহামাত্যরা কি বলবে! সম্রাট আমাদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন তথাগতের অমোঘ বাণী প্রচারের অথচ রাজপ্রাসাদে তাঁরই মহারানী আপ্রত নন। আজ পাটলিপুত্রের মানুষ তথাগতের প্রতি অনুরক্ত, তারা এই ব্যতিক্রম সইবে কেমন করে ? সম্রাটের মন ভারাচ্ছন্ন হচ্ছিল। তিনি এখনো কারো আত্মহত্যার কারণ হতে চান না। রাজ্যের পর্বতগাত্রে, প্রস্তর স্তম্ভে, গুহায় তিনি সদ্ধর্মের অনুশাসনগুলো খোদাই করেছেন আর একটি রমণীর হৃদয় পরিবর্তন করতে পারবেন না ? ভক্তি,

www.BanglaBook.org

সদ্ব্যবহার, দয়া, দান, পবিত্রতা, সত্যবাদিতা এবং দানশীলতা—এই রমণীর কাছে তিনি কি প্রত্যাশা করতে পারেন না! তাঁর হৃদয় বলছিল সম্ভব, নিশ্চয়ই সম্ভব। এছাড়া তার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কোশলরাজের পুরোহিতপুত্র অঙ্গুলিমালের মত নৃশংস ব্যক্তিও তথাগতের কাছে ধর্মকথা শুনে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন যখন তখন এই রমণী একদিন তার মত পরিবর্তন করবেই।

সম্রাট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। স্মিত হেসে বললেন, 'ঠিক আছে তিষ্যা, আমি তোমার তিনটি শর্তই মেনে নিলাম। আজ থেকে তুমি এই সাম্রাজ্যের মহারানী। দয়া করে আসন গ্রহণ করো। তোমার পিতৃদেবকে আহ্বান জানাতে নির্দেশ দিচ্ছি।'

সম্রাটের সৈন্যবাহিনী ফিরে চলেছে। যদিও এখন যুদ্ধবিগ্রহ অনিয়মিত ঘটনা তবু সম্রাটের সৈন্যরা শিক্ষিত কিন্তু বর্বর নয়। প্রজাদের ওপর সামান্যতম অত্যাচার করলে সম্রাট তাদের ক্ষমা করেন না। ঐশ্বর্যের প্রদর্শন বন্ধ করার জন্যে সম্রাট বিহারযাত্রার পরিবর্তে ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করেছেন। তাছাড়া সম্রাট কারো ওপর ধর্ম চাপিয়ে দেন না, তারা নিজেরাই গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু আজীবক সম্প্রদায় তো সম্রাটের ধর্ম গ্রহণ করেন নি। আর সম্রাট বিরোধিতা না করে বহু ব্যয়ে কয়েকটি গুহা নির্মাণ করে দিয়েছেন তাদের জন্যে।

কিন্তু রাজধানী থেকে এতদূরে এসেও সম্রাটের চিন্তা ছিল অন্য ব্যাপারে। তিনি পাটলিপুত্রে এক ধর্মসভার আহ্বান করেছেন। এর আগে মাত্র দুইবার এইরকম ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আজ তাঁকে প্রায়ই থামতে হচ্ছে সেই ধর্মসভায় যোগদানের জন্যে পরমভক্তদের আমন্ত্রণ এবং আলোচনার জন্যে। ফলে এই বিশাল শোভাযাত্রার গতি মন্থরতা পাচ্ছিল। মহারানী তিষ্যা রয়েছেন শোভাযাত্রার ঠিক মাঝখানে একটি বিশেষ শিবিকায়। এই মুহূর্তে সম্রাট আর তার কথা চিন্তায় আনছেন না। শিক্ষিত দাসদাসীরা প্রতিনিয়ত তাঁর সেবায় নিয়োজিত একথা তিনি জানেন। কিন্তু এই ধর্মসভার বিশেষ প্রয়োজন আছে। উপগুপ্ত তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তথাগতের উচ্চারিত বাণী শুধু লোকমুখে প্রচারিত ছিল, তাকে লিপিবদ্ধ এবং সুসংবদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন। নইলে যতদিন যাবে ততই সেই সব বাণী শব্দহারা হবে, সংযোজিত হবে, ফলে তার বিকৃত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। তথাগত নির্বাণলাভের পর যখন পরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত তখন ক্রন্দনরত ভিক্ষুদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন ভিক্ষু সুভদ্র, 'বিলাপ করো না, আমরা এই মহাশ্রমণের কাছ থেকে মুক্ত হয়েছি। কারণ "এটা করো ওটা করো না" বলার জন্যে উনি বেঁচে নেই।' সম্রাট এই

www.BanglaBook.org

দৃশ্যটি কল্পনা করলেও বিশ্বাস করতে কষ্ট বোধ করেন। তথাগতের শরীরে তখনও আগুন স্পর্শ করেনি আর ওই বাক্য উচ্চারিত হল ? তাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন স্থবির মহাকশ্যপ। রাজা অজাতশত্রুর সাহায্যে রাজগৃহে সপ্তপর্ণিগুহায় সদ্ধর্মের স্থায়িত্বের জন্যে ওই মহানির্বাণের পরেই প্রথম মহাসভার আহ্বান জানান। পাঁচশত বৌদ্ধ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে সেই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে তথাগতের বাণী সংগ্রহ করা হল। বস্তুত তথাগতের প্রিয় শিষ্য ভিক্ষু আনন্দ এবং ভিক্ষু উপালীর স্মরণে যা ছিল তাই ধর্ম এবং বিনয় বলে গৃহীত হল। দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি হয়েছিল তথাগতের মহাপরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে বৈশালীতে। মহামতি যশ মহাস্থবিরের উদ্যোগে রাজা কালাশোকের উৎসাহে সেই মহাসম্মেলনে সাতশত ভিক্ষু যোগ দেন। প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতির বিচার ছিল সেই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। মহাপরিনির্বাণ হয়ে গেছে ঠিক দুইশত বৎসর। সম্রাট তৃতীয় সঙ্গীতির আহ্বান করেছেন। মোদগলিপুত্র তিষ্যকে তিনি অনুরোধ করেছেন পৌরোহিত্য করতে। ধর্ম এবং বিনয় ছাড়া অভিধর্মপিটকের আলাদা অস্তিত্ব প্রচার করতে চান সম্রাট। তিষ্য সম্মত হয়েছেন সেটি সংকলন করতে। ধর্মের বিকল্প হবে সূত্র এবং অভিধর্ম। বিনয় যেমন ছিল থাকবে। সম্রাটের ধারণা এতে তথাগতের বাণীর পূর্ণ মর্যাদা থাকবে। আজ এই প্রত্যভিযানের সময় এই নিয়েই তিনি চিন্তিত।

তিষ্যা মুগ্ধদৃষ্টিতে শিবিকার বাতায়ন দিয়ে প্রকৃতি দেখছিলেন। এত আদর এত আপ্যায়ন তিনি কখনই পাননি। প্রয়োজন অনুভূত হবার আগেই সেটা পূরণ করা হচ্ছে। সত্যি সত্যি নিজেকে মহারানী বলে বোধ হচ্ছিল তার। একটার পর একটা রাজ্য তারা অতিক্রম করছেন আর অভিবাদনের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এসবই সেই জরাগ্রস্ত সম্রাটের জন্যে। যে মানুষটিকে এককালে ষোড়শ জনপদভূমির প্রতিটি প্রাণ ঘৃণার চোখে দেখত আজ কোন শক্তির বলে তিনি তাদের জয় করে ফেললেন ? হয়তো সম্রাট ঠিকই বলেছেন মৈত্রীর দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়। পৃথিবীর ইতিহাস বলে, সম্রাটকে কখনই প্রজারা নিজের মানুষ বলে মনে করে না। সম্রাটের ভোগের জন্যেই তাদের শ্রম এবং রক্ত ব্যয় করতে হয়। কিন্তু আজ তিনি একি দেখছেন ? অগণিত সাধারণ গৃহী মানুষ সম্রাটের জয়ধ্বনি দিয়ে রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে, তারা যখন জানছে এই শোভাযাত্রায় মহারানী তিষ্যাও আছেন তখন তার নামেও জয়ধ্বনি দিতে তারা কুণ্ঠা করছে না। হয়তো সেই ঈশ্বরের বাণীর সংস্পর্শ সম্রাটকে মানুষের এত প্রিয় করে তুলেছে। কিন্তু এসত্ত্বেও তিষ্যার দাঁত চেপে বসল ঠোঁটে। একি মানুষের সম্মানের অংশীদার আজ তিনি ? একজন গলিত লোলচর্ম বৃদ্ধ যাকে দেখলে যৌবন কুঁকড়ে ওঠে !

www.BanglaBook.org

এই মানুষের জন্যে তিনি অপেক্ষায় ছিলেন এতকাল ? এই মানুষটির জন্যে তাকে বাকি জীবন কাটাতে হবে একইরকম ব্রহ্মচারিণী হয়ে ? কি পেলেন তিনি ? শুধু এই মহারানীর সম্মান, বৈভব আর কারো দায় হয়ে থাকা থেকে মুক্তি ? তিষ্যার দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। তার সামনে থেকে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য উধাও হয়ে গেল। চোখের জলের আড়াল মানুষকে বড় একাকী করে দেয়। এই বিশাল শোভাযাত্রার মধ্যবর্তী সুদৃশ্য শিবিকায় বসে মহারানী তিষ্যার হৃদপিণ্ড যে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল তা কেউ জানতে পারল না। তিষ্যার মনে হল তথাগত যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁকে প্রশ্ন করতেন, হৃদয় না ধর্ম, কোনটি বেশী শ্রেয়তর ?

শেষ শিবির স্থাপিত হল চম্পানদীর তীরে। দুটি রাজ্য, অঙ্গ এবং মগধের সীমা নির্দেশ করছে এই নদী। যেহেতু ফাল্গুন মাস, নদী বেশ শান্ত। গ্রীষ্মের দাবদাহের সময় নদীতে জল থাকে না বললেই চলে। এই এখনই বেশ সহজেই পার হয়ে যাওয়া যায়। যদিও সম্রাট বর্ষা ঋতুর কারণে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করেছেন।

তিষ্যা তার নিজস্ব শিবিরে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সারাদিন পথচলা, হোক না তা শিবিকায় বসে থাকা, কিন্তু তাতেও ক্লান্তির উদ্রেক হয়। কেশ পরিচর্যার পর তিষ্যা দাসীকে বাতায়ন উন্মুক্ত করতে নির্দেশ দিল। দাসী একটু ইতস্তত করছে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ? আমি কি বললাম তুমি শুনতে পেলে না ?'

দাসী নতমস্তকে বলল, 'বাতায়নের অন্য দিকে নদী।'

'তাতে কি হয়েছে।'

'মার্জনা করবেন, এখন তো হাওয়া বইছে নদীর ওপর দিয়ে। সেই হাওয়া মহারানীর শরীরকে অসুস্থ করতে পারে !'

সশব্দে হেসে উঠল তিষ্যা। তারপরেই খেয়াল হল মহারানীর এইরকম হাসি বোধহয় বেমানান। সে গম্ভীর হবার চেষ্টা করল আবার, 'ঠিক আছে, সেটা আমি বুঝব। তুমি বাতায়ন খুলে দাও। আর শোন, আমি যা বলব তৎক্ষণাৎ সেটাই করবে। নইলে দূর করে দেব।'

দাসী ভীত এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে বাতায়ন উন্মুক্ত করে শিবিকার থেকে বেরিয়ে গেলে তিষ্যা মুকুরের দিকে তাকাল। না, সত্যি তাকে মহারানীর মত দেখাচ্ছে। আর এইরকম হুকুম এবং মেজাজে কথা না বললে ওরা শ্রদ্ধা করবে কেন ? তিষ্যা লক্ষ্য করেছে প্রথমদিকে দাসদাসীদের অধরে এক ধরনের কৌতুকের হাসি মেশানো থাকত। কিন্তু ক্রমশ সেটা লুপ্ত হয়েছে। তার মেজাজ, সম্রাটের সঙ্গে

www.BanglaBook.org

শর্তের কথা বোধহয় প্রচারিত হয়েছে। এখন ওরা তাকে ভয় পাচ্ছে। ভয় থেকেও তো শ্রদ্ধা দেখাতে হয়। তিষ্যা উঠে বাতায়নের সামনে দাঁড়াল। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীর শরীরে সর্বদাই শিহরণ বয়ে যায়, বিশেষত বাতাস পক্ষে থাকলে। তিষ্যা দেখল নদীর ঢেউগুলোকে যেন রুপোর জমাট ভাঁজ বলে মনে হচ্ছে। রাতের স্নিগ্ধতা নিয়ে হিমেল বাতাস বয়ে আসছে নদীর শরীর ছুঁয়ে। তিষ্যা হঠাৎ আবিষ্কার করল এই প্রকৃতির একটা স্বতন্ত্র চেহারা আছে। এখানে রুক্ষতা নেই বললে চলে। অদ্ভুত শ্যামল এবং স্নিগ্ধ চেহারা সর্বত্র। এইরকম নিশাকালে চাঁদ এবং নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে যেন নিজের অজান্তে অতীতে চলে যাচ্ছিল। সে-রাতও ছিল এমনই চাঁদের। তবে তার জ্যোৎস্নায় এত ধার ছিল না। সন্ধ্যে থেকেই আকাশে ছিল মেঘের আনাগোনা। কিন্তু সেই রাতের আগেও তো ঘটনা ছিল। যার পরিণতিতে তিরিশটি বৎসর ব্রহ্মচারিণীর মত কাটাতে হল তাকে। চোখ বন্ধ করল তিষ্যা। আর চকিতে একটি পঞ্চদশী স্মৃতি আড়াল করে দাঁড়াল। একটি ডানপিটে এবং অতিচঞ্চলা পঞ্চদশী।

মাতৃবিয়োগ হয়েছিল প্রায় বালিকা বয়সে। পুরুষদের বহু বিবাহে কোন নিষেধ নেই, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছবার আগেই স্ত্রী গত হলে পুনর্বিবাহ না করাটাই ব্যতিক্রম। পিতৃদেব সেই পথের পথিক হলেন। তিনি পত্নীবিয়োগের পর বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁর কাজ নিয়ে। দিনরাত শল্যতন্ত্রাগারে অসুস্থ মানুষের সেবায় নিয়োগ করলেন নিজেকে। মাতৃহারা বালিকা যে দাসদাসীদের হাতে মানুষ হতে গিয়ে আরও ডানপিটে এবং কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে তার হদিশ রাখেননি। যখন তাঁর কাছে অভিযোগ আসতে লাগল তখন তিনি বিচলিত হলেন। দুরন্ত বালিকা কার উদ্যানের ফল চুরি করেছে কিন্তু না খেয়ে অযথা নষ্টতেই আনন্দিত। সমবয়সী বালকদের সঙ্গে দিনরাত টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। নগরীর মানুষ দেখে একটি পরমাসুন্দরীর সঙ্গ পাওয়ার জন্যে বালকেরা নানারকম উৎসাহে যে সব কাণ্ড করছে তা সহনীয় নয়। সর্বোন্নতম সহবতের ধার ধারে না বালিকা। গুরুজনের মুখের ওপর এমন সমস্ত কথা বলে যা সহ্য করা মুশকিল। পিতৃদেব অভিযুক্ত হয়ে কন্যার দিকে নজর দিলেন। কখন কোন সময়ের কারচুপিতে যৌবন ওর শরীরে প্রবেশ করেছে এতদিন তা খেয়াল করেনি। এই বয়স বিবাহের উপযুক্ত বয়স। কিন্তু এই বল্গাহীন অভব্য বালিকাকে কোন পরিবারের দুর্মতি হবে গ্রহণ করার! একে শিষ্টা শিক্ষিতা এবং মার্জিতা করা আশু প্রয়োজন, নাহলে সুগৃহে বিবাহ দেওয়া যাবে না। মাতৃহীনা বালিকার ওপর তিনি ক্রোধ প্রকাশ করতেও পারলেন না। শেষ পর্যন্ত স্থির

www.BanglaBook.org

করলেন বালিকার মানসিক পরিবর্তনের জন্যে তাকে গুরুগৃহে প্রেরণ করবেন। শত যোজন দূরে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে বিশুদ্ধিকরণ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। যে সমস্ত বালক-বালিকাদের কোনপ্রকারেই শিক্ষাদান সম্ভব নয় তাদের চরিত্র গঠনে ওই বিদ্যালয় সাহায্য করবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বালক-বালিকাদের ওখানে পাঠানো হচ্ছে। আশ্রমের কঠিন জীবনযাত্রা প্রত্যেককে বিনা প্রতিবাদে যাপন করতে হয়। এবং এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন বৈশ্যদের বালক আছে তেমনি রাজপুত্রেরও অভাব নেই। বিদ্যালয়ের প্রধান কিংবা আশ্রমাধ্যক্ষ প্রবীণ এবং কঠোর মানুষ। তাঁর শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া এমন সরল এবং বাস্তব যে সেখান থেকে ফিরে ছাত্ররা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশ্রমের দুটি ভাগ। বালক এবং বালিকারা পৃথকভাবে অবস্থান করে। একমাত্র পাঠাভ্যাস করা ছাড়া তাদের মিলিত হবার সুযোগ কয়েকটি অনুষ্ঠানকে ঘিরে।

পিতৃদেব সিদ্ধান্ত নিলেন কন্যাকে ওই আশ্রমে প্রেরণ করবেন। শ্রবণমাত্র কন্যা বিদ্রোহী হয়েছিল কিন্তু জীবনে প্রথমবার তিনি তাকে বাধ্য করলেন। বন্দী সিংহীর মত সে এল আশ্রমে। একশো যোজন পথ কম দীর্ঘ নয়। আশ্রমে প্রবেশের আগে একটি সমস্ত দিন কেটে যায় অরণ্য অতিক্রম করতে। সূর্য অস্ত গেলে সেই অরণ্যপথে পা দেওয়ার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ অরণ্যের শেষে একটি বিশাল দীঘির পাশেই ওই আশ্রম।

গৃহত্যাগের সময় বিদ্রোহের চেষ্টা করলেও অরণ্যে প্রবেশের পর বালিকা কৌতুক অনুভব করল। এই প্রথম সে পরিচিত পরিবেশের বাইরে যাচ্ছে। তার মনে হল এসে ভালই হয়েছে। জন্মাবধি একই জায়গায় বাস করে একঘেয়েমি এসে যাচ্ছিল। তা থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেল। তবে তাকে সংশোধনের জন্যে চেষ্টা কঠোর হলে এই অরণ্যে স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকা যাবে।

আশ্রমাধ্যক্ষকে দেখে কিন্তু বালিকার ভাল লাগল। বৃদ্ধ খুব সদাচারী এবং মুখে হাসি লেগেই আছে। প্রথম দর্শনে তিনি বললেন, 'তোমাকে পেয়ে আমার খুব ভাল লাগছে। তোমার সঙ্গে কয়েকটি বালিকা থাকবে যারা অত্যন্ত অশিষ্ট, তুমি তাদের বন্ধু করে নেবে। কারণ আমি মনে করি সমস্ত মানুষের মধ্যেই একটা কোমল প্রাণ আছে। আমরা সেটা আবিষ্কার করতে পারি না বলেই বিব্রত হই।'

বালিকা দেখল তাদের যে গৃহে থাকতে হচ্ছে তা মোটেই বিলাসবহুল নয় কিন্তু অসুবিধেও হচ্ছে না। এই গভীর অরণ্যে এর চেয়ে ভাল কিছু কল্পনা করাও যায় না। তার সঙ্গিনীরা সবাই নবাগতা। পুরোন যারা তাদের আলাদা থাকতে হয়। নবাগতারা সবাই তার চেয়ে বয়সে ছোট। সুতরাং অবিলম্বে সে তাদের

www.BanglaBook.org

ওপর কর্তৃত্ব চালাতে লাগল।

বালক এবং কিশোরদের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীতে। দু'পক্ষের পরস্পরের এলাকায় যাওয়া আসায় নিষেধ আছে। পরদিন প্রভাতে প্রথম পাঠ গ্রহণের আগে নবাগতদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন অধ্যক্ষ। একপাশে বালিকারা, অন্যপাশে বালক এবং কিশোররা বসে আছে। প্রথমে বালিকাদের নাম ধরে ডাকছিলেন অধ্যক্ষ। সেই সময় তাদের এগিয়ে গিয়ে অধ্যক্ষের পাশে দাঁড়িয়ে সহপাঠী এবং পাঠিনীদের অভিবাদন জানাতে হচ্ছিল। বালিকা নিজের নাম শোনামাত্র অপরপ্রান্তে তাকাল। সেখানে ছাত্ররা সবাই একজোট হয়ে বসে আছে কিন্তু একজন ছাড়া। সে দলের বাইরে মাথা হেঁট করে এমন ভঙ্গীতে রয়েছে যেন খাঁচায় বদ্ধ সিংহ। যদিও সে গম্ভীর এবং মুখের অধিকাংশ দৃষ্টির আড়ালে—কিন্তু তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে দলের অন্য শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা। তার পোশাক অন্য আশ্রমবালকের মতই কিন্তু তবু যেন দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

সে ধীরে ধীরে আশ্রমাধ্যক্ষের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অধ্যক্ষ তার পরিচয় দিলেন। বললেন, 'এই নবাগতা আশ্রমবালিকার নাম তিষ্যা। এ অল্পবয়সে মাতৃহারা। তোমরা সবাই একে আপন করে নিও। তিষ্যার পিতৃদেব বিশিষ্ট শস্ত্রবিদ্। জানি না সে পিতৃদেবের কাজকর্ম কতটা দেখেছে। তবে আশা করব আমাদের কারও যদি অসুস্থতার জন্যে প্রয়োজন হয় সে এগিয়ে আসবে। তার সৌন্দর্য শুধু শরীরেই সীমাবদ্ধ নয়, কাজেও প্রকাশিত হবে।'

তিষ্যার অন্তরে অদ্ভুত শান্তি নেমে এল। সে সহপাঠী এবং পাঠিনীদের অভিবাদন এবং অধ্যক্ষকে প্রণাম করে নিজের জায়গায় ফিরে আসার পথে চোখের কোণায় চেয়ে দেখল সেই আবদ্ধ সিংহ একবারও মুখ তোলেনি, তাকে দেখেনি, তার কথাও শুনেছে কিনা সন্দেহ।

এর পরে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন অধ্যক্ষ। একে একে সবাই যখন পরিচিত হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, 'এবার তোমরা যার সঙ্গে পরিচিত হবে সে আমাদের গর্ব। হয়তো ভবিষ্যত তার জন্যে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল বাক্যমালা লিখে রেখেছে। রাজকুমার, এখানে উঠে এসো।'

প্রথমে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না ছেলেটির। কিন্তু অন্যান্যরা কিছুটা বিস্ময়ের চোখে তাকাল। তিষ্যা কৌতুকবোধ করল। সে ঠিকই ভেবেছিল, এ স্বতন্ত্র, অন্যদের সঙ্গে কোন মিল নেই। রাজকুমারদেরই এইরকম চেহারা হতে পারে সেটা তার বোঝা উচিত ছিল। তবে রাজকুমার খুবই অখুশী, তা তার ব্যবহারে প্রকাশ পাচ্ছে। তিষ্যা জেনে গেছে পিতামাতারা যখন আর সন্তানদের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে পেরে ওঠেন না তখনই তাদের সংশোধনের জন্যে এখানে

www.BanglaBook.org

পাঠিয়ে থাকেন। তার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল এই রাজকুমার কি অন্যায় করেছেন ?

দ্বিতীয়বার ডাক আসার পর মুখ তুলে তাকাল রাজকুমার। যেন তাকে অকারণ বিরক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে কি করতে হবে ?'

সবাই লক্ষ্য করল রাজকুমার স্থানত্যাগ করে অধ্যক্ষের পাশে গিয়ে দাঁড়াল না, তার কথা বলার ভঙ্গীতে সামান্য নম্রভাব নেই। অধ্যক্ষ কিন্তু মোটেই উত্তেজিত হলেন না। তিনি বললেন, 'এখানে এসো, তোমার সতীর্থদের সঙ্গে পরিচিত হও। এদের সঙ্গেই তো তোমাকে দিনযাপন করতে হবে।'

'না, আমি যখন এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি তখন আমার মতই থাকব। তাছাড়া রাজা কখনও সাধারণ মানুষদের অভিবাদন করে না। আপনি এদের বলে দিন যেন আমাকে বিরক্ত না করে।' প্রতিটি শব্দের পেছনে যেন ক্রোধ ছিল, উপেক্ষাও মিশে গেল।

গুঞ্জন উঠল শিক্ষার্থীদের মধ্যে। অধ্যক্ষ হাত তুলে তাদের শান্ত হতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'এই আশ্রমে যখনই শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হবে তখন তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। তুমি রাজকুমার ছিলে এবং থাকবে কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে একজন সাধারণের চেয়ে বেশি কিছু নও। তোমার পিতাও এ বিষয় অবগত আছেন। অন্য শত পুত্র নিয়ে তিনি বিব্রত নন কিন্তু তোমাকে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন এখানে। আমি তোমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ জানি। আমি বিশ্বাস করি, মানুষ ভুল করে এবং মানুষই তা সংশোধন করে। তুমি গিরিব্রজ বা রাজগৃহে অথবা পাটলিপুত্রে কি করেছ তা ভাবতে চেষ্টা কর। আশ্রমের সুশৃঙ্খল আবহাওয়া অবশ্যই তোমার মনে অনুশোচনা এনে দেবে। এখানে তোমাকে সবার সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করতে হবে। কোন অন্যায় করলে তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু আমাকে সেই পরিস্থিতিতে না নিয়ে যাওয়ার মত শুভবুদ্ধি তোমার উদয় হোক।' কথাগুলো বলে অধ্যক্ষ অন্যান্যদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আমি এতক্ষণ যার সঙ্গে আলোচনা করছিলাম সে মগধের রাজকুমার।'

মগধের রাজকুমার ! পরে সঙ্গিনীদের একজনের কাছে মগধের রাজকুমারের গল্প শুনল তিষ্যা। মেয়েটি থাকে চম্পানদীর ওপার এক প্রান্তে অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী চম্পানগরীতে। মগধ এবং অঙ্গ পাশাপাশি রাজ্য ছিল একদা। এখন মগধের অন্তর্গত বলে মেয়েটি এই রাজকুমার সম্পর্কে নানান তথ্য জানে। পাটলিপুত্র এবং রাজগৃহের নাগরিকরা এই প্রায়-তরুণ রাজকুমারের অত্যাচারে

www.BanglaBook.org

বিব্রত। সে নাকি পথে কারো রথ দেখলে খেয়াল হলেই সজোরে সারথিকে নিষ্ক্রিয় করে নিজেই এমন বেগে সেটা চালনা করত যে যাত্রীদের প্রাণসংশয় হত। এবং এতেই নাকি রাজকুমার আনন্দ পেত। স্ত্রীলোকেরা চম্পানদীতে অবগাহনের জন্যে যেতে ভয় পেত। রাজকুমার তাদের ওপর অত্যাচার করেই খুশী হত না, অত্যাচারের পরিণাম তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করত। এইসব অত্যাচার হতো সম্পূর্ণ অকারণে। রাজকুমারের খেয়াল হত, তাই তিনি করতেন। পুত্রের বিরুদ্ধে অনেকের ক্ষোভের কথা রাজা জানতেন। কিন্তু যখন একটি সামান্য কারণে রাজকুমার একজন ব্রাহ্মণের আঙুল কেটে নেন তখন তিনি প্রকৃত ক্রুদ্ধ হয়ে এই স্থানে পাঠিয়ে দিলেন সংশোধনের জন্যে। শোনা যাচ্ছে রাজা নাকি অধ্যক্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন রাজকুমারকে শাসনের ব্যাপারে। সঙ্গিনী তাকে সতর্ক করল, এই রাজকুমার শৃগালের মতন ধূর্ত, সাপের মতন শয়তান এবং সিংহের সমান শক্তিশালী। অতএব এমন মানুষের কাছ থেকে শত হাত দূরে থাকাই ভাল।

বস্তুত ওই আশ্রমে যারাই এসেছিল তাদের অতীতে কিছু না কিছু গর্হিত কাজের স্মৃতি ছিল। কিন্তু বেশিরভাগই ছিল ডানপিটে, অবাধ্য, অশিষ্ট। অপরাধ ছিল, কিন্তু সেটা অতি সামান্য। পিতামাতারা বিব্রত হয়ে এখানে পাঠাতেন সংশোধনের আশায়। কিন্তু ওই রাজকুমার যে অপরাধ করে এসেছেন সাধারণ মানুষ হলে কঠোর শাস্তি হয়ে যেত তখনই, এখানে আসার সুযোগ ঘটতো না।

এইসব কথা যত শুনেছে তত তিষ্যার মনে হয়েছে ওই রূপবান রাজকুমার সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক আলাদা। অদ্ভুত আকর্ষণ আছে ওর চাহনিতে, পদক্ষেপে। প্রতিদিন সে যখন শুনত রাজকুমার আজ আশ্রমের শৃঙ্খলা ভেঙেছে তখন খুশী হত। নিজে যেটা পারত না সেটা রাজকুমার করছে বলে পুলকিত হত। শুধু সে নয়, তার সঙ্গিনীদের অনেকেই রাজকুমারের দিকে সপ্রশংস চোখে তাকাত। কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস ছিল। কেউ তার মত সুন্দরী নয়। এখানে যদি রাজকুমার কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্বল হয়, তাহলে তাকেই নির্বাচন করবে। অবশ্য ওরকম প্রস্তাব এলেই সে প্রত্যাখ্যান করবে। প্রত্যাখ্যান যে চাহিদা বাড়িয়ে দেয় ওই বয়সেই সে তা জেনে গিয়েছিল।

রাজকুমার অধ্যয়নের চেয়ে শাস্তি গ্রহণ করছেন বেশি। অধ্যক্ষ-পত্নীর বয়স হয়েছে। তাঁর প্রতি অশালীন কটূক্তি করার অপরাধে রাজকুমারকে অধ্যক্ষ সারাদিন কাঠ কাটার আদেশ দিলেন। তীর্থকে মুষ্ট্যাঘাত করার অপরাধে একদিন তাকে উপবাসে কাটাতে হল। নিত্য তার অপরাধ এবং শাস্তি লেগেই ছিল। তাছাড়া অপরাধ বড় সংক্রামক। অন্যান্য সব সঙ্গীরা রাজকুমারের কাজে

www.BanglaBook.org

উদ্দীপ্ত হতেই অধ্যক্ষ চূড়ান্ত সতর্ক করে দিলেন। অশিষ্ট এবং আইনভঙ্গকারীদের শাস্তি দেবার জন্যে একটি বাহিনী অধ্যক্ষের আদেশের জন্য অপেক্ষা করত।

একদিন ব্যাপারটা চরমে উঠল। একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে রাজকুমারের বিতর্ক হচ্ছিল দেবতাদের নিয়ে। শিক্ষার্থীটি বলছিল, কার্তিক যুদ্ধের দেবতা কিন্তু ইন্দ্রের চেয়ে সুন্দর নন। তা সত্ত্বেও লোকে রূপের কথা উঠলেই কার্তিকের সঙ্গেই তুলনা করে থাকে। রাজকুমার জবাব দিয়েছিলেন, ইন্দ্র বা কার্তিকের চেয়ে সে অনেক বেশি সুন্দর। শিক্ষার্থীটি প্রতিবাদ করেছিল, দেবতাদের সঙ্গে মানুষের তুলনা করতে নেই।

রাজকুমার নাকি অবজ্ঞার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিল, 'কে দেবতা ? ইন্দ্র ? সে তো নপুংসক। নপুংসক আবার দেবতা হতে পারে নাকি ? তাছাড়া দেবতা-টেবতা বলে কিছু নেই। ওসব ব্রাহ্মণদের বানানো গল্প। তোমাদের মত অজ্ঞরাই সেটা বিশ্বাস করে।'

দেবতাকে অপমান করছে দেখে সেই ব্রাহ্মণতনয় শিক্ষার্থী ক্ষিপ্ত হয়ে কিছু বলায় রাজকুমার তাকে দু' হাতে শূন্যে তুলে এক পাক ঘুরিয়ে এমনভাবে ফেলে দেন যে, বেচারা খুবই আঘাত পায়। ঘটনাটা কানে যাওয়ামাত্র অধ্যক্ষ খুব ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শাস্তি ঘোষণা করলেন। আশ্রমের পাশেই যে বিশাল দীঘি তার ঠিক মাঝখানে সামান্য স্থলভূমি আছে দ্বীপের মত জেগে। ইদানীং ওই জলাশয়ে সাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আশ্রমের বাসিন্দাদের ওপর জলে নামা নিষেধ ছিল। অধ্যক্ষ রাজকুমারকে একটি ডিঙ্গিতে বদ্ধ অবস্থায় তুলে তাঁর বাহিনীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সেই দ্বীপে। তীর থেকে সবাই দেখল রাজকুমারকে দ্বীপে নামিয়ে দেওয়ামাত্র সে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। দ্বীপ থেকে তীরে আসতে ডিঙ্গিটির সময় লাগল পঁচিশ পল। অধ্যক্ষ জেনে নিলেন ওই স্থলভূমি পরিষ্কার, সাপের কোন চিহ্ন নেই। প্রহরীরা রাজকুমারকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু রাজকুমার তার পায়ের বাঁধন খোলার প্রয়োজন বোধ না করে শুয়ে পড়ল। অধ্যক্ষের আদেশ হল, ওই দ্বীপে রাজকুমারকে তিনদিন তিন রাত্রি সম্পূর্ণ অনাহারে একা কাটাতে হবে। কেউ তাকে কোনরকম সাহায্য করতে যাবে না। ওই দ্বীপ থেকে সাঁতার কেটে পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। কারণ জলাশয়ে এত আগাছা যে সাঁতার খুবই কষ্টকর এবং সেইসঙ্গে সাপের কামড়ের সম্ভাবনা খুব বেশি। তাছাড়া যদি-বা কেউ ওই পথ সাঁতরে উঠে আসে তাহলে তাকে অরণ্যে লুকিয়ে থাকতে হবে। সেটা আরও মারাত্মক। তবে সারাদিনে রাজকুমার একই ভঙ্গীতে শুয়ে রইল।

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় দিনেও সেই একই দৃশ্য। এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না রাজকুমারের শরীরে প্রাণ আছে কিনা ! কারণ গতকালের ভঙ্গীতেই সে শুয়ে আছে। অধ্যক্ষ খুব বিচলিত হলেন। খাদ্য বিনা একজন মানুষ তিন দিন কাটিয়ে দিতে পারে বাধ্য হয়ে কিন্তু জল ছাড়া তার বাঁচা খুবই কষ্টসাধ্য। রাজকুমার জল খাচ্ছে না, নড়ছেও না। অবশ্য এই দীঘির জল আশ্রমে পানীয় হিসেবে ব্যবহারের সময় শুদ্ধ করা হয় কিন্তু প্রয়োজনে সরাসরি খাওয়া চলে।

রাজকুমারের অবস্থা বিকেলবেলায় কেমন তা জানবার জন্যে অধ্যক্ষ তিনজন শিক্ষার্থীকে ডিঙ্গিতে পাঠালেন দ্বীপের উদ্দেশ্যে। তারা ঘুরে এসে বলল, অনেক ডাকাডাকি সত্ত্বেও রাজকুমার কোন সাড়া দিল না। তবে তার শরীরে প্রাণ আছে কারণ নিঃশ্বাস উত্থান-পতনের সময় সেটা কাঁপছিল। হয়তো অধ্যক্ষ কিছুটা নরম হয়েছিলেন কিন্তু রাজকুমার জীবিত এবং সাড়া না দেওয়ায় এখনও সে অবাধ্যতা করছে দেখে তিনি তাঁর আদেশটি কার্যকর করতেই মনস্থ করলেন। এইরকম একটি দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীদের সামনে থাকলে ভবিষ্যতে তারা সতর্ক হবে।

কিন্তু তিষ্যার সেই রাত্রে ঘুম আসছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, রাজকুমার যে ভঙ্গীতে শুয়ে আছে তাতে কোন সাপ যদি তাকে কামড়ায় সে সামান্য প্রতিরোধ করতে পারবে না। ওই পরমসুন্দর শরীর বিষে নীল হয়ে যাবে ভাবতে গিয়েই সে শিউরে উঠল। আজ দুই দিন দুই রাত রাজকুমার অনাহারে। নিশ্চয়ই সেই মহেন্দ্রের ঈর্ষা মুখাবয়ব এতক্ষণে শীর্ণ হয়েছে। তিষ্যার বুকের ভেতর ঝড় উঠল। সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সে শয্যা ত্যাগ করে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। তখন চাঁদের রাত নয়। কিন্তু আকাশ নির্মেঘ থাকায় তারার আলোয় পথ চলতে অসুবিধে হয়নি। এবং রাত্রের শেষ প্রহর এসে যাওয়ায় অন্ধকারে চিড় ধরেছিল।

তিষ্যার খুব ইচ্ছে করছিল রাজকুমারকে একবার কাছ থেকে দেখে আসে। আজ সারাদিন রোদে পুড়বে রাজকুমার। আগামীকাল প্রভাতে তাকে তুলে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু সেই সুযোগ যদি না পাওয়া যায় ? অধ্যক্ষকে শাস্তি মকুব করার জন্যে অনুরোধ জানাবার মত সাহস তার নেই। কিন্তু সে ডিঙ্গিটি নিয়ে চুপিসারে চলে যেতে পারে। সে দ্বীপের গায়ে ডিঙ্গি ভিড়িয়ে দেখতে পারে কোন সাপ রাজকুমারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা। কিংবা সে রাজকুমারকে সতর্ক হয়ে থাকতে অনুরোধ করতে পারে।

নিঃশব্দে অরণ্যের পায়ে চলা পথে তিষ্যা জলাশয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। দূরে দ্বীপটিকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এবং খুব মনোযোগ দিলে দেখা যায় একটি মানুষ চুপচাপ শুয়ে আছে। জলাশয়ের তীরে কোন প্রহরা নেই। তিষ্যা ডিঙ্গিটির

www.BanglaBook.org

বন্ধন মুক্ত করল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল দ্বীপের দিকে। ছপছপ জলে শব্দ হচ্ছিল। এর আগে সে ডিঙ্গিতে কখনও না চড়লেও তেমন অসুবিধে হচ্ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে ওটা বড় বেশি টলছিল। তিষ্যা দেখল দ্বীপটি এগিয়ে আসছে। জল স্থির। কোন শ্বাপদের চিহ্ন নেই। পেছন ফিরে দেখতে গিয়ে সে সতর্ক হল। কারণ ডিঙ্গিটি বড্ড বেশি দুলে উঠেছিল।

দ্বীপের গায়ে ডিঙ্গি ভিড়িয়ে সে দেখল সুদর্শন তরুণ শুয়ে আছে কি অবহেলায়। যেন এই দুই দিন রাজকুমারের বয়স বাড়িয়েছে, সেই সঙ্গে এসেছে পার্থিব সৌন্দর্য। কিন্তু কোন স্পন্দন নেই কেন শরীরে ? তবে কি কোন বিষধর দংশন করে গেছে এর মধ্যে। তিষ্যার বুক কেঁপে উঠল। কিছু না ভেবেই সে দ্বীপে নেমে পড়ল ডিঙ্গি থেকে। দ্রুত পায়ে রাজপুত্রের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সে বুঝল মানুষটি জীবিত। তার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। সে দূরে তীরের দিকে তাকাতে চমকে উঠল। সেখানে এই শেষ অন্ধকারেও সমবেত হয়েছে কিছু মানুষ। চিৎকার করে তারা কিছু বলছে। অর্থাৎ আশ্রমের মানুষ বুঝতে পেরেছে সে এখানে এসেছে। এবং এতক্ষণে তিষ্যার খেয়াল হল সে অন্যায় করেছে। অধ্যক্ষ এই কারণে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আচ্ছা, কি শাস্তি দেবেন তিনি ? এই দ্বীপে যদি তাকে থাকতে হয় রাজকুমারের সঙ্গে তাহলে খাদ্য-পানীয়ের কি খুব প্রয়োজন হবে ? এবং সেই সময় নজর পড়ল একটা মাকড় রাজকুমারের পিঠের ওপর দিয়ে সম্রাটের ভঙ্গীতে হেঁটে যাচ্ছে। দ্রুত নিচু হয়ে সে মাকড়টিকে বিতাড়িত করতে গিয়ে রাজকুমারের পিঠে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের ডান হাত উঁচু হয়ে তাকে আকর্ষণ করল। সেই আকর্ষণে সে ছিটকে পড়ল রাজকুমারের শরীরে। তিষ্যা প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠল। তার কণ্ঠস্বরে সচকিত রাজকুমার বলল, 'বাঃ চমৎকার ! তুমি এসেছ সুন্দরী ? সঙ্গে কে আছে ?' দু' হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে রাজকুমার উঠে বসল, 'কেউ নেই ? একাই ? পাঠাল কে ?'

'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে !' চিৎকার করে উঠল তিষ্যা। রাজকুমারের হাত তখন নির্মম এবং লোভী হয়ে উঠেছে। এই প্রথম কেউ তার যৌবনের অহঙ্কারে হাত দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল তিষ্যা। সমস্ত শরীরের সব প্রতিরোধ শক্তি উধাও হয়ে গেল। এই শরীরটা তার নিজের নয়, এমন করে শক্তিহীন সে কখনও হয়নি।

রাজকুমার যে অস্থির এবং বোধহীন সেটা বুঝতে পারছিল। যেন একটা সিংহ হরিণকে ধরে কিভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে তাই ভেবে পাচ্ছিল না। শেষ মুহূর্তে সে বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু যে বাঘ রক্তের গন্ধ পেয়ে গেছে তাকে

www.BanglaBook.org

নিবৃত্ত করবে সাধ্য কি ! সেই মুহূর্তে শরীরে সামান্যতম আনন্দের বদলে তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়তে তিষ্যা নিঃশব্দে কেঁদে উঠল দাঁতে দাঁত চেপে। অনভিজ্ঞ সেই তরুণ নিঃশেষ হতেই বিহ্বল এবং ক্লান্ত চোখে তার দিকে তাকাল। তারপর এক লাফে উঠে ডিঙ্গিতে উঠে বসল। কিন্তু ততক্ষণে তীরে জনসমাগম হয়ে গেছে। রাত ফুরিয়ে আকাশটা ভোরের দখলে চলে গেল। তিষ্যা সেই যে চিৎ হয়ে শুয়েছিল আর নড়েনি। সে বুঝতে পারছিল রাজকুমার ধারে-কাছে নেই। নির্জন দ্বীপে সোজাসুজি আকাশের দিকে তাকিয়ে তার কষ্টের সঙ্গে আর একটা সুখের অনুভূতিকে সে আবিষ্কার করল। আচমকা আঘাতের অসাড়তা কেটে গেলে সে ওই দুইয়ে মিশিয়ে এক বিচিত্র বোধে বাস করছিল।

তিষ্যাকে তীরে নিয়ে এল প্রহরীরা। তখনও তার বেশবাস ছিন্নভিন্ন, মুখ দুই হাতের আড়ালে। অধ্যক্ষ কঠোর গলায় নির্দেশ দিলেন সঙ্গিনীদের, 'যাও, ওকে সুবেশে নিয়ে এস। এখনই। এই অনাচার আমি সইব না।'

নিরালায় সঙ্গিনীদের কাছে ভেঙে পড়তে গিয়ে সামলে নিল তিষ্যা। সে বুঝতে পারছিল কোন চরম শাস্তি তার জন্যে অপেক্ষা করছে। হয়তো অধ্যক্ষ তাকে বিতাড়িত করবেন এখনই। এই মুহূর্তে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। পিতৃদেবের সামনে সে দাঁড়াবে কোন্ মুখে !

সঙ্গিনীরা নানারকম প্রশ্ন করছিল বেশ পরিবর্তনের সময়। কেন সে ওই দ্বীপে গেল ? সে যে নিরপরাধ তার তো কোন প্রমাণ নেই। তার সঙ্গে কি রাজকুমারের গোপন প্রণয় শুরু হয়েছিল ? হলে সেটা কবে থেকে ? ওই দ্বীপে ঠিক কি কি ঘটেছিল তা জানতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল তারা। রাজকুমার কিভাবে তার কৌমার্য হরণ করেছিল তার বিবরণ চাইছিল লোভীর মত। কিন্তু তিষ্যা নির্বাক রইল। সে শুনল রাজকুমার পালাতে পারেনি। প্রহরীরা তাকে ধরেছে। এই মুহূর্তে সে বাঁধা রয়েছে আশ্রমের মূল চত্বরে একটি খুঁটির সঙ্গে। তিষ্যার বেশ পরিবর্তন হলে অধ্যক্ষের আদেশ এল তাকে ওই ব্রাহ্মমুহূর্তে উপাসনাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তখন তার শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছিল পদক্ষেপ করলেই। কিন্তু সেকথা বলার সাহস হয়নি।

তিষ্যা দেখতে পেল রাজকুমার উদ্ধতভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তার দুই হাত রজ্জুতে বাঁধা কিন্তু মুখের পেশী শক্ত। তিষ্যাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজকুমারের বিরুদ্ধে কি তোমার কোন অভিযোগ আছে ?'

অভিযোগ ! তিষ্যা কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। যেচে যে নিজের মৃত্যু ডেকে আনে, যে জেনেশুনে আগুনে আঙুল রাখে সে কার বিরুদ্ধে অভিযোগ

www.BanglaBook.org

করবে ? তিষ্যা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। না, তার কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

অধ্যক্ষ প্রশ্ন করলেন, 'কেন বিনা অনুমতিতে ডিঙ্গি নিয়ে রাতের অন্ধকারে তুমি রাজকুমারের কাছে গিয়েছিলে ? তুমি কি এই গর্হিত কাজের আগে একটুও ভেবেছিলে ?'

তিষ্যা এবারও মাথা নাড়ল। না, সত্যি সে ভাবেনি।

অধ্যক্ষ বললেন, 'এবার তোমাকে একটি প্রশ্ন করব। এই কথা উচ্চারণ করতে আমার রুচিতে বাধছে। কিন্তু ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই প্রশ্ন না করে আমার কোন উপায় নেই। রাজকুমার কি তোমার চরম ক্ষতি করেছে ?'

কি উত্তর দিতে পারত তিষ্যা ? কিছুই না ভাবতে পেরে সে আগের দুইবারের মত নীরবে মাথা নাড়তেই সমস্ত শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাথিনীদের মুখ থেকে ছিটকে আসা বিস্ময়ের শব্দ তার কানে প্রবেশ করল।

অধ্যক্ষ বললেন, 'নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও যে তুমি রাজকুমারকে বাঁচাতে চেষ্টা করছ তার জন্যে আমি কিন্তু তোমার প্রশংসা করতে পারলাম না। তোমার পরিধেয় প্রমাণ করেছে নারীর অমূল্য সম্পদ তুমি হারিয়েছ। এই অবস্থায় যে-কোন শাস্তি রাজকুমারকে দিতে পারি। কিন্তু তাতে তার অপরাধ হ্রাস পাবে না। তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হবে তাতে। কারণ ধর্ষিতা রমণীকে মানুষ চিরকাল সন্দেহের চোখে দেখে থাকে। তাই সবদিক ভেবে আমি স্থির করেছি আজ এই ব্রাহ্মমুহূর্তে শাস্ত্রমতে রাজকুমারের সঙ্গে তোমাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে হবে।'

ঠিক তখনই তরুণ অথচ কঠিন স্বর ভেসে এল, 'না। এ হতে পারে না।'

সবাই সচকিত, তিষ্যাও মুখ তুলে রাজকুমারকে দেখল। এতক্ষণ এত মানুষের সামনে অপমানে এবং লজ্জায় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হতে হয়েছিল কিন্তু এখন এই বাক্য শোনামাত্র মনে হল সে-সব এর কাছে কিছু নয়। অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ওকে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক ?'

'হ্যাঁ।' স্পষ্ট কথা।

'কারণ বলতে পারো ?'

'নিশ্চয়ই। আমি রাজপুত্র। একজন সামান্য পরামানিক কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হতে পারে না।' নির্মম শব্দগুলো যেন তীরের মত বিদ্ধ করল তিষ্যাকে। গুঞ্জন উঠল সমবেত দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে।

হাত তুলে তাদের শান্ত করলেন অধ্যক্ষ। তারপর দৃঢ় গলায় বললেন, 'আপত্তি অগ্রাহ্য হল। আমি তোমাকে বিবাহ করতে বাধ্য করব। এই হবে

www.BanglaBook.org

তোমার চূড়ান্ত শাস্তি। এবং বিবাহ সম্পূর্ণ হওয়ার পর তোমরা মগধের দিকে যাত্রা করবে। আমি তোমার পিতৃদেবকে সংবাদ প্রেরণ করেছি, তিনি যেন পুত্রবধূর জন্যে অপেক্ষা করেন।'

পাটলিপুত্রের মানুষ তাদের নতুন রানীকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যখন তারা জানল নতুন রানীই মহারানীর সম্মান পাচ্ছেন তখন তারা বিষণ্ণ হল। মহারানী পদ্মাবতী জীবিত থাকা সত্ত্বেও সম্রাট ওই সম্মান অন্য কাউকে দেবেন এ তাদের কল্পনায় আসেনি। পদ্মাবতীকে হেয় করা হয়েছে এই গুঞ্জন উঠলেও সম্রাট যেভাবে ধর্মসভা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাতে ব্যাপারটা গুরুত্ব পেল না আর।

পাটলিপুত্রের নাগরিকদের মধ্যে স্বভাবতই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই বেশী। নারীদের সন্ন্যাস কিংবা মঠে প্রবেশের ব্যাপারে তথাগতর আপত্তি ছিল কিন্তু তাদের গৃহী হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করতে তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন। বোধিসত্ত্বকে নিয়ে নাগরিকদের অহঙ্কার আছে। তাদের বিশ্বাস তিনি অত্যন্ত আপন মানুষ। বোধিসত্ত্ব পাণ্ডব পাহাড়ের ছায়ায় ভিক্ষালব্ধ অন্ন গ্রহণ করেছিলেন। এই পাণ্ডব পাহাড় পাটলিপুত্রের কাছেই। তখনও তথাগত হননি তিনি, তখনও বোধিজ্ঞান অর্জিত হয়নি। সেই সময় সদ্য সংসার ত্যাগ করেছিলেন আদিত্যবন্ধু। তারপর সম্যকজ্ঞান লাভ করে তিনি প্রত্যাগমন করেছিলেন এইখানেই। বেলুবন উদ্যানে বিহার নির্মাণ করে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন তিনি। মগধবাসী এই সব কথা স্মরণে রেখেছে। তাঁর কথা তারা গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করে।

বুদ্ধের আগে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে দেশ ত্রস্ত ছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানের আধিক্য এবং ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে ধর্ম জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা প্রচার করতেন সুষ্ঠু যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমেই ধনাগম হবে; স্বাস্থ্য তেজোময় এবং পরলোকের সুখ এবং শান্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সব ক্রিয়াকাণ্ডে সাধারণ মানুষ কখনই তৃপ্ত হয়নি। শেষ পর্যন্ত চার রকম আশ্রমে জীবন ভাগ করে মানুষের কার্যকলাপ একটা শৃঙ্খলে বাঁধবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু শূদ্ররা রইল অবহেলিত। ব্রাহ্মণ এবং তাদের স্বার্থের কারণে ক্ষত্রিয়রা চালাল আধিপত্য। জাতিভেদ প্রথা এই সময় জন্মগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহিলাদের গার্হস্থ্য সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত।

এই অবস্থায় বুদ্ধের অমৃতবাক্য, যা শুধু হৃদয়কেই শান্ত করেনি, জীবনকেও সহজ করে দেয়, জনসাধারণের শ্রেয়তর ধর্ম মনে হয়েছিল। ভারতবর্ষের মানুষ প্রথম নিজেদের সম্মানিত হতে দেখল। ফলে তিনি জীবিত থাকতে তো বটেই, তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রচারিত ধর্ম এবং বিনয় সর্বত্র স্বীকৃত

www.BanglaBook.org

হয়েছিল।

সম্রাট যখন রাজত্বের দশম বৎসরে উরুবেলা গ্রামের সম্বোধিবৃক্ষ সন্দর্শনে গিয়েছিলেন তখন পাটলিপুত্রের মানুষ তাঁর অনুগমন করেছিল। তথাগত মার এবং তার সৈন্যকে সাধনালব্ধ শক্তিতে পরাজিত করে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে ওই বৃক্ষের নিচে বসে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। সেই বৃক্ষ যা কিনা বোধিবৃক্ষ, তা যে কোন বৌদ্ধর কাছে অতিপবিত্র। সম্রাট তাঁর পরিবর্তিত জীবনে তথাগতর ধর্ম এবং আদর্শ প্রচারে সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন। প্রজারা সম্রাটের অনুগত।

দিবস-রজনী এখন পাটলিপুত্রের রাজপথে বুদ্ধের উপাসনাসঙ্গীত এবং বিহারে বাণী শোনা যাচ্ছে। প্রার্থনার মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে শ্রদ্ধার সঙ্গে। অতীব মনোরম পরিবেশ এখানে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মহারানী তিষ্যা সম্পূর্ণ একাকী তাঁর প্রাসাদে। শর্তমত তাঁর বাসস্থান রাজপ্রাসাদের কাছে নয়, কিন্তু অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁর পরিচারিকারা একমাত্র তাঁরই আদেশ মান্য করে। মূল প্রাসাদের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই।

ধর্মসভা শেষ হল। কত ভক্ত এলেন, সন্ন্যাসীরা পদধূলি দিলেন। অনেক আলোচনার পরে বৌদ্ধধর্মকে সুস্থিত করার জন্যে একটি সুশৃঙ্খল নিয়মাবলী প্রণীত হল কিন্তু সে সব মহারানীর ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। সে রয়েছে তার মত, আপন মনে। এমন কি রাজধানীতে অবস্থানকালে সে অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনী তো দূরের কথা, রানী পদ্মাবতীর সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা প্রকাশ করেনি।

ধর্মসভার কাজ শেষ হয়ে গেলে সম্রাটকে মন্ত্রী খল্লাতক স্মরণ করিয়ে দিল, নতুন মহারানীর অভিষেক অসম্পূর্ণ আছে। রাজসভায় মন্ত্রী অমাত্য এবং আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার মাধ্যমেই সম্রাট তাঁকে স্বীকৃতি দিতে পারেন।

সম্রাটের চেতনা ফিরল। তিনি ধর্মসভা নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিষ্যার সম্পর্কে কিছু খেয়াল করেননি। এখন তিনি স্মৃতির অপরাধভার থেকে মুক্ত। তাঁর মনে কোন পাপবোধ না থাকলেও চিত্তের দুর্বলতা থেকে মুক্ত হননি। কারণ তিষ্যার কথা মনে পড়তেই সেই উজ্জ্বল লাবণ্যবতীর চেহারাটা তাঁকে দুর্বল করল। এত সুন্দরী একজন রমণী তাঁরই দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে এতকাল অপেক্ষায় ছিল ? কিন্তু ওই রমণীর মন তিনি পাবেন না। যে ঘৃণা এবং উপেক্ষার ভাষা তিনি শুনেছেন, অভিব্যক্তি চোখে দেখেছেন তা সহ্য করা তাঁর পক্ষে মুশকিল। তিনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না। কেবলই প্রার্থনা করেন চিত্ত সংস্কারমুক্ত এবং তৃষ্ণার ক্ষয় হোক। কিন্তু সেই সমস্ত বিভ্রান্ত হচ্ছে এই মুহূর্তে

www.BanglaBook.org

তিষ্যার কথা স্মরণে আসামাত্র। কি অদ্ভুত এক চুম্বকশক্তি আছে ওই রমণীতে। নিষেধাজ্ঞা আছে তিনি তিষ্যার প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারবেন না বিনানুমতিতে। অবশ্য প্রবেশের বাসনা তাঁর নেই। শরীর বিকল হলে মন বৃথাই চঞ্চল হয়।

সম্রাট সংবাদ প্রেরণ করলেন। মহারানীর যদি আপত্তি না থাকে আগামী শুক্লা পঞ্চমীর প্রভাতে তিনি অভিষেকের ব্যবস্থা করতে চান। সেই সময় অভিষেক কক্ষে তাঁকে পরিচিত হতে হবে এই সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সঙ্গে। সেদিন তাঁকে কিছুক্ষণ উপবেশন করতে হবে তাঁর পাশের সিংহাসনে। এইভাবে বিব্রত করতে সম্রাটের অনিচ্ছা ছিল কিন্তু এই লোকাচারের বিপক্ষে যাওয়া উচিত নয় বলে তিনি অনুরোধ জানালেন সেই প্রভাতে প্রস্তুত হতে।

প্রত্যুত্তরে তিষ্যা জানান, সে এখানে বস্তুত বন্দীদশা যাপন করছে। সেক্ষেত্রে সম্রাট যা বলছেন তাই মান্য করা ছাড়া উপায় নেই। তবে সে বন্দীদশায় শান্তিতে আছে। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত স্বামীকে প্রতিদিন দেখার দুর্ভাগ্য থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। সেই প্রভাতে সম্রাট যেন অকারণে তাকে বিরক্ত না করেন।

পত্রটি পেয়ে সম্রাট অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উপগুপ্তের সান্নিধ্যে গেলেন। সমস্ত কথা শুনে উপগুপ্ত বললেন, 'যা সত্য তা নির্মম। তাই বলে সত্যকে অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। তোমার কর্তব্য তুমি করে যাও। এই দেহরূপ জীর্ণ খাঁচাটিকে এখানেই ত্যাগ করে যেতে হয় আমাদের। সেই যাওয়ার পথ পবিত্র কর।'

অতএব রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হল শুক্লা পঞ্চমীর প্রভাতে মহারানী তিষ্যা পরিচিত হবেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হল। বিশেষ শকটে মহারানী এল তার প্রাসাদ থেকে। সত্যিই তাকে আজ সম্রাজ্ঞীর মত দেখাচ্ছিল। রানীবেশে তার রূপ আরও শাণিত, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রাজপথে প্রজারা তার জয়ধ্বনি দিল। পুষ্প দিয়ে সাজানো পথে সে যখন সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেল তখন গোলাপকে তার চরণের কাছে ম্লান মনে হচ্ছিল। সম্রাট সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। প্রথানুযায়ী সম্রাটের আসনের সামান্য নিচে মহারানীর আসন। অভিষেককক্ষ তখন পরিপূর্ণ। কিন্তু তারা লক্ষ্য করল মহারানী একটিবারও সম্রাটের দিকে তাকাল না। উদ্ধত ভঙ্গি, সামান্য কৃতজ্ঞতার চিহ্ন নেই। কিন্তু সুন্দরী রমণীতে যদি চুম্বক থাকে তাহলে তার দোষ মুহূর্তে ক্ষালন হয়ে যায়। তারা জয়ধ্বনি দিল। সম্রাটের দীর্ঘ-জীবন কামনা করল। তারপর উপগুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন আশীর্বাণী উচ্চারণ করতে। সম্রাট শশব্যস্তে মহারানীকে বললেন, 'গুরুদেব উপগুপ্ত। যাও, আশীর্বাদ নাও।'

www.BanglaBook.org

ঈষৎ বিরক্ত তিষ্যা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সম্রাটের সঙ্গে তার শর্ত ছিল তিনি কোনরকম ধর্মানুষ্ঠানে বাধ্য করবেন না। এই বিশাল পৃথিবীতে তিনি তথাগতের বাণী প্রচার করুন, তাঁর ধর্মযাত্রার রথ দিগন্ত ছাড়িয়ে যাক, তিষ্যার তাতে কিছু এসে-যায় না, কিন্তু তার মত একটি সামান্য নারীহৃদয় জয় করতে যেন সম্রাট অক্ষম থাকেন চিরকাল। সম্রাট কি সেই শর্ত লঙ্ঘন করার চেষ্টা করছেন ? এই অভিষেকসভার ছলনায় তাকে বশীভূত করার চেষ্টা কি এটা ?

কিন্তু সভার সবাই তাকে দেখছে। তিষ্যাও দেখল একজন সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসী স্মিতমুখে তার দিকে চেয়ে আছেন,যাঁর দৃষ্টিতে অপার স্নেহ, ক্ষমা এবং ভালবাসার স্পর্শ। ঈশ্বর কেমন তিষ্যা জানে না, বুদ্ধকে দেখার সুযোগ হয়নি, কারণ তিনি দুই শত বৎসর আগেই গত হয়েছেন। কিন্তু এই সন্ন্যাসী যে পবিত্রতম মানুষ তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

তিষ্যা উঠে দাঁড়াল। তারপর নম্রভঙ্গীতে উপগুপ্তের সামনে অবনত হল। উপগুপ্ত আশীবাণী উচ্চারণ করলেন, 'প্রিয় বাক্য ব্যবহার কর, কৃপণতা পরিত্যাগ কর, দানশীলা হও, সত্যে স্থির থেকো, ঈর্ষা এবং ক্রোধ পরিত্যাগ কর।' তারপর নিজেই উচ্চারণ করলেন নিজের মনে, 'আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি, আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি, আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।'

আশীর্বাদ করে উপগুপ্ত এবং অন্যান্য শিষ্যরা চলে গেলে তিষ্যা ফিরে এল আসনে। তার হৃদয় বেশ উদ্‌ভ্রান্ত। ওই মানুষটির অমৃতবাক্য শ্রবণমাত্র রক্তে অদ্ভুত স্থিরতা বিরাজ করছে। জ্ঞানচক্ষু উন্মোচনের পর এই প্রথম সে যেন শান্তির ছায়ায় দাঁড়াল। তিষ্যা অন্যমনস্কভাবে সম্রাটের দিকে তাকাতেই মুহূর্তে সব বোধ ম্লান হয়ে গেল। তিক্ত একটি ঢেউ যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার বিদ্রোহী মন আবার জায়গা দখল করল। ওই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের তথাগতর শরণ নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। জীবনের সব রস ভোগ করে জীর্ণ হওয়ার পর তথাগতকে আঁকড়ে ধরার কারণ থাকেই। নতুন অত্যাচার করার সাধ্য যে তাঁর ফুরিয়ে গিয়েছিল। বাঘ মাংসে তখনই অনাসক্ত হয় যখন তার নখ এবং দাঁত খসে যায়।

এই সময় ঘোষক ঘোষণা শুরু করল। সম্রাটের মন্ত্রী, আমলা এবং সাম্রাজ্যের বিখ্যাত মানুষরা একে একে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য মহারানীকে নিবেদন করে যেতে লাগলেন। প্রতিটি অর্ঘ্য নিবেদিত হওয়ার আগে মহারানীকে সেই ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া হচ্ছিল। তিষ্যার সেই সব নাম কানে যাচ্ছিল না, অর্ঘ্যের দিকে দৃষ্টি দিল না। এত বড় সৌভাগ্যের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে তার নিঃস্ব মনে হচ্ছিল। তার ইচ্ছে করছিল উপগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করতে, সারাজীবন

www.BanglaBook.org

যে তৃষিত হয়ে সামান্য জলের জন্যে কাঙাল, তাকে একফোঁটা অমৃত কতটা তৃপ্ত করবে ? এই অমৃতের কোন প্রয়োজন নেই, বরং তৃষ্ণার যে জ্বালা, তাতে জ্বলে যাওয়া অনেক সুখদায়ক।

সম্মান প্রদর্শনের মিছিল যখন শেষ হয়ে এল, সভার কাজ সাঙ্গ হব-হব তখন ঘোষক ঘোষণা করল, জীবকের আম্রবন থেকে রাজকুমার এইমাত্র উপস্থিত হয়েছেন মহারানীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে। শ্রবণমাত্র তিষ্যার বিরক্তি বাড়ল। সম্রাট তাকে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইছেন নাকি ? কিন্তু সেই মুহূর্তে তার দৃষ্টি প্রধান প্রবেশপথে পড়তেই সমস্ত শরীরে অজস্র কদম্ব সুরভি তুলল। বৈশাখের শেষ বিকেলে যেমন অন্ধকার আকাশ বিদীর্ণ-করা বিজুরীতে চমকিত হয় পৃথিবী, তেমনি তার হৃদয়, তার শরীর হঠাৎই শিহরিত হয়ে উঠল। এ কাকে দেখছে ? তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করতেই একটি প্রায় তরুণ রাজকুমারকে দেখতে পেল সে। অধ্যক্ষের নির্দেশ শুনে যে অবাধ্যভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিল, প্রভাত হয়ে আসা অন্ধকারে যে তার মুখ দুই হাতে ধরে আকণ্ঠ চুম্বন করেছিল সিংহের উত্তাপে, রজ্জুবদ্ধ অবস্থাতেও যে অধ্যক্ষের নির্দেশ মানতে রাজী ছিল না, মগধ রাজ্যের সীমানায় যে তাকে অবহেলায় পরিত্যাগ করে গেল, সেই সুদর্শন তার সামনে দাঁড়িয়ে, যার জন্যে সে তিরিশ বৎসর প্রতীক্ষা করে আছে ব্রহ্মচারিণী হয়ে।

তিষ্যা ভুলে গেল সে রাজসভায় আসীনা। সে বিস্মৃতা হল তার ডানদিকে স্বয়ং সম্রাট, সামনে এবং দুই পাশে সাম্রাজ্যের বিদগ্ধজন। তার স্মরণে এল, 'নিব্বুতা নূন সা নারী, যসসায়ং ঈদিশো পতি।' এই রকম স্বামী পেলেই নারীহৃদয় পরিতৃপ্ত বা নির্বাপিত হয়। এই সেই পুরুষ যে তার স্বপ্নের সঙ্গী, জাগরণের কল্পনা, তার প্রতিটি পল-বিপলের আকাঙ্ক্ষা। একে স্মরণে রেখেই তার প্রতিটি দিন এবং রাত্রি কেটেছে। সেই আকাঙ্ক্ষিত এখন তার সামনে। তিষ্যা আবেগে উঠে দাঁড়াল। তার অধর স্ফুরিত হল, নাসা ঈষৎ স্ফীত। কিন্তু সে আবিষ্কার করল তার কণ্ঠে কোন স্বর নেই, যেন পৃথিবীর সব মরুভূমি একত্রিত হয়ে সেখানে বাসা বেঁধেছে। তার চোখে ঘোর লাগল। সমস্ত জগৎ সংসার মুছে গেল চকিতেই। যেন তার ঈশ্বরদর্শন হল। সমস্ত শরীরে কম্পন এল। দুই পা অসাড় হয়ে গেল। ঊর্ধ্বাঙ্গের ভার সামলাতে না পেরে সে আবার আসন গ্রহণ করল।

সুদর্শন তরুণ দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এসে দাঁড়াল। তার অঙ্গে রাজভূষণ নেই, কিন্তু যা আছে তাতে সুরুচি স্পষ্ট। তার পদক্ষেপে ঔদ্ধত্য নেই কিন্তু আস্থা আছে পরিষ্কার। সিংহাসনের নিচে দাঁড়িয়ে সে নতজানু হল। কিন্তু সে সব কিছুই যেন

www.BanglaBook.org

তিষ্যা দেখছিল না অথবা দেখার শক্তি ছিল না। রাজপুত্র যখন শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে সদ্যফোটা শ্বেতগোলাপ সামনে নিবেদন করল তখন স্তূপীকৃত অন্যান্য মহার্ঘ্য ম্লান হয়ে গেল। সম্রাটকে প্রণাম করে রাজপুত্র তিষ্যাকে শ্রদ্ধা জানাল, 'মহারানী আমার জননী। আমি প্রার্থনা করছি তথাগত যেন তাকে শান্তি দেন।'

তারপর শিষ্টভঙ্গীতে সে ধীরে ধীরে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেল।

সসম্মানে তিষ্যা যখন ফিরে এল তার প্রাসাদে তখনও তার চেতনা পরিচ্ছন্ন নয়। বারংবার মনে হতে লাগল তার এতকালের অপেক্ষা আজ সার্থক। সেই নয়নভোলানোর দর্শন পেল অবশেষে। অবিকল সেই রাজকুমার। হয়ত সেই রকম উদ্ধত অবাধ্যভঙ্গী নেই, কিন্তু চোখ-মুখের গড়ন, কেশের ধরন, গাত্রের রঙ এক। এমনকি হাঁটার ভঙ্গিটিও। তিষ্যা বেশ পরিবর্তন না করে শয্যায় মুখ গুঁজে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার হৃদয় কেবলই রাজপুত্রের দর্শন চাইছিল। যে অগ্নিকণিকাকে তিরিশ বৎসর সে কৃপণের মত হাওয়া এবং জলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল তাই এখন হঠাৎ বিশাল আকার গ্রহণ করে তাকেই দগ্ধ করছে। এই সময় তিষ্যার প্রধান পরিচারিকা সুপ্পবাসা বিনীত কণ্ঠে বলল, 'মহারানী, শয্যাত্যাগ করুন। আহার প্রস্তুত।'

তিষ্যা হাত নাড়ল, 'না, আজ আর কিছু খাব না। খিদে পাচ্ছে না। তোরা যা, আমাকে একটু একা থাকতে দে।'

সুপ্পবাসা বিচক্ষণা। কিন্তু তবু সে মহারানীর এই পরিবর্তনের কারণ আবিষ্কার করতে পারল না। মহারানী অসুখী, কিছুটা বিরূপস্বভাবা কিন্তু তাদের প্রতি কখনই রূঢ় ব্যবহার করেননি। আজ রাজসভায় সে মহারানীর পেছনে ছিল। সেখানে তো কোন অশোভন ব্যাপার ঘটেনি। শুধু রাজপুত্রকে দেখামাত্র মহারানীর আসন ত্যাগ নজরে পড়েছিল। কনিষ্ঠজনকে দেখে কেউ এই সম্মান প্রদর্শন করে না। তবে এটাও ঠিক সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে আশীর্বাণী গ্রহণ করার জন্যে মহারানী আরও একটু কম কালক্ষেপ করলে শোভন হত। তাহলে কি কারণ আছে এই মধ্যাহ্নের আহার পরিত্যাগ করে শুয়ে থাকার। সুপ্পবাসা নারী। সে জানে বিশেষ কারণ ছাড়া নারী এই ভঙ্গিতে শয়ন করে না, আহারে অনিচ্ছা জানায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে মহারানীকে বিরক্ত না করাই শ্রেয় মনে করল সে।

শেষ দ্বিপ্রহরে তিষ্যা আর শয্যায় থাকতে পারল না। কিছুতেই তার চিত্তে শান্তি আসছে না, অঙ্গের জ্বালা কমছে না। সে যেদিকে তাকায় অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বীপে শায়িত রাজকুমারকে দেখতে পায়। সে চোখ বন্ধ করলেই সেই সুদর্শন

www.BanglaBook.org

সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকায়। তিরিশ বৎসর ধরে লালিত একটি ছবি যেন আজ অনেকগুলো সঙ্গী পেয়ে তার চারপাশে নিজেদের মেলে ধরেছে। তিষ্যা তার বিশাল কেশরাশি বন্ধনমুক্ত করল। তারা অজস্র নাগিনীর মত পিঠ ছাপিয়ে নিতম্ব আবৃত করে নেমে এল জানুর ওপর। অনেকক্ষণ অভুক্ত থাকায় তার মুখ কৃশ হয়েছিল, অবরুদ্ধ ক্রন্দন তার চোখের পাতাকে স্ফীত করেছিল। হঠাৎ তার কানে কিছু শব্দ প্রবেশ করল। কেউ বা কারা খুব ব্যস্ত হয়ে কাছাকাছি কথা বলছে। সে সুপ্পবাসাকে ডাকতে গিয়ে আবিষ্কার করল তার কণ্ঠস্বর খুব দুর্বল শোনাচ্ছে, নিজের কাছেই অপরিচিত।

সুপ্পবাসা দ্রুত পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সে মহারানীকে পর্যবেক্ষণ করেও কোন সূত্র খুঁজে পেল না এই পরিবর্তনের। তিষ্যা বলল, 'কারা কথা বলছে রে ? কিসের গোলমাল ?'

সুপ্পবাসা হাসল, 'গোলমাল নয় মহারানী। আজ সন্ধ্যায় আমাদের পাশের উদ্যানে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতি শুক্লা পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে এইরকম আয়োজন করা হয়। সম্রাট তো বটেই, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত প্রধান দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকেন।'

তিষ্যা অবাক হল, 'তাই ? আমাদের পাশের উদ্যানে ?'

'হ্যাঁ। আপনি ওই বাতায়নে এলেই দেখতে পাবেন।'

তিষ্যা মেঝেতে পা রেখেই টের পেল, তার শরীর ভারি হয়েছে। ক্লান্তি ভর করেছে ইতিমধ্যে। সে ধীরে ধীরে বাতায়নে গিয়ে দাঁড়াল। নিচের সবুজ গালিচার মত মাঠ ঘেরা উদ্যানে তখন শ্রমিকদের তদারক করছে রাজকর্মচারীরা। দর্শকদের বসবার আসন, অভিনয়ের মঞ্চ এবং বেশ পরিবর্তনের জন্য কক্ষ নির্মাণ করা হচ্ছে আজকের সন্ধ্যার জন্যে।

তিষ্যা দেখল তার প্রাসাদের গায়েই বেশ-পরিবর্তন কক্ষ নির্মিত হচ্ছে। ওই উদ্যানে তার প্রবেশপথ সেখানেই। সে উষ্ণ হল। বিনানুমতিতে ওরা এই কাজ করছে কেন ? তাছাড়া এই নগরে কি আর কোন উদ্যান ছিল না ? বেছে বেছে সম্রাট এটিকে নির্বাচিত করলেন কি তাকে আনন্দ দেবার জন্যে ? বৃদ্ধের কি শখ ? সে জিজ্ঞাসা করল, 'সুপ্পবাসা, এই উদ্যানে কি এর আগেও অভিনয় হয়েছে ?'

'হ্যাঁ মহারানী।'

তিষ্যা ঠোঁট কামড়াল। ব্যাপারটা নতুন না হলে সে কি করতে পারে ? সে স্থির করল উদ্যানের দিকে তার প্রাসাদের সমস্ত জানলা বন্ধ থাকবে আজকের সন্ধ্যায়। সম্রাট যত ইচ্ছে প্রমোদ করুন তার কিছু এসে যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে

www.BanglaBook.org

তার কৌতূহল হল, কিসের অভিনয় হচ্ছে আজ ? প্রশ্নটা করতেই সুপ্পবাসা জানাল, তথাগতের জীবনের নানা ঘটনাই অভিনয়ের বিষয়। সে শুনেছে আজ সুজাতা এবং তথাগতের সম্পর্কই অভিনীত হবে।

তিষ্যা জিজ্ঞাসা করল, 'তাই নাকি ? তথাগতের ভূমিকায় অভিনয় করার স্পর্ধা এই রাজ্যের কোন অভিনেতার আছে ?'

সুপ্পবাসা বলল, 'রাজকুমার যখন অভিনয় করেন তখন সত্যি বলে ভুল হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে তিষ্যা সচকিত হল, 'রাজকুমার ? রাজকুমার অভিনয় করবে ?'

'হ্যাঁ। তিনিই তো উদ্যোক্তা।' সুপ্পবাসা হাসল।

অন্যমনস্ক তিষ্যা জিজ্ঞাসা করল, 'রাজকুমার সম্পর্কে কি জানিস বল তো আমাকে।'

সুপ্পবাসা অবাক হল। রাজকুমার সম্পর্কে মগধের সবাই অবহিত আর মহারানী জানেন না ? তাহলে রাজসভায় তাঁকে দেখামাত্র মহারানী কেন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ? কিন্তু পরিচারিকা হিসেবে সে শিখেছে কৌতূহল সর্বত্র দেখানো বুদ্ধিমতীর কাজ নয়। সে জানাল, 'রাজকুমারের মত মানুষ পাটলিপুত্র কেন, মগধেও আছে কি না সন্দেহ। অমন সুন্দর চেহারা, সুকণ্ঠ এবং মিষ্ট ব্যবহার খুব কম মানুষই করতে সক্ষম। রাজকুমার হয়েও তিনি যুদ্ধবিদ্যা শেখেননি, অস্ত্র ধারণ করেননি। কিন্তু তাঁর মত শাস্ত্রবিদ্ এ রাজ্যে কম আছে। তিনি হলেন প্রকৃত অর্থে বৌদ্ধ। বুদ্ধের জন্যে তিনি জীবন দিতে পারেন। সম্রাট রাজপুত্র মহেন্দ্র এবং রাজকন্যা সংঘমিত্রাকে ধর্মপ্রচারে বাইরে পাঠিয়েছেন। তাঁরা কবে ফিরবেন কেউ জানে না। সবাই আশা করে যে রাজকুমার পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। কিন্তু যে মানুষ দিনরাত ধর্ম এবং পুঁথিতে ব্যস্ত থাকেন তিনি কি করে রাজ্য শাসন করবেন। সম্রাটের এ বিষয়ে দুঃখ আছে বলে শোনা যায়।'

তিষ্যা সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনল। তারপর নিজের মনে বলল, 'সে আজ এখানে অভিনয় করবে!'

'হ্যাঁ মহারানী, শুধু তিনি একা নন। কাঞ্চনমালাও ওই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন!' সুপ্পবাসা জানাল।

'কাঞ্চনমালা ? সে আবর কে ?' মুখ গম্ভীর হল তিষ্যার।

'ওমা, আপনি জানেন না ? রাজকুমারের পত্নী তিনি। এখনও বয়সে কিশোরী। কিন্তু নৃত্যগীতাদিতে খুব কুশলা।'

তিষ্যা ঠোঁট কামড়াল। তাহলে রাজকুমার বিবাহিত ? শ্রবণমাত্র তার সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলল। তার কপালে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হল। ওই সুদর্শন বিবাহিত ? সে কি করতে পারে ? কি করা যায় ? ওই সুদর্শন তরুণের পত্নী কি সুন্দরী ? তার

www.BanglaBook.org

রূপ কি ম্লান করতে পারে সে ?

তিষ্যার বুকে যেন তীব্র জ্বলুনি এবং এই বোধ থেকে তার মুক্তি কিসে হবে তা সে জানে না। এইসময় দেখা গেল একজন রাজকর্মচারী প্রহরীদের সঙ্গে উদ্যানে এসে দাঁড়াল। লোকটির ভাবভঙ্গীতে ঔদ্ধত্য স্পষ্ট, চেহারায় বোঝা যায় মানুষটি সরল নয়। উপস্থিত সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী তাকে দেখামাত্রই তটস্থ হয়ে করণীয় করতে লাগল। তিষ্যার মনে হল এই নগরীতে আসার পর সে এই প্রথম কাউকে দেখতে পেল যে ব্যতিক্রম। লোকটি হুকুম দিচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে দৃষ্টি এই প্রাসাদের দিকে নিক্ষেপ করছিল। তিষ্যা যেহেতু নারী সেই হেতু ওই দৃষ্টিতে লোভের ছায়া দেখতে পেল। সে সুপ্পবাসাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা কে ?'

'মহামান্য খল্লাতক। সম্রাটের মন্ত্রী।'

'লোকটা কেমন ?'

সুপ্পবাসা মহারানীর দিকে তাকাল। খল্লাতক সম্পর্কে সে যা জানে তা বলা উচিত হবে কি না কে জানে ? বিশেষত খল্লাতক এর মধ্যে দুইদিন লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছেন মহারানীর কোনরকম অসুবিধে হয়েছে কি না। কিন্তু খল্লাতক অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। সম্রাটের সঙ্গে তার যে মানসিক বিরোধ আছে সেকথা সবাই জানে। কিন্তু যেহেতু লোকটা অত্যন্ত কর্মঠ এবং রাজনীতিজ্ঞ তাই সম্রাট তাকে পদচ্যুত করেননি। বৌদ্ধধর্মের সব অনুশাসন মানতে রাজী নন খল্লাতক। তিনি মনে করেন রাজার ধর্ম সন্ন্যাসীর নয়। রাজা রাজ্যশাসন করবেন রাজনৈতিক নেতার চোখে, রাজ্যের সীমা বাড়াবেন তাঁর মৃত্যু উপস্থিত'না হওয়া পর্যন্ত। খল্লাতক যতটা না বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত তার চেয়ে অনেক বেশি ব্রাহ্মণ্যধর্মে আসক্ত। সংক্ষেপে সুপ্পবাসা এইসব তথ্যগুলো তিষ্যাকে জানালে তার অধরে হাসি ফুটল। চমৎকার ! সম্রাট তার ছায়ায় সাপের বাসা রেখে দিয়েছেন। সে দৃঢ় গলায় আদেশ দিল, 'লোকটাকে ডাক। আমি কথা বলব।'

তিষ্যার হুকুম পালিত হল। খল্লাতক এসেছে জেনে তিষ্যা নেমে এলেন একতলায়। সেখানে বসবার ঘরে খল্লাতক দাঁড়িয়েছিল কিঞ্চিৎ অধৈর্য হয়ে। মহারানীকে দেখামাত্র সে অবনত হয়ে অভিবাদন জানাল, 'মহারানীর জয় হোক। মহারানী আদেশ করুন।'

'আপনি খল্লাতক ?' তিষ্যা লোকটিকে দেখল। আজ প্রভাতে রাজসভায় নিশ্চয়ই এ ছিল, কিন্তু তখন লক্ষ্য করার মত মানসিক অবস্থা তার ছিল না। সুপ্পবাসা ঠিকই বলেছে। এর মুখের প্রতিটি রেখা বলে দেয় লোভের চেহারা কি রকম হতে পারে।

সে জিজ্ঞাসা করল কিন্তু লোকটি সময় নিল উত্তর দিতে। তারপর যেন

www.BanglaBook.org

অতিরিক্ত বিনয়ে বলল, 'হ্যাঁ মহারানী, সম্রাটের মন্ত্রী যে কিনা আপনার দাসানুদাস।' কথা বলার সময় কি একটা চটুল হাসি এক মুহূর্তের জন্যে চলকে উঠল ?

'আমি জানতে চাই আমার পিতৃদেবকে সমস্ত সংবাদ জানানো হয়েছে কিনা ? আজকের রাজসভার ঘটনা তিনি জানতে পারছেন কি না ?' তিষ্যার গলায় কর্তৃত্ব। খল্লাতক কিছুটা বিস্মিত চোখে তাকিয়েই নিম্নমুখী হল, 'সবই জানানো হয়েছে তাঁকে। আজই আমি একটি বিশেষ দূত মারফত তাঁকে বৃত্তান্ত জানিয়েছি।'

'আপনি যেতে পারেন এবার।'

খল্লাতক আবার অভিবাদন জানিয়ে যখন চলে যাচ্ছে তখন তিষ্যা আবার ডাকল তাকে, 'শুনুন।'

'আদেশ করুন মহারানী!' চকিতে ঘুরে দাঁড়াল খল্লাতক।

'পাশের উদ্যানে অভিনয়ের আয়োজন করার আগে আমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেননি কেন ? ওতে আমার কোন সুবিধে অসুবিধে হবে কিনা তা জানার প্রয়োজন আপনাদের নেই ?' তিষ্যা কঠোর মুখে জানতে চাইল। তার মনে হচ্ছিল কোনক্রমে যদি আজকের অভিনয় সে বন্ধ করে দিতে পারে তাহলে রাজকুমার তার নৃত্যগীতে কুশলা পত্নীর সঙ্গে আনন্দ করা থেকে বঞ্চিত হবে। অন্তত একটা রাত্রের জন্যেও।

খল্লাতকের উত্তর প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সেগুলো বলার সময় একটি সূক্ষ্ম হাসি দেখতে পেল বলে মনে হল তিষ্যার। খল্লাতক বলল, 'মার্জনা করুন মহারানী। এটি এই অধমের অপরাধ। অবশ্যই উচিত ছিল আপনার অনুমতি প্রার্থনা করা। আসলে কোন কোন কর্ম মানুষ অভ্যেসে করে থাকে। ওই উদ্যানে রাজকুমার দীর্ঘকাল ধরে অভিনয় করে আসছেন। আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেছি আয়োজন করে দিতে। দ্বিতীয়বার এই ভুল হবে না। আমি সম্রাটকে সংবাদটি নিবেদন করব।'

'না তার দরকার নেই। বুদ্ধের জীবন আমাদের প্রত্যেকের শ্রদ্ধার বিষয়। কিন্তু আমাকে আমন্ত্রণ জানানো সম্রাটের কর্তব্য ছিল।' তিষ্যা বুঝতে পারছিল না কিভাবে অভিনয় বন্ধ করা যায়!

খল্লাতক বলল, 'আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে আমি অভিনয়ের জন্যে অন্য উদ্যান নির্বাচিত করতে পারি। কিছুটা অসুবিধে হবে কিন্তু সেটা মহারানীর বিরক্তি উৎপাদনের চেয়ে বেশি নয়।'

অর্থাৎ অভিনয় বন্ধ করা যাবে না। তিষ্যা চকিতে ভেবে নিল। যদি বন্ধই না

www.BanglaBook.org

করা যায় তাহলে সে কেন বঞ্চিত হবে সেই সুদর্শনের দর্শন থেকে ? তাছাড়া এই সুযোগে সেই নৃত্যকুশলাকেও দেখা হবে। কে বেশী সুন্দর যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ হবে। তিষ্যা বলল, 'না। আপনাকে শেষমুহূর্তে কোন পরিবর্তন করতে হবে না। আপনি কি ওই অভিনয়ের সময় উপস্থিত থাকবেন ?'

'না মহারানী। আমার তার চেয়েও অনেক জরুরী কাজ আছে। সম্রাট তাঁর ধর্মমহামাত্যদের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারেন কিন্তু আমি জানি রাজ্যশাসনের জন্যে সজাগ চোখ চাই।'

'কিন্তু আমি উপস্থিত থাকতে পারি ইচ্ছে হলে। আপনি আমার প্রাসাদ থেকে উদ্যানে যাওয়ার জন্যে একটি দ্বার নির্মাণ করে দিন। আমি আত্মপ্রকাশ করতে চাই না।' উদাস গলায় জানাল তিষ্যা।

নতমস্তকে আদেশ গ্রহণ করল খল্লাতক, 'কাকপক্ষী তো দূরের কথা সামান্য পিপড়েও টের পাবে না মহারানী। আমি এখনই ব্যবস্থা করছি।'

খল্লাতকের ঠোঁটে কি হাসি উঁকি দিল ? তিষ্যা বুঝতে পারছিল না সে অন্যায় করেছে কিনা। লোকটিকে তার ভাল লাগল না, মোটেই না। তবু কেন যে দুর্মতি হল ওকেই আদেশ জানাতে ! আদেশ না অনুরোধের মত শোনাল ! সম্রাট যদি জানতে পারেন তাহলে হয়তো সামান্য অবাক হবেন। কিন্তু লোকটিকে শেষ আদেশ করাটা ভুল হল।

স্নানান্তে সুপ্রবাসার সাহায্যে বেশ-পরিবর্তন করে সাজতে বসল তিষ্যা। সুপ্রবাসা সাহচর্য পেয়ে কিঞ্চিৎ সাহসী হয়েছে। কথা বলার মানুষ না পাওয়া গেলে অনেকেই প্রশ্রয় পায়। তিষ্যাও তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল। সুপ্রবাসা বলল, 'মহারানী সত্যিই সুন্দরী।'

তিষ্যা ঠোঁট বেঁকাল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কি হবে আর, বয়স তো ঢের হল।'

সুপ্রবাসা প্রতিবাদ করল, 'মোটেই না। আপনাকে যে বয়স্কা বলবে তার চোখে ছানি পড়েছে। তারা হিংসুটে।'

তিষ্যা খুশি হল। যেন জানা তথ্যটা আবার যাচাই করে নিয়ে স্বস্তি পেল। তারপর অলসভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, খল্লাতক লোকটা কেমন ?'

সুপ্রবাসা খানিক ইতস্তত করে বলল, 'মহারানী যদি অভয় দেন তাহলে বলতে পারি। ছোট মুখে বড় কথা মানাবে কিনা জানি না।'

'বল না। আমি তো এদের কাউকে চিনি না।'

'খল্লাতক হল অত্যন্ত বুদ্ধিমান মন্ত্রী। সম্রাট বৌদ্ধ হবার পর থেকেই যুদ্ধজয় বা অন্যের রাজ্য আক্রমণ করা থেকে বিরত হয়েছেন। কিন্তু শোনা যায় খল্লাতক

www.BanglaBook.org

নাকি এতে খুশি নন। গোদাবরীর ওপাশে সাম্রাজ্য বিস্তার করার ইচ্ছা তাঁর। সম্রাটের আপত্তিতে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সম্রাটের ভাই বীতশোকের সঙ্গে খল্লাতকের খুব ভাব।' সুপ্পবাসা নিবেদন করল।

'বীতশোককে আজ রাজসভায় দেখেছি কি ?'

'না। তিনি বারাণসীতে গিয়েছিলেন জরুরি কাজে। হয়তো আজই ফিরে আসবেন।' সুপ্পবাসা হাসল, 'অনেকে অনুমান করে বীতশোক পরবর্তী সম্রাট হতে পারেন। রাজকুমার মহেন্দ্র বুদ্ধের পায়ে নিজেকে নিবেদন করেছেন। এই রাজকুমার তো পুঁথি এবং ধর্ম ছাড়া কিছু জানেন না। সাম্রাজ্য শাসন করার দক্ষতা এঁদের কারো নেই। সম্রাটের হৃদয় পরিবর্তনের পর বীতশোক তাই আশার আলো দেখছেন।'

'তাই ? বীতশোকের বয়স কত রে ?'

'স্বাস্থ্যবান পুরুষমানুষের চুল না পাকলে বয়স আন্দাজ করা মুশকিল। তবে সম্রাটের সঙ্গে তাঁর চেহারায় বিস্তর প্রভেদ।'

'খল্লাতকের সঙ্গে বীতশোকের ভাব বলছিলি, কিরকম ভাব ? খুব সখ্য ?'

'খু-উ-ব।'

তিষ্যা আর কথা বাড়াল না। হেসে বলল, 'তুই এত কথা জানলি কি করে ?'

সুপ্পবাসা হাসল। কিন্তু কোন জবাব দিল না। তার দৃষ্টি কেবলই মহারানীর মুখের ওপর স্থির হচ্ছিল। সে কিছুতেই এই রমণীকে বুঝতে পারছে না। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তাকে বলছে মহারানী সরল চিন্তা করছেন না। কিন্তু চিন্তাটা কি তাই তার ঠাহর হচ্ছে না। সে নিজেকে বলল, ধৈর্য ধরো। এই প্রাসাদে বাস করে কিছু করতে গেলে মহারানীর তার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

আজ সন্ধ্যায় উদ্যানে বিশিষ্ট অতিথি এবং রাজপুরুষেরা উপস্থিত হয়েছেন। অভিনয়ের জন্য বিশেষ মঞ্চ নয়, স্বাভাবিক প্রকৃতিকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। তিষ্যার প্রাসাদের দিকে কোন দর্শক নেই। সবাই বসেছে বিপরীতে। সেখানে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত আছেন, সম্রাটের আসনও সেখানে। উদ্যানে বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে মাঝে মাঝেই আলো-আঁধারি এক অলসমায়া সৃষ্টি করছে।

অভিনয় শুরু হয়েছিল বেশ কিছু আগে। শ্রোমালী গ্রামের এক ধনীকন্যার দুটি বাসনা ছিল। ধনীগৃহে তার বিবাহ হবে এবং সে পুত্রসন্তান লাভ করবে। এই বাসনা দুটি পূর্ণ হলে সে বৃক্ষদেবতাকে বিশেষভাবে পূজা করবে। ঠিক সময়ে তার এই ইচ্ছে দুটো পূর্ণ হলে সে তার দাসীকে পাঠাল বনের মধ্যে একটি বয়স্ক

www.BanglaBook.org

গাছকে নির্বাচন করে তার সামনের ভূমি পরিষ্কার করতে।

বোধিজ্ঞান লাভের জন্য গৌতম যখন ছয় বৎসর কৃচ্ছ্রসাধন করে বুঝলেন যে ওই পথ তাঁর সম্বোধি লাভের অনুকূল নয় তখন তিনি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে চাইলেন। তাঁর এই মানসিক পরিবর্তন দেখে পঞ্চবর্গীয় সন্ন্যাসীরা সঙ্গ ত্যাগ করল। অনাহারে কৃষ্ণবর্ণ কঙ্কালসার গৌতম ক্লান্ত হয়ে নৈরঞ্জনা নদীর পাশে একটি সুন্দর বনভূমি দেখে সেখানেই বিশ্রাম করবেন বলে স্থির করলেন।

দাসী বনে প্রবেশ করে গৌতমকে দেখে মুগ্ধ হল। সে ভাবল স্বয়ং দেবতা তাকে দর্শন দিয়েছেন। উত্তেজিতা হয়ে সে ফিরে গেল ধনীগৃহে। সবকথা জানিয়ে সে উৎসাহিত করল ধনীকন্যাকে। তার কথায় বিশ্বাস করে পরমান্ন প্রস্তুত করে ধনীকন্যা গৌতমকে দেবতা ভেবে নিবেদন করে। গৌতম ঊনপঞ্চাশ গ্রাসে সেই অন্ন শেষ করে আশীর্বাদ জানালেন পরিতৃপ্ত হৃদয়ে। তারপর ধ্যানস্থ হবেন এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে, 'এখানে আমার শরীর জীর্ণ হোক। আমার মাংস অস্থি বা ত্বক লুপ্ত হোক। কিন্তু বুদ্ধত্ব লাভ না করে আমি এই স্থান ত্যাগ করব না।'

ধনীকন্যার সত্যিকারের ঈশ্বরদর্শন হল। সে জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে গৌতমের শরীর রক্ষা করার জন্যে নিজেকে নিয়োগ করল।

রাজকুমার গৌতমের চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করছেন। উপস্থিত দর্শকরা আপ্লুত। স্বয়ং উপগুপ্তের নয়নে জল। এই ধর্মপ্রাণ তরুণটির মধ্যে এমন একটি জ্যোতি বিরাজ করছে যা সচরাচর দেখা যায় না। যদিও তরুণ সংসারী কিন্তু তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে ক্রমশ, এ সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করেনি। সাধারণ মানুষের পক্ষে গৌতমকে এমনভাবে পরিস্ফুট করা অসম্ভব। তাঁর চেতনায় গৌতমের বোধিলাভের আগে যে রূপ ছিল তাই যেন চাক্ষুষ করছেন তিনি। কেউ কেউ প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল এই বলে যে,কোন সাধারণ অভিনেতার পক্ষে গৌতমকে জীবন্ত করতে চাওয়া দুঃসাহস এবং স্পর্ধার বিষয়। কিন্তু তবু উপগুপ্ত অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর এখন মনে হচ্ছিল তিনি ভুল করেননি।

সম্রাট স্তব্ধ, বাক্‌শক্তি যেন রহিত হয়ে গেছে তাঁর। এমন পুত্রের জনক তিনি ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছিল। তিনি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন অভিনয়। উপস্থিত দর্শকরাও মোহিত, তারা দৃষ্টি সরাচ্ছিল না, কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল।

গৌতম বৃক্ষের নিচে আসীন। এইবার ধনীকন্যা আসবেন পরমান্নের পাত্র নিয়ে। নিবেদন করবেন গৌতমকে সেই অন্ন। অথচ প্রবেশ করছেন না কেউ। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে গৌতম ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করছেন না।

এইসময় ধনীকন্যাকে দেখা গেল। কিন্তু তার পদক্ষেপে আনন্দ নেই,

www.BanglaBook.org

দেবদর্শনের অভিব্যক্তি নেই মুখে। যদিও সে সেজেছে পুষ্পসজ্জায় কিন্তু মনেই হচ্ছে না সে সেই বিশেষ চরিত্র, ব্যক্তি কাঞ্চনমালাই যেন হেঁটে আসছে। অথচ এর আগে যখনই সে অভিনয় করেছে এমন প্রাণহীন কখনই মনে হয়নি। গৌতমবেশী রাজকুমার তাকে দেখল। কিন্তু সে-ও এই পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারত না প্রথমে। ধনীকন্যা ভূমিতে অবনত হল। তারপর প্রিয়বাক্য ব্যবহার করে যখন পাত্রটি গৌতমের সামনে নিবেদন করল তখন রাজকুমার দেখলেন পাত্র শূন্য, তাতে পরমান্ন নেই। মুহূর্তেই বিলম্বে প্রবেশের এবং এই শুকনো অভিব্যক্তির কারণ বুঝতে পারল সে। আজকের অভিনয়ের জন্যে বিশেষ যত্নের সঙ্গে যে পরমান্ন প্রস্তুত করা হয়েছিল তা কোথায় গেল ? কিন্তু সে প্রশ্ন করার সময় এখন নয়। দর্শকরা যে দূরত্বে বসে আছেন তাতে তাঁদের পক্ষে পাত্রের ভেতরটা দেখা সম্ভব নয়। অতএব রাজকুমার এক্ষেত্রেও অভিনয় করল। উনপঞ্চাশটি শূন্য গ্রাস তুলল সে। কিন্তু তার অভিনয় ধরতে পারল না কেউ। অভিনয়ের শেষে সমস্ত দর্শকবৃন্দ একসঙ্গে সাধুবাদ দিতে লাগলেন রাজকুমারকে। রাজকুমার উপগুপ্তের সামনে প্রণত হয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করল। উপগুপ্ত বললেন, 'তোমার অন্তর পবিত্র, পবিত্রতম হোক। তথাগত তোমাকে শক্তি দিন, কারণ তুমি সাধারণ মানুষের কাছে উদাহরণ হয়ে রইবে।'

বাতায়নে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখে গেল তিষ্যা। অথবা এতক্ষণ সে কাউকে দেখছিল না একজনকে ছাড়া। সম্রাট, উপগুপ্ত এমনকি রাজকুমারও নয়, সে দেখছিল কাঞ্চনমালাকে। কাঞ্চনমালা কিশোরী, সে সুন্দরী। কিন্তু তার রূপে জাদু নেই, স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু আকর্ষণ নেই। তবু সেই কিশোরীকে দেখে বুক জ্বলে যাচ্ছিল তিষ্যার। এই নৃত্যগীতকুশলাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করে সুখে আছে রাজকুমার। কিন্তু সে নিজে কি কাঞ্চনমালার চেয়ে যথেষ্ট সুন্দরী নয় ? তার শরীর এবং মুখাবয়বে যে মোহিনী মায়া আছে তা কোথায় পাবে ওই কিশোরী ? বয়স ? শুধু বয়স দিয়ে তাকে হারিয়ে দেবে কাঞ্চনমালা ? না, তা অসম্ভব। সূর্যের বয়স চাঁদের চেয়ে অনেক বেশী, কিন্তু চাঁদ কি কখনও সূর্যকে ম্লান করতে পারে ? দৃশ্যটি স্মরণ করে তিষ্যার হাসি পেল। পরমান্নশূন্য পাত্রটি হাতে নিয়ে যখন কাঞ্চনমালা উদ্যানে প্রবেশ করেছিল তখন কি ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল ওকে ! সেই মুহূর্তে সব স্নিগ্ধতা হারিয়ে গিয়েছিল। ভয় মানুষকে যে এতটা কুরূপা করে দেয় তা জানত না তিষ্যা। সে আবার হাসল, কাঞ্চনমালার সুখের দিন শেষ, আর তার পাওয়ার দিন শুরু। এই সময় পাশে এসে দাঁড়াল সুপ্রবাসা, 'মহারাণী, আপনার আদেশ পালনে কোন বিচ্যুতি ঘটেনি।'

www.BanglaBook.org

ত্রস্তে ঘুরে দাঁড়াল তিষ্যা, 'তোকে কেউ দেখতে পায়নি তো ?'

সুপ্পবাসা এতক্ষণে তৃপ্ত, সে সারাদিন ধরে যা ভেবে কূল পাচ্ছিল না তা যেন এখন চোখের সামনে। মহারাণী বা রাজকুমারীদের গোপন ব্যাপারগুলো না জানলে তাঁদের কাছে কাজ করে সুখ কোথায় ? ওইসব জানা থাকলে প্রিয়পাত্রী হওয়া যায়, নিজের গুরুত্ব বাড়ে। সে ঘাড় শক্ত করে চোখ ঘোরাল, 'কেউ টের পায়নি, কাঞ্চনমালা যখন বেশ-ঘরে সাজছিলেন তখন আমি টুক করে ভাঁড়ারে ঢুকে পাত্র থেকে ঢেলে এনেছি।'

'তুই ঠিক বলছিস কেউ দ্যাখেনি ?' তিষ্যার মন স্থির হচ্ছিল না।

সুপ্পবাসা আবার ঘাড় নাড়ল। কেউ দেখে ফেলবে এমন কাজ সে করবে কেন ? তাতে তার যোগ্যতা প্রমাণিত হবে ? খল্লাতক উদ্যানে যাওয়ার যে গোপন পথ তৈরি করিয়ে দিয়েছিল সেই পথে সে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করেছে। সে যখন ভাঁড়ারের সামনে উপস্থিত হয়েছিল তখন দ্বাররক্ষী অভিনয় দেখতে ব্যস্ত, বস্তুত কেউ ওখানে এসে সামান্য জিনিস নিয়ে যাবে সেটা তার মস্তিষ্কে আসেনি। সুপ্পবাসাও অবাক হয়েছিল। মহারাণী তাকে এত জিনিষ থাকতে সামান্য পরমান্ন হরণ করতে বললেন ? সে এত আগে অনেক গোপন-অন্যায় করেছে রাণী বা রাজকুমারীদের প্রিয়পাত্রী হবার জন্যে। কিন্তু এই প্রথম তাকে পরমান্ন আনতে হল হরণ করে।

তিষ্যা সুপ্পবাসার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সে মিথ্যে কথা বলছে না। সে লক্ষ্য করেছে কাঞ্চনমালা শূন্য পাত্র নিয়ে উদ্যানে ঢুকেছে দেরি করে, রাজকুমার যে পাত্রটি দেখে বিভ্রান্ত হয়েছে তাও তার চোখ এড়িয়ে যায়নি কিন্তু এসব ব্যাপার উপস্থিত দর্শকদের টের পেতে দেয়নি ওরা। অতএব চুরির ব্যাপারটা জানবে শুধু চারজন। সুপ্পবাসা নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতিনী হবে না, রাজকুমার এবং কাঞ্চনমালা কি সবাইকে জানাবে ? সম্রাটকে ? এর পরেই তিষ্যার মনে হল খল্লাতকের কথা। সে জানে গোপন দ্বারের খবর। পরমান্ন না পাওয়ায় অভিনয়ে বিঘ্ন হতে যাচ্ছিল, এই খবর শোনামাত্র সে সন্দেহ করতে পারে। অবশ্য সে আজকের অভিনয় দেখতে উপস্থিত নেই এটা স্বস্তির কথা।

তবু সে জিজ্ঞাসা করল, 'খল্লাতককে দেখেছিস ?'

সুপ্পবাসা ঘাড় নাড়ল, 'না মহারানী।'

খুশী হল তিষ্যা, 'যা, ওটাকে ফেলে দে যেন কেউ দেখতে না পায়।'

'এতখানি পরমান্ন ফেলে দেব ?'

'নাকি তোমার খাওয়ার জন্য এনেছি ?' তিষ্যা বিরক্ত হল। তারপর উদাস গলায় বলল, 'দেবতাদের জন্যে উৎসর্গীকৃত ভোগ সাধারণ মানুষের খাওয়া

www.BanglaBook.org

উচিত নয় যদি না তা দেবতা গ্রহণ করেন।'

আনন্দিত তিষ্যা স্বগৃহে ফিরে এল। এখন তার মন প্রফুল্ল। অদ্ভুত একটা শিহরণ বয়ে যাচ্ছে শরীরে। আজ সে জানান দিতে পেরেছে তার অস্তিত্ব। অন্তত পরোক্ষভাবে। হঠাৎ আর একটি চিন্তা তিষ্যার মাথায় উদিত হল। এমন তো হতে পারে ওই পবিত্রতম চরিত্রে অভিনয় করতে হবে বলে রাজকুমার সমস্ত দিন উপবাসে আছে, হয়তো ওই পরমান্ন গ্রহণের মাধ্যমে উপবাস ভঙ্গ করার বাসনা ছিল তার। ওই সুদর্শন এখনও অভুক্ত এটা স্মরণ করেই শিহরিত হল সে। তার মন বলল, এটা উচিত হয়নি। সে সুপ্পবাসাকে ডাকল। সুপ্পবাসা কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই সে উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কি পরমান্ন নষ্ট করে ফেলেছিস?'

নষ্ট করার বাসনা ছিল না সুপ্পবাসার। গোপনে কোন এক সময় সে খেয়ে নেবে ভেবে সরিয়ে রেখেছিল। এখন মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে তার মনে হল মহারানীর উত্তেজনার পেছনে নিশ্চয়ই কোন স্বাদু কারণ আছে। সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'আবর্জনার মধ্যে ফেলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় আপনি ডকলেন। ওটা কি ফেলব না?'

'না!' তিষ্যা সজোরে মাথা নাড়ল। তারপর একটু সচকিত হয়ে সুপ্পবাসাকে লক্ষ্য করল। নাঃ, একজনের ওপর তাকে বিশ্বাস করতেই হবে। এই প্রাসাদে বাস করে সে একা কিছুই করতে পারবে না। অতএব সাক্ষী রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই। সে সুপ্পবাসাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নেবার কথা ভাবল। কিন্তু পরক্ষণেই সেটা বাতিল করল এই ভেবে, তাতে ব্যাপারটা বেশি গুরুত্ব পাবে। তার চাইতে সহজ গলায় সহজ ভঙ্গীতে কোন কিছু বললে ওর মনে প্রতিক্রিয়া নাও হতে পারে।

তিষ্যা হুকুম করল, 'তুই এক্ষুনি উদ্যানে যা। গিয়ে দ্যাখ রাজকুমার সেখানে আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে আমার নাম করে বলবি এই প্রাসাদে আসতে।'

সুপ্পবাসা এতটা চমকিত হয়ে পড়ল যে তার মুখ থেকে কথা বের হল না প্রথমে। তিষ্যা সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'হাঁ করে কি দেখছিস? যা বললাম তাই কর। বেশী দেরি হলে হয়তো উদ্যানে ওকে পাবি না।'

'রাজকুমার কি আসবেন?'

'সেটা তোমার ভাবনার বিষয় নয়। বলবি আমার আদেশ।' বলেই খেয়াল হল তিষ্যার, 'তোকে ওরা রাজকুমারের কাছে পৌঁছাতে দেবে তো?'

সুপ্পবাসা এবার হাসল, 'সেটা না পারলে আমি কি করে আপনার সেবা করব? আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

www.BanglaBook.org

বুকের মধ্যে দ্রিমি দ্রিমি বাজনা বাজছিল তিষ্যার। শেষপর্যন্ত সূত্র তৈরী হল। সে ছুটে গেল বাতায়নে। এখনও উদ্যানে মানুষের ভিড়। অভিনয় নিয়ে বোধহয় আলোচনা চলছে সেখানে। উদ্যানের বাইরে বেশ কিছু রথ দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে হয়তো বেশ পরিবর্তন হয়নি এখনও রাজকুমারের। কিংবা সে কাঞ্চনমালার কাছে ঘটনাটা জানতে চাইছে। কাঞ্চনমালার এইসময়কার মুখ কল্পনা করতে চাইলো তিষ্যা। নিশ্চয়ই উদভ্রান্ত হয়ে জানাচ্ছে সে কিছুই জানে না। শূন্য পাত্র নিয়ে উদ্যানে যেতে দ্বিধা ছিল বলে বিলম্ব ঘটেছে। তিষ্যা দ্রুত মুকুরের সামনে দাঁড়াল। উদভ্রান্ত একগুচ্ছ কেশ এসে পড়েছে ললাটে। সরাতে গিয়েও সরাল না তিষ্যা। ওই সামান্য পরিবর্তন তাকে আরও রহস্যময়ী করে তুলেছে। লোধ্র ফুলের রেণু রূপোর পাত্র থেকে তুলে সে মুখে সুন্দর করে বুলিয়ে নিল। কিন্তু পোশাকের দিকে তাকিয়ে তার মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। সে দ্রুত ময়ূরকণ্ঠী রঙের পোশাক পরে নিল। আঃ, এখন তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রথম দেখায় রাজকুমার যেন মুগ্ধ হয়, কথাটা মনে হতেই মাথা নাড়ল তিষ্যা। প্রথম দেখা কেন? তাদের দেখা হচ্ছে তিরিশ বৎসর পরে। সেদিন যে উদ্ধত তরুণ শুধু শরীরের প্রয়োজন মিটিয়েছিল আচমকা খেয়ালে, আজ তার হৃদয়ে অন্য অনুভূতির জন্ম দেখতে চায় তিষ্যা। যে পুরুষটির জন্যে এতকাল সে অধীর হয়ে অপেক্ষা করেছে এবার তার সঙ্গে মুখোমুখি হবে। তিষ্যা এতটা শিহরিত যে সে ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে। এমনভাবে মন উচাটন হয়নি কখনও।

সুপ্পবাসা ফিরে এস হাঁপাতে লাগল। বোঝাই যায় সে দ্রুত ছুটে আসছে। মাথা হেলিয়ে সে বাতাস নিতে নিতে জানাল, রাজকুমার আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল তিষ্যার। সুপ্পবাসার হাত আঁকড়ে ধরতে গিয়ে সামলে নিল সে। পরিচারিকাকে মনের আবেগ জানানো মহারানীর শোভা পায় না। কোনক্রমে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই তার দেখা পেলি?'

'হ্যাঁ। উদ্যানে রাজকুমার কোন প্রহরীকে সামনে আসতে দেয় না। যদিও খল্লাতক ওর জন্যে দেহরক্ষী রেখেছেন কিন্তু রাজকুমার বেশীরভাগ সময় তাকে এড়িয়ে চলে। আমি যখন ওর কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হলাম তখন কাছে কেউ ছিল না। আমি আপনার আদেশ জানাতে রাজকুমার বিস্মিত হল। জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে না তো?' আমি যখন বললাম জ্ঞানত আমি কোন ভুল করিনি তখন রাজকুমার বলল 'কিছুক্ষণের মধ্যেই মহারানীর আদেশ পালিত হবে।' সুপ্পবাসা নিবেদন করল।

'তখন ওখানে কাঞ্চনমালা ছিল না?'

www.BanglaBook.org

'না। তাকে আমি দেখিনি।'

তিষ্যা খুশী হল। তারপরে বলল, 'আমার জন্যে নির্দিষ্ট স্বর্ণপাত্রে ওই পরমান্ন নিয়ে আয়। তারপর প্রধান দ্বারে গিয়ে রাজকুমারকে অভ্যর্থনা জানাবি। রাত এখন কত হল রে?'

'দ্বিতীয় প্রহর সদ্য শুরু হয়েছে মহারানী।'

'দ্বিতীয় প্রহর? বেশ, তুই যা, যেমন বললাম তেমন কর।'

বিমর্ষ ভঙ্গীতে চলেছিল রাজকুমার। আজ তার অভিনয়ে ছন্দপতন ঘটেছে। দর্শকরা বুঝতে না পারলেও তার নিজের মনে তৃপ্তি ছিল না। তথাগতের চরিত্রে সে দুঃসাহসের সঙ্গে অভিনয় করছে এই ভেবে-যাতে সাধারণ দর্শকরা সেই পরমপুরুষের কার্যকলাপ চোখের সামনে সামান্য অংশ দেখেও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ওই চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে অন্তর বিশুদ্ধ এবং দেহ পবিত্র রাখতে হয়। বস্তুত অভিনয়কালীন তার কেবলই বোধ হয় সে বুদ্ধের শরীরে মিশে যাচ্ছে। বৌদ্ধত্বপ্রাপ্তি তার কবে হবে তা তথাগত জানেন কিন্তু এ যেন মর্ত্যে বাস করে নন্দন কাননের সুরভি নেওয়ার মত আনন্দ। সেক্ষেত্রে সামান্যতম ভ্রান্তি যদি তাকে টেনে আনে বাস্তবে তাহলে সেই পরম পুরুষকে পরিতুষ্ট করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে, অন্তত সুজাতা পরমান্ন নিয়ে আসছে—এই দৃশ্য থেকে সে চরিত্র থেকে সরে এসেছিল। অভিনয়ান্তে সে প্রশ্ন করেছিল কাঞ্চনমালাকে, এমন ভ্রান্তি হল কি করে? কাঞ্চনমালাও যথার্থ দুঃখিত। সে কেঁদে ভেঙে পড়েছিল। বেচারী জানে না পরমান্ন কোথায় গেল? শেষপর্যন্ত দর্শকদের কথা ভেবেই সে শূন্যপাত্র নিয়ে উদ্যানে প্রবেশ করেছে। এখন রক্ষীদের ডেকে জেরা করা যায়। কোন লোভী রক্ষী হয়তো নিজেকে সংবরণ করতে পারেনি। কিন্তু তাতে আর যাই হোক, ঘটে যাওয়া সময়টি পুনর্নির্মিত হবে না। হয়তো এটা তথাগতেরই ইচ্ছা। এইসময় মহারানীর প্রাসাদের দাসী তার পরিচয় জানিয়ে বলেছিল তাঁর আদেশের কথা। রজনীর এই দ্বিতীয় প্রহরে মহারানীর তাকে কি প্রয়োজন সে বুঝতে পারছিল না। প্রভাতে রাজসভায় সে প্রথম দেখেছে তাঁকে। সুন্দরী বিমাতার সঙ্গে কোন বাক্যালাপ হয়নি। কিন্তু কুমার শুনেছে মহারানী কোনরকম ধর্মাচরণ করেন না। সম্রাট যদিও কাউকে বৌদ্ধ হতে বাধ্য করেন না কিন্তু প্রাসাদে একজন নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকবে সেটা ভাল দেখায় না। যদিও খল্লাতক তার নিজস্ব পথে চালিত তবু এই ব্যতিক্রম দৃষ্টিনন্দন নয়। রাজকুমার একথাও শুনেছে মহারানীর পিতৃদেব তথাগতের শরণাগত কিন্তু ধর্মের থেকে কর্মের প্রতি বেশী নিয়োগ করেছেন নিজেকে।

www.BanglaBook.org

তাহলে কি মহারানী ওই বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চান ? সেক্ষেত্রে উপযুক্ত মানুষ তো উপগুপ্ত। এইরকম একজন সন্ন্যাসী এখানে আছেন এটা তো প্রত্যেকের সৌভাগ্য। খুব ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজকুমার দাসীকে জানিয়েছে যে সে প্রাসাদে অল্প সময়ের মধ্যেই আসছে।

কাঞ্চনমালা দাসীদের সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে গেলে রাজকুমার বেশ পরিবর্তন করে তিষ্যার প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করল সুপ্পবাসার নেতৃত্বে প্রাসাদের অন্যান্য পরিচারিকাবৃন্দ। রাজকুমারকে নিয়ে যাওয়া হল বিশেষ অতিথির জন্যে সাজানো কক্ষে। সেখানে সুদৃশ্য আসনে তাকে পরম সমাদরে বসিয়ে সুপ্পবাসা বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন, মহারানীকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে।'

এতটা আপ্যায়নের কথা রাজকুমার চিন্তা করেনি। যদিও রাজকুলোদ্ভূত তবু সে সাধারণভাবে জীবন অতিবাহিত করতে অভ্যস্ত। সে ভেবেছিল মহারানীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলে চলে যেতে পারবে। সুপ্পবাসা এবং অন্যান্য পরিচারিকারা কক্ষ থেকে অন্তর্হিত হওয়ার পর একাকী তার অস্বস্তি শুরু হল। মহারানী কি তাকে অতিরিক্ত সম্মান দিচ্ছেন !

ঠিক এইসময় সে শিঞ্জন শুনতে পেল। অত্যন্ত মিষ্টি ছন্দে বাজতে বাজতে নূপুর এগিয়ে আসছে। তারপর দ্বারে তৎক্ষণাৎ এসে দাঁড়াতেই চমকিত হল রাজকুমার। আজ প্রভাতে রাজসভায় সে মহারানীকে ভাল করে দ্যাখেনি। কিন্তু এইরকম রূপ ও ব্যক্তিত্ব পাটলিপুত্র তো বটেই,মগধে আছে কিনা সন্দেহ। সে তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মস্তক অবনত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করল, 'মহারানীকে তথাগত শান্তি দিন। আদেশ করুন, আমি আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছি।'

দ্বারে দাঁড়িয়ে তিষ্যার মনে হল তার কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছে। রূপবান তরুণ, নাকি কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের আগমন। সে অবশ হয়ে দেখছিল। সেই মুখ, সেই দেহ। আহা, কোন অলৌকিক উপায়ে সময় এবং কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে সে ফিরে এল আবার, এসে দাঁড়িয়েছে তারই সামনে। তিষ্যার মনে হল দূরত্ব ঘুচিয়ে দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে। ওই সুমিষ্ট হাসি সমেত মুখ এই বুকে পিষে না ফেলতে পারলে তার আত্মা তৃপ্ত হবে না কখনও।

রাজকুমার অপলকে এবার তাকে দেখছে। সমস্ত শরীরে কদম্বের অনুভূতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিষ্যা অনেক চেষ্টায় আত্মসংবরণ করল। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল রাজকুমারের সামনে। গলার স্বর দুর্বল হওয়ায় ইঙ্গিতে তাকে আসন গ্রহণ করতে বলল। রাজকুমার শান্ত এবং বাধ্য ছেলের মত সেই আদেশ পালন করার

www.BanglaBook.org

পর তিষ্যা সামনের আর একটি আসনে বসল, বসে বেঁচে গেল। শরীরের এই ভার তার দুটো পা যেন আর ধরে রাখতে পারছিল না। কিন্তু দ্রুত সে নিজস্ব চেতনায় ফিরে আসছিল। সে বুঝতে পারছিল, রাজকুমারের মুখের দিকে তাকালেই তার শক্তি অন্তর্হিত হয়। অতএব সরাসরি না তাকিয়ে কথা বলাই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে। সে মৃদুস্বরে বলল, 'রাজকুমার যে এত সুঅভিনেতা তা আমাকে কেউ বলেনি।'

রাজকুমার মুখ তুলেছে কৌতূহলে সেটা বুঝতে পেরে তিষ্যা এবার হাসল, 'ওই বাতায়নে দাঁড়িয়ে আমি অভিনয় দেখেছি। চমৎকার!'

রাজকুমার বিনীত গলায় জবাব দিল, 'আমি যা করেছি তা তথাগতের ইচ্ছেয় করেছি। তিনিই আমাকে পরিচালিত করেন, আমি যা করি তা তাঁরই ইচ্ছারই প্রকাশ।'

তিষ্যার ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। এইরকম বৃদ্ধের মত সংলাপ যে ওর ঠোঁটে মানায় না তা কি ওই তরুণ জানে না। ওকে হতে হবে অবাধ্য, উদ্ধত, সামান্য বাধা দুই পায়ে মাড়িয়ে সে দখল করবে ঈপ্সিতকে। তবেই ও হয়ে উঠবে আরও সুন্দর আরও আকর্ষণীয়। যা কিনা তিষ্যা দেখেছে তিরিশ বৎসর আগে। এইকথা বলতে গিয়ে সংবরণ করল তিষ্যা নিজেকে। না, এত তাড়াতাড়ি নয়। মানুষ অভ্যাসের দাস। তাকে দাসত্বমুক্ত করতে ধীরে ধীরে বল প্রয়োগের উৎসাহ দিতে হয়। ধৈর্য ধরতে হবে তাকে, যতই কষ্ট হোক।

তিষ্যা জিজ্ঞাসা করল, 'তথাগত তোমাকে শাস্তি দেন?'

রাজকুমার বলল, 'অবশ্যই।'

তিষ্যা হাসল, 'তুমি তরুণ। জীবনের সব রহস্য, যৌবনের পূর্ণ স্বাদ তোমার এখনও জানা হয়নি। কিন্তু শাক্যমুনি তোমার থেকে অন্তত দশ বৎসরকাল সংসারী ছিলেন। অন্তত সেই বয়স অবধি তোমার জীবন অন্যভাবে প্রবাহিত হওয়া উচিত।'

রাজকুমার বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না আপনি কোন সূত্রে এইসব কথা বলছেন। তবে তথাগত উনত্রিশ বৎসরে সংসার ত্যাগ করলেও জন্মমাত্র সন্ন্যাসী ছিলেন। কে কবে শুনেছে জন্মক্ষণে শিশু সাতটি পদক্ষেপ করে এবং প্রতিটি পদক্ষেপেই ফুটে ওঠে এক একটি পদ্ম। কাকে অভ্যর্থনা জানান ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র! তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা শুধু ধৃষ্টতা নয়, মহাপাপ।'

তিষ্যা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হল এইরকম সংলাপ শুনে। সে এবার তরুণের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকাল। না, একে ছেড়ে সে কিছুতেই থাকতে পারবে না। পৃথিবীর যে কোন সম্পদের বিনিময়ে সে ওকে জয় করবেই। এক্ষেত্রে শাক্যমুনির সঙ্গে

www.BanglaBook.org

যদি তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় তাতেও পিছুপা হবে না সে।

তিষ্যা বলল, 'আজ অভিনয়ের সময় রাজকুমার চঞ্চল হয়েছিলে। তখন, আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি তথাগতের ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে ভাগ করেছ যাতে কোন ত্রুটি দর্শকরা বুঝতে না পারে। সেটাও কি তথাগতের ইচ্ছেয় হয়েছিল ?'

চমকে উঠল রাজকুমার। তার মানে সেই সময়ের অভিনয়ে খামতি ছিল। সে ধরা পড়ে গিয়েছে। এখন কি উত্তর দেবে এই প্রশ্নের। হ্যাঁ, এই দ্বন্দ্ব তার নিজেরও শেষ হয়নি। তথাগতকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করার পরও মাঝে মাঝে আমিত্বটা কেন প্রবল হয়ে ওঠে ! উপগুপ্তকে সবাই তথাগতর অংশ বলে জানে। তাঁকে প্রশ্ন করেছিল রাজকুমার। তিনি হেসে বলেছিলেন, 'যতক্ষণ ফল পুরোপুরি পক্ক না হয় ততক্ষণ গাছ তাকে ধরে রাখে। সব রস গাঢ় হয়ে ফলে আশ্রয় নিলে আপনি আপনি বোঁটা খসে যায়। এই আমিত্ব ততদিনই থাকবে যতদিন তোমার চিত্ত সংস্কারমুক্ত হবে না। সময়ের জন্যে অপেক্ষা কর।'

তিষ্যা লক্ষ্য করছিল প্রশ্ন শোনামাত্র রাজকুমার চিন্তিত হয়ে পড়ল। এমনকি তার উপস্থিতিও বিস্মরিত হল যেন। ঠিক জায়গায় আঘাত করা হয়েছে ভেবে প্রফুল্ল হল সে। তারপর চকিতে প্রশ্ন করল, 'মুখ দেখে মনে হচ্ছে রাজকুমার ক্ষুধার্ত। আমি কি ভুল অনুমান করছি ?'

রাজকুমার চেতনায় ফিরে প্রশ্নটা অনুমান করতে না পেরে অসহায় ভাবে মাথা নাড়ল। তিষ্যা উষ্ণ গলায় জানালো, 'আমি যতদূর শুনেছি রাজকুমার মিথ্যে কথায় অভ্যস্ত নয়। সত্যি কি ক্ষুধা বোধ নেই ?'

রাজকুমার বলল, 'মার্জনা করবেন, আমি প্রথমে প্রশ্নটি বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, ক্ষুধা আছে, কিন্তু শরীর আছে বলেই সে থাকে। তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমি গৃহে ফিরে খাদ্যগ্রহণ করব।'

তিষ্যার ঠোঁট ফুলল। সে বক্রস্বরে বলল, 'আমি জানি রাজকুমারের ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে গৃহে গেলেই। সেখানেই যে তার খাদ্যবস্তু অপেক্ষায় আছে। কিন্তু কারো তো সাধ হয় রাজকুমারকে তৃপ্ত করার, সেই ইচ্ছের কি কোন মূল্য নেই ?'

রাজকুমার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে পারল না। সে সরলার্থে কথাটা ধরে নিয়ে বলল, 'রাত হয়েছে। এইসময় অকারণ বিরক্ত করা উচিত নয়। তবু মহারানী যদি ইচ্ছে করেন তাহলে সামান্য কিছু আহার করতে আমার আপত্তি নেই।'

আহার শব্দটি নিয়ে আর একটু প্রগল্‌ভা হবার উদগ্র বাসনাকে জয় করল তিষ্যা। অনেক সময় পড়ে আছে। এই সরলতা যদি আপাতও হয়ে থাকে তবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সে আসন ত্যাগ করে কক্ষান্তরে গেল। সেখানে একা সুপ্লবাসা স্বর্ণপাত্র হাতে তার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। তিষ্যা দেখল সুপ্লবাসার ঠোঁটে কৌতুক। সে গম্ভীর হবার ভান করে বলল, 'ওটা আমাকে দে। আর তুই বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি ডাকলে তবে আসিস।'

স্বর্ণপাত্র হাতে নেওয়ার সময় তিষ্যা লক্ষ্য করল না সুপ্লবাসার চোখের দৃষ্টিতে বিরক্তি, হাসিটি বক্র হল। কিন্তু বাক্যব্যয় না করে সে সামনে থেকে সরে গেলে তিষ্যার শরীর আবার ভারী হল। স্বর্ণপাত্রের পরমান্ন রেশমী কাপড়ে ঢাকা থাকলেও তা থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছে। সে লজ্জিত এবং অহঙ্কারীভঙ্গীতে পা ফেলে আবার পূর্ব-কক্ষে ফিরে এল। তারপর সুজাতা যেমনভাবে গৌতমকে পরমান্ন দিতে এসেছিল তেমনি ভঙ্গীতে এগিয়ে চলল রাজকুমারের দিকে। তার রোমাঞ্চ হচ্ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে শঙ্কাও। যদি কোনভাবে রাজকুমারের মনে সন্দেহ দেখা দেয়? কিন্তু সে মরীয়া হল। পৃথিবীতে অনেক গৃহেই পরমান্ন প্রস্তুত করা হয়। পরমান্নের চেহারায় কোন পরিচয় লেখা থাকে না।

রাজকুমার মহারানীকে ওই ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল। কাঞ্চনমালাও এমন সুন্দর পদক্ষেপে পাত্র হাতে উদ্যানে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে তার এও মনে হল, এই ভঙ্গী সুজাতাকে মানায় না। জাগতিক কামনার ছন্দ পদক্ষেপে বেশী স্পষ্ট। সে আসন থেকে দ্রুত উঠে বলল, 'আপনি কেন পরিশ্রম করতে গেলেন। পরিচারিকাদের বললেই হত।'

তিষ্যা মধুর হাসল, 'কোন কোন পূজা নিজের হাতে না করলে তৃপ্তি হয় না, একথা কি রাজকুমারের জানা নেই? মেয়েরা নিজের হাতে খাওয়াতে পারলেই সুখী হয়।'

রেশমী কাপড় সরিয়ে রাজকুমার ঘ্রাণ পেল পরমান্নর। সেই অমৃতের স্বাদ জিহ্বায় গ্রহণ করা মাত্র মনে হল এত সুস্বাদু খাবার সে কখনও খায়নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার অন্যরকম অনুভূতি এল। যেসব দ্রব্য এবং ফল দিয়ে এই পরমান্ন প্রস্তুত হয়েছে তা একমাত্র পদ্মাবতীই জানেন। পরমান্নর গায়ে কোন পরিচয় লেখা থাকে না কিন্তু তার স্বাদে যে বিশেষত্ব, তা লোপ পাবে কোত্থেকে। কিন্তু রাজকুমারের মনে কোন সন্দেহ এল না। সে এই ধারণা কবল যে পদ্মাবতীর রন্ধনকৌশল এখন পাটলিপুত্রে প্রচারিত হওয়ায় এই প্রাসাদের রন্ধনিকা সেই তথ্য জেনে গেছে। নিবিষ্ট মনে তাকে খেতে দেখে তিষ্যা জিজ্ঞাসা করল, 'মনে হচ্ছে রাজকুমারের পরমান্ন অপছন্দ হয়নি।'

'না, সত্যিই সুস্বাদু।' খাওয়া শেষ হলে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এবার আমাকে আদেশ করুন।'

www.BanglaBook.org

'কিসের আদেশ ?'

'আমাকে ডেকেছিলেন কেন ?'

তিষ্যা হাসল, 'উনপঞ্চাশ গ্রাস হল না রাজকুমার। আমি গুনেছি। তুমি তিরিশ গ্রাসে পাত্রটি নিঃশেষ করেছ। অতএব তথাগতর আদর্শ সর্বত্র অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবন আছে—এই সত্যটি মেনে নিতে এত কুণ্ঠা কেন রাজকুমার ?'

রাজকুমার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

খিল খিল শব্দে হেসে ভেঙে পড়ল তিষ্যা। তারপর হাতের আড়ালে অধর আবৃত রেখে নিজেকে পলকেই সংবরণ করে মদির হাসল, 'আমাকে দেখে রাজকুমারের কি রকম বোধ হয় ?'

রাজকুমারের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'আপনি সুন্দর।'

'সুন্দর ?' আবার হাসির বাঁধ ভাঙল, 'শুধুই সুন্দর ?'

'আমি এর বেশি কি বলতে পারি ?'

'পারো। আমার চেয়ে কি কাঞ্চনমালার সৌন্দর্য বেশী ?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ল তিষ্যা। তারপর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে চাইল ব্যগ্র হয়ে।

'এই তুলনা করা পাপ মহারানী।'

'পাপ ? পাপ কেন ?' অবাক হল তিষ্যা।

'কারণ আপনি আমার জননী।'

'জননী ? আমি ? কে তোমার জননী ? কক্ষনো নয়।' ফুঁসে উঠল তিষ্যা। আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত হল রাজকুমারের দুই চোখ। অস্ফুটে সে উচ্চারণ করল, 'এ আপনি কি বলছেন ? আপনি সম্রাটের প্রধান মহিষী,অতএব আমার জননী। এ সত্য সূর্যের মত স্পষ্ট।'

তিষ্যার মনে হল কেউ যেন তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে তার কলজে বিদ্ধ করছে। সে ব্যথায় ডুকরে উঠল, 'না, কক্ষনো ওই শব্দ উচ্চারণ করবে না। আমি তোমার জননী নই। আমি কার জন্যে এতকাল সংযত রয়েছি তা কি তুমি কল্পনা করতে পারছ না ? কেন তুমি ওই শব্দ উচ্চারণ করে আমাকে আহত করতে চাইছ ?'

রাজকুমার এক পা পিছিয়ে গেল, 'মহারানী, আপনাকে বুঝতে আমার কোথাও ভুল হচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনি কোন কারণে অশান্ত। আপনার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। আমাকে বিদায় নিতে অনুমতি দিন।'

'না।' তিষ্যা ফুঁসে উঠল আবার, 'তোমাকে আমার কাছে বসতে হবে। আমি

www.BanglaBook.org

তোমাকে ভালবাসি। যে মুহূর্তে তোমার দেখা পেয়েছি সেই মুহূর্ত থেকে আমার কাছে জগৎ-সংসার অসার হয়ে গিয়েছে। তুমি আমার ভালবাসার মর্যাদা দাও। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।'

শিউরে উঠল রাজকুমার, 'ছি। তা হয় না। এ কথা শোনাও পাপ।'

'পাপ ? হায় ঈশ্বর ! কিসের পাপ ? আমি এতকাল যে সাধনা করেছি তার পূর্ণতা পাওয়া কি পাপ ? কেন, আমাকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না ? দ্যাখো, আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, না, দেখতে হবে তোমাকে, হ্যাঁ, কিসে আমি কাঞ্চনমালার চাইতে কম ? আমার রূপ, আমার শরীর, আমার শিক্ষা ? তবে ? রাজকুমার, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না।' ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ল তিষ্যা। এখন তার বক্ষ নিংড়ে বেরিয়ে আসা তপ্ত বাতাসের সঙ্গে আর্দ্রতা মিশেছে। বড় বেশী আর্দ্র।

সে দেখতে পায়নি দু'হাতে কান ঢেকেছিল রাজকুমার। তারপর মহারানীকে ভেঙে পড়তে দেখে সে নিচু স্বরে বলল, 'মহারানী, আপনি আমার জননী। তথাগত আপনার ভ্রান্তি নিশ্চয়ই দূর করবেন। আপনি শান্ত হোন, আপনি শান্ত হোন।'

তারপর স্থির পায়ে রাজকুমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল। তখন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর প্রায় শেষ। শীতল বাতাস বাতায়ন পথে কক্ষে ঢুকছিল। দীপের শিখা কাঁপছে, তার ছায়া অদ্ভুত নকশা আঁকছে দেওয়ালে।

তিষ্যার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

তিষ্যার প্রাণে শান্তি নেই। তার রাত কাটে নির্ঘুমে। দিনটা এত বড় যেন তা কাটতেই চায় না। সেদিনের সেই ঘটনার পর বুকের মধ্যে এক নবীন চিতা অষ্টপ্রহর দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রাসাদের দক্ষিণ পাশে যে রাজপথ সেখানে সারাদিন নানান যানবাহন চলাফেরা করে। আগে তিষ্যা কখনও-সখনও সেদিকের বাতায়নের আড়ালে দাঁড়াতো। আজকাল সেই কৌতূহলও বোধ হয় না তার। শুধু সেই তরুণ রূপবান তার জগৎসংসার আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ। পরিচারিকা সুপ্পবাসা শেষপর্যন্ত না বলে পারল না, 'মহারানী, একটু শয্যা ত্যাগ করবেন ? আমার মিনতি, একটু উঠুন।'

তিষ্যা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ঈষৎ বিরক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

'না উঠলে বোঝাবো কি করে ? পায়ে পড়ি, আমার কথা শুনুন।' যেন বাধ্য হয়েই তিষ্যা উঠে বসল, 'কতবার বলেছি আমাকে তোরা জ্বালাতন করিস না, কেউ শুনিস না আমার কথা। আমি যখন ইচ্ছে খাব, ঘুমোবো, জাগবো—তোদের কার কি !'

www.BanglaBook.org

সুপ্পবাসা বলল, 'বেশ তাই না হয় হোল। একবার মুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেছেন ?'

'কি হবে দেখে ?'

'আহা, একবার দেখুনই না !' সুপ্পবাসা নিজেই একটি ছোট্ট মুকুর এনে তিষ্যার সামনে ধরতেই সে চমকে উঠল। তার চোখের পলক কাঁপতে লাগল। অধর স্ফীত হল, মুহূর্তেই জল নেমে এল কপোলে। ফিসফিসিয়ে বলল সে, 'এ আমার কি হয়েছে। একি আমি ?'

'কিছুই হয়নি, দুদিন নিয়মমত খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমুলেই সব আগের মত হয়ে যাবে। ছোটমুখে বড় কথা যদি না নেন তো বলি মাছ টোপ খাচ্ছে না এই রাগে কি সুতোটাকেই ছিঁড়ে ফেলবেন ?' কথাটা বলেই সুপ্পবাসা মুখ নামাল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে চমকে তাকাল তিষ্যা। এই সামান্যা পরিচারিকা তাকে কি কথা শোনাল ! সত্যি তো, সে চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাচ্ছিল। কিন্তু কি করতে পারে সে। একজন সামান্যা রমণী কেমন করে পাবে সংস্কারকে জয় করবার অধিকার ? তিষ্যা সুপ্পবাসার দিকে তাকাল। মেয়েটাকে বুদ্ধিমতী বলেই বোধ হয়। হোক না একজন সাধারণ পরিচারিকা কিন্তু কৌশল অবলম্বনে ও তো তাকে সাহায্য করতে পারে। সে অলস গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এখন আমি কি করি বল তো সুপ্পা !'

'ধৈর্য ধরো মহারানী, নিজের ওপর আস্থা রাখো। চেষ্টা করলে একদিন সাফল্য আসবেই। কিন্তু তাই বলে নিজেকে ধ্বংস করলে কিছুই পাবে না।' তিষ্যা খেয়াল করল না, এই অবকাশে সুপ্পবাসা আপনি থেকে তুমিতে উঠে এল। সে বরং এই দেখল, সুপ্পবাসা গভীর চিন্তায় মগ্ন। তার খুব ভাল লাগল। এই প্রথম কেউ তার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে এমনভাবে ভাবছে। তারপর কিছুক্ষণ সময় গত হলে সুপ্পবাসা বলল, 'একটা মতলব হতে পারে।'

'কি ?' উদগ্রীব হল তিষ্যা।

'রাজকুমার ভিক্ষু নন কিন্তু গৃহপতির চেয়ে উচ্চমার্গে আছেন। তুমি বরং ওকে বল তোমায় দীক্ষার ব্যবস্থা করতে। উপগুপ্ত যদি তোমাকে সেই সুযোগ দেন তাহলে হৃদয় শান্ত হবেই।' সুপ্পবাসা জানাল।

দ্রুত মাথা নাড়ল তিষ্যা, "আঃ ! আমি সে শান্তি চাই না। দুইশত বৎসর আগে যাঁর মহাপরিনির্বাণ হয়েছে তিনি আমার ঈশ্বর নন। আমার ঈশ্বর মাটির মানুষ। একথা তোদের কি করে বোঝাই !'

'আমি বুঝেছি মহারানী। কিন্তু বিপদ তো সেখানেই।'

'বিপদ ? কিসের বিপদ ?' তিষ্যার কপালে ভাঁজ পড়ল। চোখ ছোট হল।

www.BanglaBook.org

"সম্রাট তো বটেই, সাধারণ প্রজারা একথা শুনলে বিরূপ হবে।'

'বিরূপ হবে। হোক না। আমি কাউকে কৈফিয়ৎ দেব না যদি তাকে পাই। তোরা কেউ জানিস না, তিরিশ বৎসর ধরে আমি যে মানুষের কল্পনা করে এসেছি সে তোদের এই জরাগ্রস্ত সম্রাট নয়, ওই তরুণ সুদর্শন রাজকুমার। আমার সমস্ত সত্তা যে ওর জন্যেই এতকাল অপেক্ষায় ছিল। তাকে দেখার পর আমি কি আর স্থির থাকতে পারি।' তিষ্যা আবার কেঁদে ফেলল।

সুপ্পবাসা সস্নেহে মহারানীর কেশ ঠিক করে দিল, 'মহারানী, অধীরা হয়ো না। মনের কথা ব্যক্ত না করে কূটকৌশলে রাজকুমারকে জয় করতে হবে। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। কিন্তু আমার ওপর আস্থা রাখো।'

'সুপ্পবাসা, ও যতক্ষণ না এই বুকে মুখ রাখছে ততক্ষণ প্রাণ জুড়োবে না রে। তুই আমাকে সাহায্য কর।' সুপ্পবাসা উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে। এখন ওঠ। অবগাহন করে দ্রাক্ষার রস পান করো। আর হ্যাঁ, সম্রাটের ভাই বীতশোক তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। সেইদিন রাজসভায় উপস্থিত না থাকতে পারাই বোধহয় এর কারণ। অনেকেই অনুমান করছে বীতশোক পরবর্তী সম্রাট হতে পারেন। মন্ত্রী খল্লাতকের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক আছে। তাই তুমি যখন বীতশোকের সঙ্গে কথা বলবে তখন এমন কিছু বলো না যাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।'

তিষ্যা হেসে ফেলল। সুপ্পবাসা এখন তাকে উপদেশ দিচ্ছে। কি করতে হবে না হবে তা শেখাচ্ছে। মানুষের দুর্বলতা প্রকাশিত হলে তার স্বাধীনতা এইভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে। যাক, তাতে তিষ্যা কিছু মনে করছে না। কিন্তু পরিণামে রাজকুমারকে তার চাই। এজন্যে যে কোন মূল্য সে দিতে প্রস্তুত।

রানীবেশে সজ্জিতা তিষ্যা অপেক্ষা করছিল সুদৃশ্য আসনে। পরিচারিকারা ঘোষণা করেছে বীতশোকের আগমনবার্তা। সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীতশোক সুপুরুষ। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বক্ষণ তথাগতকে আশ্রয় করে সে নেই। বীতশোক উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সেই আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পায় খল্লাতকের সাহচর্য পেলে। রাজধানীতে প্রত্যাগমনের পর সে মহারানীর অভিষেকের খবর শুনতে পায়। ধর্মসভার সময় সে সম্রাটের আদেশে এতটা ব্যস্ত ছিল যে নবীনা মহারানীর উপস্থিতি জেনেও তৎপর হতে পারেনি। অভিষেক সভায় উপস্থিত হতে না পারার জন্যে তার কোন ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু খল্লাতক তাকে বুঝিয়েছে যুবরাজের উচিত মহারানীর সঙ্গে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করা। এই সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী রমণীর দর্শন তো বটেই, তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও এই সাক্ষাৎ থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এসব কথা শুনে বীতশোক কৌতূহলী হয়েছে। সে

www.BanglaBook.org

মধ্যবয়সী পুরুষ কিন্তু এখনও মতি চঞ্চল। দুজন পরিচারকের কাঁধে উপহার সামগ্রী চাপিয়ে সে উপস্থিত হল যথাসময়ে। অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করেই সে চমকিত হল। একি রূপ! এই রূপ কোন্ মানবীর হতে পারে? নিজের জরাগ্রস্থ ভ্রাতাকে ঈর্ষা এবং করুণা করতে লাগল সে। কারণ একথা সবাই জানে সম্রাট এই প্রাসাদে অবাঞ্ছিত। যৌবন তো জরাকে কাছে আসতে দেবেই না। কিন্তু খল্লাতক তাকে সাবধান করেছে, এমন বাক্য বলবে না যা মহারানী স্বচ্ছন্দে সম্রাটের কানে পৌঁছে দিতে পারেন। খল্লাতকের ধারণা ওই রূপসীর চরিত্রে সর্পিণীর মেজাজ আছে।

আভূমি নত হয়ে বীতশোক বলল, 'মহারানীর জয় হোক। আমি বীতশোক, সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সেদিন রাজসভায় রাজাদেশে অনুপস্থিত থাকতে হয়েছিল বলে দুঃখিত। মহারানী আমাকে মার্জনা করবেন। এই সামান্য সামগ্রী আপনার সেবায় নিবেদন করে আমি কৃতার্থ বোধ করছি।'

তিষ্যা আসনে বসে তার দেবরকে লক্ষ্য করছিল। তিষ্যার একটি হাত চিবুকে। চোখ সতর্ক। এই মানুষটিকে তার মোটেই ভাল লাগছে না। ওর চোখ, মুখের পেশী, কথা বলার ধরন পরিষ্কার বলে দিচ্ছে মন সরল নয়। হয়তো সম্রাটের চাটুকারিতা করতে ও যেমন অভ্যস্ত তেমনি প্রয়োজনে ছুরি শানাতেও দ্বিধা করবে না। এইরকম মানুষের সঙ্গে দূরত্ব রাখাই ভাল। তিষ্যার ভাল লাগছিল না। আবার সে নিশ্চিত ছিল না তার ভাবনা ঠিক কি, না।

সে অলস স্বরে বলল, 'আমি সম্মানিত বোধ করছি। তবে এসব আনার তেমন কি প্রয়োজন ছিল?'

বীতশোক বলল, 'সেকি! আপনি মহারানী, তাছাড়া আমার সম্মানিত আত্মীয়া, প্রথম দর্শনে এই সামান্য উপহার দিতে পেরে আমি ধন্য।'

তিষ্যার ঠোঁটে হাসি ফুটল। লোকটি ধূর্ত কিন্তু কতটা কুটিল? সে মাথা নাড়ল, 'আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনিই সম্রাটের সেই সৌভাগ্যবান ভ্রাতা যে এখনও জীবিত। তাই না?'

বীতশোকের মুখে আচমকা কালো ছায়া পড়ল। এইটে তার কষ্টের জায়গা ছিল প্রথমে। নিজের ভাইদের মৃত্যু সে দেখেছে। সম্রাট হবার বাসনায় জ্যেষ্ঠ একের পর এক অন্য ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। কোন অলৌকিক হস্তক্ষেপ অথবা নিতান্তই বালক ছিল বলে সে রক্ষা পেয়ে যায়। কিন্তু এখন ওই জরাগ্রস্ত সম্রাটের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় ঘটনাটা তার পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। সম্রাট আর কিছুদিনের মধ্যেই অশক্ত হয়ে পড়বেন। এখন তার সামনে অন্য ভ্রাতারা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়িয়ে নেই। পথ পরিষ্কার করে দেবার জন্যে সে সম্রাটের

www.BanglaBook.org

কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু মহারানী আচমকা সেই মৃত ঘটনার স্মৃতি টেনে আনলেন কেন ? সে উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারল না। বীতশোক বলল, 'আমি মহারানীর বাক্যার্থ অনুধাবন করতে পারছি না।'

তিষ্যা বলল, 'এ তো অতি সরল কথা। আপনার শতাধিক ভ্রাতার মধ্যে শুধু সম্রাট আর আপনি জীবিত, আমি সেকথাই বলছিলাম। এতে কি দুর্বোধ্য কিছু আছে বলে মনে হয় আপনার ?'

বীতশোক মাথা নাড়ল, 'না। মহারানীর অনুমান যথার্থ।'

তিষ্যা বলল, 'আপনি তো উপগুপ্তের শিষ্য, তাই না ?'

বীতশোক জানাল, 'অবশ্যই। তিনি তথাগতের অংশ নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন। তথাগত তাঁর অসম্পূর্ণ কর্ম উপগুপ্তের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে চান। তথাগতের আশীর্বাদ আমরা উপগুপ্তের মাধ্যমেই পেয়ে থাকি।'

তিষ্যা হাসল, 'আমিও তাঁর দর্শন পেয়েছি। সত্যি পাটলিপুত্রের মানুষ ভাগ্যবান। কিন্তু উপগুপ্তের শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও আপনি নাকি শিকারে অত্যন্ত দক্ষ। রক্তক্ষয়ে আপনার আপত্তি নেই। অবশ্য এসব আমার শোনা কথা। আর তাই আমার মনে হয়েছে আপনি সব কিছু অন্ধ হয়ে গ্রহণ করেন না, নিজস্ব ভাল লাগাও আরোপ করেন। তাই না ?'

'অবশ্যই।' বীতশোক পুলকিত হল। তার এই শিকার করার নেশা বৌদ্ধরা সমর্থন করে না। কিন্তু শিকারে তার অদ্ভুত আনন্দ হয়। সে বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। যে কোন বস্তু থেকেই আমরা প্রকৃত শিক্ষা পেতে পারি। শিকার করতে গিয়ে আমি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। তার একটি আপনাকে বলছি। কিছুদিন আগে আমি এক গভীর বনে হরিণ শিকারে গিয়েছিলাম। অনেকটা ঘোরার পর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন সাধুকে। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কি খাওয়া দাওয়া করেন ? সাধু হেসে বললেন, ফলমূল খেয়েই তাঁর চলে যায়। তিনি গাছের বাকল দিয়ে তৈরী পোশাকে লজ্জা নিবারণ করেন। ঘাসের বিছানায় তিনি আরামে শয়ন করেন। কি সুন্দর জীবন। কোন চিন্তা নেই, দায়িত্ব নেই, মুক্ত হয়ে আছেন। হঠাৎ কি মনে হল জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর কি কোন মনস্তাপ আছে যা মাঝে মাঝে মনে অনুশোচনা আনে ? সাধু বললেন, হ্যাঁ তার অনুশোচনা হয়। যখন বেগবতী হরিণীরা ঋতুকালে মিলিত হয় তাদের দিকে তাকালে তাঁর হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা টলটল করে। অবাক হয়ে গেলাম। যদি এই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁর কঠোর অনুশোচনা সত্ত্বেও কামনা দমন করতে না পারেন তা হলে শ্রমণদের কি হবে ? তারা তো সংসাররূপী ফুলের পাপড়িমাত্র। জানেন, এই ঘটনা আমি সম্রাটকে

www.BanglaBook.org

বলেছিলাম। তিনি আমাকে তথাগতের বাণী অনুধাবন করতে বলেছিলেন। আমার মন থেকে সমস্ত কৌতূহল উধাও করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু একটি মানুষ কৌতূহল ছাড়া কি করে জীবিত থাকে বলতে পারেন?'

নিবিষ্টমনে তিষ্যা গল্প শুনছিল। বীতশোকের হয়তো অমন অভিজ্ঞতা হতে পারে। কিন্তু ওইকথা একজন সুন্দরী রমণী, যে কি না সম্পর্কে তার অগ্রজা এবং মহারানী, তার সামনে বলতে রুচিতে বাধছে না। গল্পটির সারাংশ—সাধনা-টাধনা সব মিছে, প্রবৃত্তির কাছেই তাকে হেরে যেতে হয়। তিষ্যা এই গল্পের উত্তরে বীতশোককে অনেক কাহিনী শোনাতে পারত। স্বয়ং বুদ্ধের জীবনেই তো বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে। যিনি সুন্দরী রমণীকে অবহেলায় লক্ষাধিক মূল্যের রত্নহার দিয়ে ভাবতে পারেন এই শরীরটা কি জীর্ণ, তবু মানুষ কি না তারই যত্নের জন্যে কত না পাগলামি করে। সেই বুদ্ধের শিষ্য হয়েও বীতশোকের চিন্তায় এই জাগতিক আনন্দের লোভ অহরহ ছোবল মারছে। তিষ্যা বুঝল এই লোকটিকে নিয়ে সে ইচ্ছামত খেলা করতে পারে। সে বীতশোকের সমর্থনে মাথা নাড়ল, 'অত্যন্ত সৎ কথা। আপনার কি মনে হয় সম্রাটের কৌতূহল অবশিষ্ট আছে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল বীতশোক, 'একমাত্র তথাগত আর তাঁর আদেশ ছাড়া সম্রাট আর সব ব্যাপারে নিস্পৃহ। আমি তো ভাবতেই পারি না এই রকম সুন্দরী পত্নীর উপস্থিতি তিনি কি করে ভুলে থাকেন।'

তিষ্যা ধরিয়ে দিল, 'থাকেন নয়, থাকতে বাধ্য হন। আমার সঙ্গে তাঁর চুক্তি আছে বিনানুমতিতে এই প্রাসাদে প্রবেশ করা চলবে না। ইচ্ছে হলেও তা দমন করতে হবে। কারণ জিজ্ঞাসা করবেন?'

বীতশোক ত্রস্তে চারদিকে তাকিয়ে নিল, 'সে কথা সবাই জানে। মহারানী ঠিক কাজই করেছেন। ওই লোলচর্ম বৃদ্ধকে আপনার পাশে কিছুতেই সহ্য করা যায় না। তাছাড়া সম্রাট যে হারে ধর্ম ধর্ম করছেন তাতে মনে হয় না বেশীদিন আমাদের মধ্যে থাকবেন।'

তিষ্যা এতক্ষণে খুশী হল। গর্ত থেকে কর্কট যেমন খাদ্যবস্তুর লোভে অনেক প্রতীক্ষার পর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে ছোঁ মারতে উদ্যত হয়, বীতশোক এখন ঠিক সেই অবস্থায়। এখনই ওকে আহত করলে সত্য বেরিয়ে আসবে। সে অপ্রয়োজনে এমন ভাবে বসার ভঙ্গী পরিবর্তন করল যেন বীতশোকের মনের সব অর্গল খুলে যায়। তিষ্যা বলল, 'সম্রাটের পর এই সাম্রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। রাজকুমাররা বাইরে, অবশ্য ছোটকুমার এখানে আছেন। ওর কথা আমি তেমন জানি না।'

www.BanglaBook.org

বীতশোক বলল, 'ও রাজনীতির কিস্যু বোঝে না। অস্ত্র ধরেনি জীবনে। সম্রাটের খুব প্রিয় কারণ উপগুপ্ত বলেছেন ছোকরা তথাগতের আশীর্বাদধন্য। কিন্তু তাই দিয়ে তো এত বড় রাজ্য শাসন করা যায় না। তাছাড়া সেই কলিঙ্গ যুদ্ধের পর এই সাম্রাজ্যের আয়তন স্থির হয়ে আছে। গোদাবরীর ওপাশে বিশাল ভূখণ্ড স্বাধীন হয়ে পড়ে আছে। তাদের দেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের প্রস্তুতি যে চলছে না তা কে বলবে। কনিষ্ঠ কুমারের সাধ্য নেই এইসব সমস্যা সমাধান করার। জ্যেষ্ঠ-রাজকুমার নাকি ভিক্ষু হয়ে রয়েছে বিদেশে এইরকম কানাঘুষো শুনছি। সত্যি চিন্তার ব্যাপার।'

তিষ্যা গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি তো একমাত্র আপনাকেই সুস্থ সতেজ এবং বুদ্ধিমান বলে অনুমান করছি। তবে কাঞ্চনমালা যদি কুমারকে কোন পরামর্শ দেয় তাহলে— ।'

বীতশোক প্রফুল্ল স্বরে বলল, 'না না। সে তো নিতান্তই বালিকা। তার কোন মতলব দেবার ক্ষমতা নেই। তবে প্রজারা চাইবে সে-ই সিংহাসনে বসুক। কারণ নরম প্রকৃতির মানুষরাই স্নেহ আকর্ষণ করে থাকে।'

তিষ্যা হাসল, 'আপনি স্থির থাকুন। ইতিহাস অন্য কথা বলবে। তবে ছোট কুমারের সঙ্গে আমি নিভৃতে কথা বলতে চাই।'

বীতশোক উত্তেজিত, 'এখনই ডেকে পাঠাচ্ছি ওকে।'

বাধা দিল তিষ্যা, 'না। তাহলে সেটা খুব জানাজানি হয়ে যাবে। আর তা হলে আপনারই অপকার হবে। তার ব্যবস্থা আমিই করব। আর হ্যাঁ, খল্লাতকের সঙ্গে এইসব কথা বিস্তারিত আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই।'

বীতশোক বলল, 'খল্লাতকের ইচ্ছে গোদাবরীর ওপাশে সৈন্য চালনা করা। তার ধারণা বসে বসে সৈন্যরা যুদ্ধ ভুলে যাচ্ছে। কিন্তু সম্রাট তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন এই ব্যাপারে। কোন রক্তক্ষয়ী অভিযানে তিনি সম্মতি দেবেন না। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় সোনার পাথর বাটির মত হিংস্র হব না কিন্তু রাজা থাকব, অবিশ্বাস্য। খল্লাতক ঠিকই বলে।'

তিষ্যা মাথা নাড়ল, 'আপনি খল্লাতককে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে বলুন। কিন্তু মনে রাখবেন সে আপনার রক্তের সম্পর্কে বা ভালবাসার বাঁধনে বাঁধা নেই। এই সাম্রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে কাজ করে তার মনেও লোভ আসতে পারে। অতএব তার কাছেও মনের কথা গোপন রাখুন।'

বীতশোক এতটা আনন্দিত কখনও হয়নি। এই সুন্দরী রমণীর দিকে যতবারই সে তাকাচ্ছে ততবার এক অদৃশ্য চুম্বকের আকর্ষণ অনুভব করছে। রূপসী নারীর যদি ব্যক্তিত্ব থাকে তাহলে কোনক্রমেই তাকে উপেক্ষা করা যায়

www.BanglaBook.org

না। সে তিষ্যার কাছে নিজেকে সমর্পণ করল মনে মনে। বলল, 'মহারানী যা আদেশ করবেন আমি তাই করব। আপনি যদি আমার পাশে দাঁড়ান তাহলে সমস্ত বাধা আমি অনায়াসে অতিক্রম করব। আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

তিষ্যা এবার ঠোঁট কামড়াল, 'খুশী হলাম। কিন্তু আমি কি পাব?'

বীতশোক দুটো হাত প্রসারিত করে বলতে যাচ্ছিল, 'মহারানীকে অদেয়—'।

কিন্তু তিষ্যা তাকে থামিয়ে দিল, 'থাক। ভাল কথা মুখে বলতে নেই। তবে আপনি ঘন ঘন এখানে আসবেন না। অত্যন্ত প্রয়োজন হলে আমিই আপনাকে ডেকে পাঠাব। অকারণ সন্দেহ উদ্রেকে কোন লাভ হবে না।'

বীতশোকের ভাল লাগল না নির্দেশ। মহারানীকে একবার দর্শনের পর অনির্দিষ্টকাল আড়ালে থাকা কি সম্ভব? সে বলল, 'সম্রাট এখন এসব চিন্তার বাইরে। মহারানী নিশ্চিন্ত থাকুন।'

তিষ্যা বলল, 'আমি সম্রাটের কথা চিন্তা করছি না। খল্লাতককে বোঝাতে হবে আপনি তার বন্ধু। সে সন্দেহপরায়ণ হলে কাজ উদ্ধার হবে না। আপনি ওর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রেখে চলবেন কিন্তু প্রকাশিত হবেন না।'

প্রীত এবং সন্তুষ্ট বীতশোক চলে গেলে তিষ্যার হৃদয়ে তৃপ্তি এল। শতরঞ্চ খেলায় নামতে হয়েছে তাকে। বীতশোক বা খল্লাতক সামান্য বোড়ে কিংবা গজ মাত্র। আসল লক্ষ্য তথাগতের আড়াল খোঁজা রাজকুমার, কিস্তি দিতে হবে এমনি করে যাতে অন্যত্র যাওয়ার পথ খোলা না থাকে।

দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যাতা হল তিষ্যা।

সারঙ্গনাথে সম্রাট অনেকগুলো স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। সেগুলো দেখাশুনার জন্যে রাজকুমার গিয়েছিল সারঙ্গনাথে। সারঙ্গনাথ সম্পর্কে রাজকুমারের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সুবিদিত। শাক্যমুনি ওখানেই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ওইটিই প্রথম বিধিবদ্ধ সংঘ। বারাণসীর পঞ্চান্নজন এবং সঙ্গী পাঁচজন শিষ্যকে ওখানেই তথাগত ভিক্ষুত্ব প্রদান করেন। তথাগতর ধর্মপ্রবর্তনসূত্র এখান থেকেই প্রচারিত হয়। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন যেমন বর্জন করা হয়েছিল তেমনি ভোগবিলাসপূর্ণ হীন জীবনও পরিত্যাগ করে আর্যষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রচার করা হয় সারঙ্গনাথে।

রাজকুমারের কাছে তাই সারঙ্গনাথ অতি পবিত্র তীর্থ। ধর্মরাজিক স্তূপের সামনে দাঁড়ালেই মনে হয় তথাগতের স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। ওর মধ্যে রক্ষিত হয়েছে তথাগতের পূতাস্থি। ধামেক স্তূপে বিশেষ প্রস্তরে উৎকীর্ণ রয়েছে তথাগতর সংক্ষিপ্ত অথচ সিন্ধুসমান ধর্মতত্ত্ব—

www.BanglaBook.org

'যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসং হেতুং তথাগতো আহ।
তেসঞ্চ যো নিরোধো এবংবাদী মহাসমণো।'

রাজকুমার এই সত্যটি গভীরভাবে বিশ্বাস করে। যে সমস্ত ধর্ম হেতু হতে উদ্ভূত হয়েছে মহাশ্রমণের মতে তাদের নিরোধ আছে। রাগ এবং দ্বেষযুক্ত মানুষ যদি এই ধর্ম সম্যকরূপে অনুধাবন করতে না পারে তবে তাদের দোষী করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত বৌদ্ধ তিনিই যিনি অবুঝকে বোঝাতে পারবেন, অজ্ঞানকে জ্ঞানী করার শক্তি অর্জন করবেন। ওই স্তূপের সামনে দাঁড়ালেই রাজকুমার শুনতে পায়, বহুজনের হিতের জন্যে, সুখের জন্যে, কল্যাণের জন্যে তোমরা দিকে দিকে গমন কর। তোমরা সেই ধর্ম প্রচার কর যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ। অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনাযুক্ত এবং সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রচার কর।'

বাক্যগুলো স্মরণে এলেই অন্তরে অস্থিরতা আসে। কেবলই মনে হয় এই সংসারী জীবন তার জন্যে নয়। বৈরাগ্য প্রবল হয়ে ওঠে। এইসব স্তূপের সামনে এসে দাঁড়ালে সংসারে বীতস্পৃহ ভাব আরও গভীর হয়। তার দুই ভ্রাতা এবং ভগ্নীর মত তথাগতর বাণী প্রচার করার সুযোগ পেলে সে ধন্য হয়ে যেত। যদিও সে বিবাহিত কিন্তু এখনও তার পথে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কাঞ্চনমালা। তা সত্ত্বেও সংসারে থেকে হৃদয়ের পূর্ণতা আসবে না এই বোধ প্রবল হচ্ছিল।

স্তূপগুলির সুরক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে রাজকুমার ফিরে আসছিল। এইসব তীর্থযাত্রায় কখনই সে প্রহরী সঙ্গে নেয় না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রহরীরা দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। তিন-চারজন সঙ্গী তার কাছে যথেষ্ট। রাজকুমারের কেবলই মনে হচ্ছিল পাটলিপুত্রে ফিরে গিয়ে উপগুপ্তর কাছে অনুমতি চাইলে কেমন হয়। যদিও তিনি বলেছেন সঠিক সময় উপস্থিত হলে আপনি বাঁধন ছিন্ন হবে কিন্তু তবু মন মানে না।

চম্পানদীর তীরে এসে রাজকুমার দেখল জল বেড়েছে। নদী অতিক্রম করা ওই মুহূর্তে সম্ভব নয়। মাঝি বলল, রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে জল কমবে, ঢেউ শান্ত হবে এবং ততক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

চম্পানদীর অন্য প্রান্তে অরণ্যের ধারে তখন তিনটি শিবিরে বিশেষ ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছিল। তিনটির মধ্যে যে শিবিরের আয়তন বৃহৎ সেটি নদীর প্রায় গায়ে। তিষ্যা সেই শিবিরের বাতায়নে দাঁড়িয়ে উদগ্রীব হয়ে অন্যপ্রান্ত লক্ষ্য করছিল। রাজকুমারকে ফিরতে হবে এই পথেই। সংবাদ যদি সঠিক হয় তাহলে অপেক্ষার কাল শেষ হয়ে এল বলে। রাজকুমার সারঙ্গনাথে গিয়েছে মুষ্টিমেয় অনুচর সঙ্গে নিয়ে, খবরটা দিয়েছিল বীতশোক। না, প্রাসাদে এসে তিষ্যার সঙ্গে

www.BanglaBook.org

সাক্ষাৎ করার সাহস পায়নি সে। তিষ্যাও চায়নি ঘন ঘন তার সঙ্গে সে দেখা করুক। বীতশোক তাই তার অনুগত পরিচারকের মাধ্যমে পত্র পাঠিয়েছিল। কিছুদিন আগে সম্রাট তাকে স্তূপগুলো সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে বারাণসী-সারঙ্গনাথে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সংবাদ এসেছে বীতশোক যাওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে কিছু ত্রুটি দেখা দিয়েছে। মনে হয় এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজকুমারকে সেখানে পাঠাচ্ছেন সম্রাট। বীতশোকের অজান্তে কোন অন্যায় যদি ঘটে থাকে এবং সেই কথা রাজকুমার সম্রাটকে জানালে স্বভাবতই বীতশোক অপদার্থ প্রমাণিত হবে। পরবর্তী চিন্তাভাবনা যখন অনেকটা এগিয়েছে তখন এই সময় গৌরবহানি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রাজকুমারকে বোঝার এবং বোঝাবার সাধ্য বীতশোকের নেই। মহারানী তার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। এটাই সুবর্ণ সুযোগ। ফল্গু নদী অতিক্রম করে যখন রাজকুমার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করবে তখন বন-বিহারের উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে মহারানী তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সাক্ষাৎ করতে পারেন। এতে কারও কোন সন্দেহ হবে না এবং বীতশোকের বিনীত অনুরোধ মহারানী বীতশোক সম্পর্কে রাজকুমারের মনোভাব জেনে নিয়ে সেইমত প্রতিবিধান করেন।

পত্রটি পেয়েই মনস্থির করেনি তিষ্যা। সুপ্পবাসাকে সে দায়িত্ব দিয়েছিল বীতশোকের প্রেরিত সংবাদ সত্য কিনা জানতে। দিনে দিনে ওই পরিচারিকার ওপর আস্থা বেড়ে চলেছে তার। এমন বুদ্ধিমতী এবং কুশলা সে প্রথমে অনুমান করেনি তিষ্যা। সুপ্পবাসা খবর আনল সংবাদ সত্য। রাজধানী ছেড়ে যেতে হলে রাজপরিবারের মহিলাদের সম্রাটের অনুমতি প্রয়োজন। প্রথমে সে ভেবেছিল সে সম্রাটকে উপেক্ষা করে বন-বিহারে যাবে। ওই বৃদ্ধের কাছে সে নিশ্চয়ই দায়বদ্ধ নয়। কিন্তু সুপ্পবাসা তাকে বলল, 'কাজটা ভুল হবে মহারানী। সম্রাটকে সৌজন্য দেখালে তিনি তৃপ্ত হবেন। সেটি তোমার কাছে বর্মের মত কাজ করবে। তুমি কিছু চাইলে তিনি না বলতে পারবেন না অথচ প্রজারা বলবে মহারানী অত্যন্ত বিনীতা। সম্রাট কখনই সন্দিগ্ধ হবেন না। তোমাকে এমন বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে যাতে কেউ তোমার উদ্দেশ্য ধরতে না পারে।'

তিষ্যা বুঝতে পেরেছিল। যুদ্ধজয়ের জন্যে জেদ নয়, ছলও প্রয়োজন হয়। সে রাজাজ্ঞা চেয়ে পাঠাল। জানাল সে দীর্ঘকাল এখানে অবস্থান করেছে। পিত্রালয় ছেড়ে আসার পর কোন স্থান পরিবর্তন করেনি। সম্রাট যদি অনুমতি দেন তাহলে সে ফল্গুনদীর তীরে বন-বিহারে যেতে পারে। শোনা যায় সেখানকার মৃগরা নাকি অতীব সুন্দর এবং মহারানী তাদের কখনই দেখেনি। দ্রুত অনুমতি মিলল। খল্লাতক এসে জানিয়ে গেল, সম্রাট মহারানীর একাকীত্ব

www.BanglaBook.org

অনুধাবন করেছেন। তিনি স্বচ্ছন্দে বন-বিহারের অনুমতি দিয়েছেন। খল্লাতকের জিজ্ঞাস্য মহারানী সঙ্গে কিরকম প্রহরী নিতে চান ! তিষ্যা মন স্থির করল। সে জানাল, 'একজন মহারানীর সম্মান স্থিত থাকে এমন প্রহরী সঙ্গে দিলেই চলবে।'

নির্দিষ্ট দিনে রাজধানী থেকে যাত্রা করেছে তিষ্যা। সঙ্গে বিরাট সৈন্যবাহিনী। এদের দেখে সে খুবই বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু সুপ্পবাসার পরামর্শে সে মেনে নেবার ভান করেছিল যতক্ষণ না বনাঞ্চলে প্রবেশ করে। সেখানে সে প্রধান প্রহরীকে আদেশ দিল যাতে সে প্রহরীদের নিয়ে বনের সম্মুখভাগ পাহারা দেয়। মহারানী একটু নির্জনে থাকতে চান। কেউ যাতে তাঁকে বিরক্ত না করে তা দেখা প্রধান প্রহরীর কর্তব্য।

তারপর ফল্গু নদীর তীরে শিবির স্থাপন করা হয়েছে। তিনটি শিবিরে দাসীদের নিয়ে তিষ্যা ও সুপ্পবাসা সময় অতিবাহিত করছিল বিভিন্নভাবে। অন্যান্য দাসীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সযত্নে বিভিন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে। তারা সেই কাজে ব্যস্ত। মহারানী কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে নদীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। সুপ্পবাসা সতর্ক ছিল যাতে রাজকুমারের আগমনের সময়ে কোন বিঘ্ন না ঘটে। নদীতে এখন প্রায় প্লাবনের অবস্থা। নৌকা পারাপারের কোন সুযোগ নেই। যদিও প্রকৃতি মোটেই অশান্ত নয়, মন্দমধুর বাতাস বইছে, দিনও শেষ হয়ে এল বলে কিন্তু মহারানীর বারংবার প্রশ্নের উত্তরে সুপ্পবাসাকে একই কথা বলতে হচ্ছে, না, কোন নৌকা দেখা যাচ্ছে না। শ্রবণমাত্র তিষ্যার হৃদয়ের ভার বেড়ে যাচ্ছিল। তার প্রত্যাগমনের নির্দিষ্ট দিন আজকেই অথচ দিন অবসান হল, রাত নামল, এই স্ফীতা নদী পারাপারের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। আর কি সে আসবে ? দাসীরা নৈশাহার শেষ করল। সুপ্পবাসার অনেক অনুরোধেও তিষ্যা সামান্য খাবার স্পর্শ করল না। তার কিছুই ভাল লাগছিল না। তবে কি দিন ভুল হল। নাকি তারা এই স্থানে বিলম্বে পৌঁছেছে, আর তার আগেই হয়তো রাজকুমার এই স্থান অতিক্রম করে গিয়েছে। কিন্তু তাই হলে তো পথেই দেখা হত তাদের। রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার কি অন্য পথ আছে। তিষ্যার কিছুই ভাল লাগছিল না। এই সময় যামিনীর দ্বিতীয় প্রহর চলছিল। চারধার নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে বনের পাখিরা ঘুম ভেঙে ডেকে উঠছে। এত জোনাকি একসঙ্গে কখনও দেখেনি তিষ্যা। অন্ধকারকে আলোর দ্বীপ ভরিয়ে দিচ্ছে ওরা। সেই সময় সুপ্পবাসা ব্যস্ত পায়ে শিবিরে প্রবেশ করে উত্তেজিত গলায় বলল, 'মহারানী, দূরে একটা নৌকা দেখা গেছে।'

মাঝি বলেছিল কাল সকালে আবার জল বাড়তে পারে, অতএব রাত থাকতেই পার হয়ে যাওয়া শ্রেয়। যেহেতু জলে এখন টান ধরেছে, ঢেউ-এ ছোবল নেই

www.BanglaBook.org

তাই রাত্রের অন্ধকার কোন বাধা সৃষ্টি করছে না দক্ষ মাঝির সামনে। রাজকুমার এবং তার অনুগত সঙ্গীরা এই নিশাকালে প্রকৃতির আর এক রূপ দেখছিল মুগ্ধ হয়ে। রাজকুমার বলল, 'দ্যাখো, এই জগৎ কত শান্ত। দিনের উদ্দামতা শেষ হয়ে গেলেই এইরকম পবিত্র মুহূর্ত আসে। তথাগত আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন বাহ্যিক আড়ম্বর ত্যাগ করে সরল জীবনে অভ্যস্ত হতে। সারল্যই সুখ।' তারপর একজন অনুগতকে অন্যমনস্ক হতে দেখে কৌতূহলী হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মনে কোন দুশ্চিন্তা এসেছে কি মহানাম?'

মহানাম নামক ব্যক্তিটি লজ্জিত হল। দ্রুত মাথা নেড়ে জানাল, তেমন কিছু নয়। রাজকুমারের আগ্রহ হল। এই পবিত্র সময়ে যখন প্রকৃতিতে তথাগতর স্পর্শ তখন মহানামের মনে কোন ভাবের উদয় হয়েছে? সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি জানতে পারি না তুমি কি ভাবছ? খুব গোপন কিছু? কুণ্ঠা না করে বলতে পার।' মহানাম খুবই বিব্রত। কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বলল, 'রাজকুমার শুনলে হয়তো অপ্রসন্ন হবেন কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। তবে আমি এও বলছি কোন অবস্থাতেই আমার ভাবনা আমি ব্যক্ত করতাম না। কারণ সেটা করা মানে—।'

হাসিমুখে রাজকুমার তাকে থামিয়ে বলল, 'তুমি অযথা সংকোচ প্রকাশ করছ।' তখন মহানাম বলল, 'আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত রাজকুমার।' সেই প্রভাতে আমরা কিছু খাদ্য গ্রহণ করেছিলাম। তারপর আর সুযোগ হয়নি। আমার অন্য বন্ধুর কি অবস্থা জানি না। কিন্তু রাজকুমার সর্বক্ষণ তথাগতর চিন্তায় বিভোর থাকেন বলে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা খেয়ালে আসে না। আমি প্রাণপণে নিজেকে অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা করছি অথচ বারংবার সেই চিন্তাতেই ফিরে আসছি। আমি এইসব কথা বলতাম না কিন্তু রাজকুমার আমাকে বাধ্য করলেন।'

কথাটা শোনামাত্র রাজকুমার ব্যগ্র হয়ে পড়ল। তার মনে হল অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গিয়েছে। একটি মানুষ এতক্ষণ অভুক্ত থাকলে ক্ষুধার্ত হবেই। অথচ সে নিরন্তর তথাগতর চিন্তায় মগ্ন থেকে বাস্তবকে অস্বীকার করেছে। মহানাম ধরা পড়ে গেছে কারণ সে ক্ষুধার জ্বালা সইতে পারেনি। অন্য অনুচরের নিশ্চয়ই একই দশা। এমন কি কথাটা কানে আসার পর তার নিজেরও ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। কিন্তু এই জনবিরল স্থানে রজনীর মধ্যযামে খাদ্যবস্তু কি করে পাওয়া যায়? সে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলে মাঝি বিনীত হয়ে জানাল তার সঙ্গে সামান্য মুড়ি-চিড়ে আছে এবং তা দিয়ে নিশ্চয়ই রাজকুমারের সেবা করা চলে না। কিন্তু রাজকুমার জানাল প্রয়োজনে সামান্যই অসামান্য হয়ে যায়। চিড়ে-মুড়ি পেলেই তারা কৃতজ্ঞ থাকবে মাঝির কাছে। তারপরেই রাজকুমারের মনে অন্য চিন্তা

www.BanglaBook.org

এল। যতই তথাগত এবং তার উপদেশে মন মগ্ন থাকুক, দেহের প্রয়োজনের কাছে আমরা সমর্পিত হতে বাধ্য হই সময়ে অসময়ে। হয়তো এই প্রয়োজন প্রয়োজনে বিলম্বিত করতে পারি কিন্তু জীবন ধারণ যেহেতু শরীর ভিন্ন সম্ভব নয় তাই একসময় তার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হয়। শুধু ধর্মচিন্তাই মানুষকে জীবিত রাখতে পারে না। তার মনে পড়ল তথাগত নিজেও কৃচ্ছ্রসাধনই একমাত্র পথ বলে স্বীকার করেননি। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই দুই-এর মধ্যে ব্যবধান রেখেও মিলন করা অতীব কষ্টসাধ্য কাজ। এই সময় মাঝি বলল, 'তীর এসে গেছে, আপনারা প্রস্তুত হন।'

তীরে পৌঁছে দিয়ে মাঝি বলল, 'আমার কাছে তো কোন পাত্র নেই, কি করে যে আপনাদের চিড়ে-মুড়ি দিই!' বেচারাকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

সেই সময় মহানাম আলো দেখতে পেল। নদীর ধারে অরণ্যের পাশে আলো জ্বলছে। সেই আলোতে তিনটি শিবির দেখা যাচ্ছে। এই নির্জন নদীকূলে কোন্ উদ্দেশ্যে মানুষ জেগে আছে? এই সময় একটি দীপকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মহানাম সেদিকে রাজকুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই সে বলল, 'মাঝি তুমি একটু অপেক্ষা কর। আর মহানাম, তুমি এগিয়ে গিয়ে দ্যাখো আগন্তুক কে!'

শিবির এবং আলো দেখে মহানাম পুলকিত হয়েছিল। সারাদিন অভুক্ত থাকার পর মধ্যরাতে শুধু মুড়ি চিবোতে হবে ভাবতে খারাপ লেগেছিল। এখানে শিবির পড়েছে যখন তখন তারা নিশ্চয়ই সম্পন্ন মানুষের দেখা পাবে। আর সম্পন্ন মানুষেরা সব সময় সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে রাখে। সে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে দেখল দীপ হাতে দুজন স্ত্রীলোক সাবধানে পথ চলছে। মুখোমুখি হয়ে নমস্কার জানিয়ে মহানাম বলল, 'ভদ্রে, আপনারা এই গভীর রাত্রে কোথায় চলেছেন? নদীর ধারে ওই যে শিবির তা কি আপনাদের?'

সুপ্পবাসা চটুল হাসল। সে মহানামকে চিনতে পেরেছে। পাটলিপুত্রের নাগরিকদের অনেককেই সে চেনে। তাছাড়া অত্যন্ত সুশীল ব্যক্তি হিসেবে মহানামের বিশেষ পরিচিতি আছে। সুপ্পবাসা বলল, 'ওই শিবির মহারানীর।'

'মহারানী?' মহানাম অবাক হয়ে গেল।

'হ্যাঁ। তিনি বন-বিহারে এসেছেন। হঠাৎ মধ্যরাতে নদীতে নৌকো দেখে আমাকে পাঠালেন কোন বিপদ-আপদ হয়েছে কিনা দেখতে। আমরা দুজন তাঁর পরিচারিকা, আমি সুপ্পবাসা।'

'সুপ্পবাসা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। আমি মহানাম, রাজকুমারের সঙ্গে সারঙ্গনাথ থেকে ফিরছি। আমরা ক্ষুধার্ত।'

www.BanglaBook.org

'সেকি ! আমাকে শীঘ্র রাজকুমারের কাছে নিয়ে চলুন। তিনি আমাকে বিলক্ষণ চেনেন।'

দীপধারিণীকে সম্মুখে যেতে বলে সুপ্পবাসা মহানামের অনুগামিনী হল। সে দূর থেকে দেখতে পেল রাজকুমারের সঙ্গীদের সংখ্যা বেশী নয়। আয়োজন যা আছে তা পর্যাপ্ত। মহানামকে দেখে তার ভাল লাগছিল। এই যুবকটি অত্যন্ত ভদ্র এবং সরল। না হলে ক্ষুধার কথা অকপটে বলত না। এতদিন কেন যে এই যুবকের কথা তার মনে হয়নি ! এই সময় সে রাজকুমারকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সুপ্পবাসা নত হয়ে অভিবাদন জানাল, 'মহারানী রাজকুমারকে আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি মহারানীর প্রধান পরিচারিকা সুপ্পবাসা।'

চমকে উঠল রাজকুমার। এই জায়গায় এবং এই সময়ে সে ওই দাসীকে দেখবে কল্পনাও করেনি। তাছাড়া মহারানী কি করে জানলেন যে সে এখন নদী পার হয়ে এপারে আসবে ? সে জিজ্ঞাসা করল, 'মহারানী কি ওই শিবিরে আছেন ?'

'হ্যাঁ। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত বলে বন-বিহারে এসেছেন।'

'আমরা এই পথে ফিরব তাকি তোমরা জানতে ?'

'শিবিরের বাতায়নে দাঁড়িয়ে মহারানী আপনাকে নৌকায় দেখতে পেয়েছেন।'

'সেকি। এই অন্ধকার রাতে দূর থেকে কি দেখা যায় ?'

'রাজকুমার, অপরাধ নেবেন না, সূর্য উদিত হলে মেঘ তাকে যতই নিষ্প্রভ করুক, পৃথিবীকে বেশীক্ষণ অন্ধকারে ঢাকতে পারে না। এখন দয়া করে যদি শিবিরে উপস্থিত হন তাহলে মহারানী প্রীত হবেন।'

সেই রাত্রের স্মৃতি রাজকুমার সচরাচর মনে আনে না। ওই ঘটনার কথা সে কাউকে বলেনি। এমন কি কাঞ্চনমালাকেও নয়। কোন কোন দুঃস্বপ্ন ভুলে যাওয়াই সুখকর। কিন্তু এখন এই রাত্রে মহারানীর উপস্থিতি তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলল। কিন্তু অনুচররা যে সুপ্পবাসার প্রস্তাবে অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে, তাদের ক্ষুধাতৃষ্ণার উপশম হতে চলেছে বুঝে খুশী হয়েছে। কোন যুক্তিতে সে এদের বিমুখ করবে ? তার মনে পড়ল উপগুপ্তের কথা, 'মানুষ ভুল করে এবং সেই ভুল মানুষই সংশোধন করে।' মহারানী কি সেই সংশোধনের পথে ?

রাজকুমার সানুচর মহারানীর আতিথ্য গ্রহণ করল। তৃতীয় শিবিরটিতে কোন মানুষ ছিল না। সেখানে মহানামদের থাকতে দেওয়া হল। রাজকুমার সেখানেই বসে তথাগতের উপাসনা শেষ করে যখন সঙ্গীদের সঙ্গে আহারের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তখন সুপ্পবাসা তাকে জানাল, 'মহারানী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

এবং তখনই রাজকুমারের অনুশোচনা হল। তার হৃদয় নির্মল নয়।

www.BanglaBook.org

তথাগতর প্রতি উৎসর্গীত হওয়া সত্ত্বেও সে মুক্ত হতে পারেনি। নাহলে মহারানীর আতিথ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌজন্যবোধ মনে আসেনি কেন ? কিংবা এলেও সেই রাত্রের স্মৃতি তাকে ভান করতে শিখিয়েছে। অনুচরদের সঙ্গে এই শিবিরে বসে থাকার মধ্যে অকারণ আত্মগোপনের প্রচেষ্টা নেই কি !

রাজকুমার সুপ্পবাসাকে অনুসরণ করল। শিবিরের দ্বারে যে পরিচারিকা প্রহরায় ছিল তাকে অন্যত্র যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সুপ্পবাসা বলল, 'আসুন রাজকুমার।'

ভেতরে প্রবেশ করে রাজকুমার দেখল মহারানী তার দিকে পেছন ফিরে বাতায়ন-পথে রাত্রের নদী দেখছেন। সে সসম্ভ্রমে বলল, 'তথাগত মহারানীকে শান্তি দিন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আপনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন বলে কৃতজ্ঞ।'

তিষ্যা ফিরে তাকাল না। উদাস স্বরে বলল, 'সুপ্পবাসা, রাজকুমারকে বসবার আসন দে। আর দ্যাখ, সব ঠিক আছে কিনা।'

আসন তৈরি ছিল। রাজকুমার নিজেই সেটা গ্রহণ করলে সুপ্পবাসা মুচকি হেসে শিবির ত্যাগ করল। তিষ্যা গম্ভীর স্বরে পেছন ফিরেই বলল, 'শুনলাম তোমরা অভুক্ত। কিন্তু রাজকুমার কেন অপ্রয়োজনে পরিচারকদের সঙ্গে বসে খাবার খাবে ? তাছাড়া আমি আছি জেনেও— ।' তিষ্যার কণ্ঠরোধ হল।

'মার্জনা করবেন। আমার অপরাধ হয়ে গেছে।'

'এইরকম অপরাধ করলে কোন তথাগত আমাকে শাস্তি দিতে পারে বলতে পার ?' চাবুকের মত প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল তিষ্যা, 'দয়া করে আমার সঙ্গে দেখা হলেই শাস্তি শব্দটা উচ্চারণ করো না।'

রাজকুমার মুখ তুলে তাকাতেই চারচক্ষু মিলন হল। তিষ্যার সমস্ত মান-অভিমান মুহূর্তেই ম্লান হয়ে গেল। রাজকুমার চোখ নামিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত সে স্থির হয়ে রইল। সে চাইল দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে। বলল, 'আমি কখনও সারঙ্গনাথে যাইনি। শুনেছি, জায়গাটা অত্যন্ত মনোরম।'

রাজকুমার সমর্থনে মাথা নাড়ল, 'স্থানটি অত্যন্ত পবিত্র।'

'বীতশোক কি তার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেনি ?'

'খুল্লতাত সম্পর্কে এই ধারণা অমূলক।'

তিষ্যা রাজকুমারকে বুঝতে পারল। সে কখনই এমন কথা বলবে না যাতে রুচি নিম্নমুখী হয়। রাজকুমারের জন্যে ওর কষ্ট হচ্ছিল। বেচারা জানে না সিংহাসন ঘিরে যে আগুন জ্বলতে যাচ্ছে তার আঁচ থেকে অব্যাহতি পাওয়া

www.BanglaBook.org

কঠিন হবে। এই সময় সুপ্পবাসা সুদৃশ্য পাত্রে আহার্যবস্তু নিয়ে এল। রাজকুমারের আহার শেষ হলে সে স্থান ত্যাগ করলে তিষ্যা বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'আদেশ করুন।'

আদেশ শব্দটি অত্যন্ত অপছন্দ হল তিষ্যার। কিন্তু তাই নিয়ে বেশী কথা না বলে সে মূল প্রসঙ্গে এল, 'সেই রাত্রে আমি কি দুর্ব্যবহার করেছি?' রাজকুমার বিব্রত বোধ করল। কি জবাব দেবে সে? সত্য কি মহারানীর ভাল লাগবে? অকারণ কষ্ট দেওয়াও সমীচীন নয়।

তিষ্যা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমাকে আমার কিছু কথা বলা প্রয়োজন। তুমি কি আমার ইতিহাস জানো?'

রাজকুমার মাথা নাড়ল, 'শুনেছি পিতা কোন এক সময়ে আপনাকে বিবাহ করেছিলেন।

'শুধু এইমাত্র?' তিষ্যা করুণ হাসল। তারপর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে কথা বলা শুরু করল। তার জীবনের সমস্ত ঘটনা, একটার পর একটা যন্ত্রণার কাহিনী নিঃসাড়ে বলে গেল। কখন তার দুই চোখ ছাপিয়ে জল নেবেছে, সে টের পায়নি। যখন রাজকুমার ভারী গলায় বলল, 'মহারানী শান্ত হোন,' তখন সে চেতনায় ফিরল। এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষুব্ধস্বরে বলে উঠল, 'তোমার মনে হতে পারে সেদিন আমি অসংলগ্ন ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু আমি যে তোমার কথা ভেবেই এতকাল বেঁচে আছি। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই, আমার মন থেকে তোমাকে সরিয়ে দিতে পারে কারও সাধ্য নেই। এমন কি তোমার তথাগতও পারবেন না।'

রাজকুমার দ্রুত কান চাপা দিল, 'এই সব কথা মুখে আনবেন না।'

'কেন বলব না? কেন শুনবে না? একটি মেয়ে তোমার জন্যে কাঙালিনী হয়ে রয়েছে। শুধু ধূসর হয়ে যাওয়া কয়েকটি বিবাহের মন্ত্র তাকে আড়ালে রাখবে? এ কেমন বিচার?' তিষ্যা উঠে দাঁড়াল তার আসন ছেড়ে। তারপর রাজকুমারের পায়ের কাছে অবনত হয়ে বলল, 'তুমি আমায় গ্রহণ করো। একবার তুমি ভালবাসা শব্দটি উচ্চারণ করো। আমার এই বুকে মাথা না রাখলে কখনই চিতা নিববে না। রাজকুমার, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে দয়া করো।'

রাজকুমার যেন অগ্নিদগ্ধ এমন অনুভূতি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে অকারণ পাপের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'পাপ?' তিষ্যার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হল।

'অবশ্যই। জননীর মুখে এই ধরনের বাক্য শোনা মহাপাপ। আপনাকে আমি

www.BanglaBook.org

অনুরোধ করছি মন থেকে কল্পিত ধারণা দূর করুন। আমি সম্পর্কে আপনার সন্তান। এই বাস্তবকে অস্বীকার করবেন না। পিতা আপনাকে যে সম্মান দিয়েছেন তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে তথাগতের শরণ গ্রহণ করুন। আমি যাচ্ছি।'

'না। তুমি যেতে পারবে না।'

'এ কথার অর্থ?'

'তোমাকে নিভৃতে পাব বলে আমি রাজধানী ছেড়ে এত দূরে রয়েছি। তুমি মানুষের বানানো সম্পর্কগুলোর কথা ভুলে যাও। বিশ্বাস করো, আমার মত কেউ তোমাকে ভালবাসতে পারবে না। তুমি সুখী হবে, আমরা সুখী হব।'

'ছি! আপনি বাক্ সংযত করুন। আপনার এইসব কথা কাউকে বলতে পারছি না। কিন্তু উপগুপ্ত যদি জানতে চান তাহলে তাঁকে না জানিয়ে আমার উপায় নেই। দোহাই, আর আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না।'

'ও। আমার অপরাধ ওই জরাগ্রস্ত মানুষটির পরিচয়ে পরিচিত বলে? যদি তা না হতাম তাহলে তুমি আপত্তি করতে না?'

সরল হাসল রাজকুমার, 'না। জননী। পৃথিবীর কোন নারীতে আর আমার আকর্ষণ নেই। যে একবার অমৃতের স্বাদ পেয়েছে তার কাছে অত্যন্ত সুস্বাদু ফলের রসও অবান্তর মনে হয়। তথাগত ছাড়া আমি অন্য কিছু ভাবতে পারি না। জননী, আমাকে বিদায় দিন।'

রাজকুমার আর দাঁড়াল না। তখন বনের গাছে গাছে পাখিরা ঘুমিয়ে। এমন নিশ্চুপ অরণ্য বোধহয় আর কখনও হয়নি। মধ্যরাতের বাতাস নদীর বুকে মৃদু আলোড়ন তুলে তিষ্যার বাতায়ন দিয়ে প্রবেশ করছিল। ভূপতিত তিষ্যার দুই চোখে জল নেই। সে রাজকুমারের চলে যাওয়া পথের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে ছিল। তার দৃষ্টিতে এখন অগ্নির অনুভূতি। না, আর নরম কোন আবেদন নয়, যা সহজে পাওয়া যায় না তা যে কোন কৌশলে সে আদায় করবেই। ওই মুখের একমাত্র স্থান এই বুকে।

কিছুদিন থেকেই সম্রাটের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। অল্প বয়সের উচ্ছৃঙ্খলা অকালেই তাঁর শরীরে জরাকে ত্বরান্বিত করেছিল। তথাগতের আশ্রয় গ্রহণ করার পর সম্রাট অপার শান্তির সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি শরীরের কিছু অসুবিধে তাঁকে বিব্রত করছে। বোধিসত্ত্বের মহাপরিনির্বাণের পর দুইশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। সম্রাটের প্রবল প্রচেষ্টায় শুধু লুম্বিনী, উরুবেলা, সারঙ্গনাথ, কুশীনগর, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী, সাংকাশ্য, তক্ষশীলা কিংবা নালন্দায় বৌদ্ধধর্মমত সীমাবদ্ধ না হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের বিভিন্ন অংশে এবং বিদেশে। কিন্তু সম্রাট জানতেন তাঁর মৃত্যুর পর এতবড় একটি সাম্রাজ্য একই

www.BanglaBook.org

সিংহাসনের অধিকারে রাখা মুশকিল হবে। ধর্মচিন্তা পুত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছে। মানুষের হৃদয়ে তার প্রচারিত গৌতমের উপদেশ ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে কিন্তু নিরন্তর তাই নিয়ে চর্চা না করলে আবার লোভ এবং ঈর্ষা জায়গা দখল করে নেবে। সেক্ষেত্রে বিদ্রোহ অনিবার্য। এছাড়া খল্লাতকের সম্পর্কে তিনি খুশী নন। ভাল প্রশাসক কিন্তু রাজ্যজয়ের লোভ সে পরিত্যাগ করতে পারছে না। এতদিন ধরে নিজেকে উজাড় করে তিনি যে বাতাবরণ দেশে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তা খল্লাতক নষ্ট করে দেবে এ কেমন করে সহ্য করবেন। তিনি যে-কোন মুহূর্তে খল্লাতককে সরিয়ে দিতে পারেন কিন্তু ওই মানুষটির অন্যান্য গুণের বিকল্প কোন মানুষকে যে পাওয়া যাচ্ছে না। বীতশোক সম্পর্কেও ইদানিং তিনি খুশী নন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সে স্থির নয়। কেবলই কৌতূহল প্রকাশের নামে ধর্মবিরুদ্ধ কথা বলে, কাজও করে। এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি পরবর্তীকালে সিংহাসনে বসলে দেশের কি অবস্থা হবে তিনি চিন্তাও করতে পারেন না। মেরুদণ্ডহীন মানুষ কি কখনও রাজ্যশাসন করতে পারে। রাজকুমার সম্পর্কে তাঁর স্নেহ সর্বাধিক। কিন্তু সে তো নিজেকে তথাগতর পায়ে উৎসর্গ করেছে। সম্রাট প্রবলভাবে চাইছিলেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেশে প্রত্যাগমন করুক। এইসময় সম্রাট শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তাঁর উদরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল কিছুদিন ধরে। সামান্য তাপ বেড়েছে শরীরের। রাজবৈদ্য অনেক চেষ্টা করছেন কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হচ্ছিল না। দেশের সর্বত্র সম্রাটের অসুস্থতার খবর প্রচারিত হল। সমস্ত আনন্দ অনুষ্ঠান স্থগিত হতে লাগল। সংবাদ পৌঁছাল উরুবেলায়। সেখানে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত নবনির্মিত চৈত্যে উপাসনা উপলক্ষে গিয়েছিলেন। কালবিলম্ব না করে তিনি ফিরে এলেন রাজধানীতে। তারপর সম্রাটের শয্যাপাশে উপস্থিত হলে সম্রাট তাঁকে দর্শনমাত্র কেঁদে ফেললেন। তিনি বারংবার আবেদন করতে লাগলেন যেন তথাগতর অংশ নিয়ে উপস্থিত সন্ন্যাসী তার জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে দেন। উপগুপ্ত কেবল ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তিনি যখন শেষ করলেন এই বলে, 'ততিয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি' তখন কিঞ্চিৎ মানসিক আরাম বোধ করলেন সম্রাট। সেটা অনুভূত হওয়ামাত্র সম্রাট আবিষ্কার করলেন তাহলে এতক্ষণ শরীরের সঙ্গে মনেও অশান্তি ছিল! তিনি জানেন, অন্তরীক্ষে, পর্বতে বা সমুদ্রের কোথাও এমন জায়গা নেই যেখানে গেলে হৃদয়ে শান্তি আসে যদি না সেটা নিজেই অর্জন করা যায়। সন্ন্যাসী উপগুপ্তের আশীর্বাদ অশান্তি হ্রাস করতে পারে মাত্র। তাঁকে কাজ করতে হবে। নিজের কর্মফল ভোগের শেষ হয়নি এখনও। এই কারণে তাঁকে বেঁচে থাকতে হবেই। আর তাই শরীরের এই ক্লেশ দূর হওয়া

www.BanglaBook.org

দরকার। প্রয়োজনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈদ্যকে আনা হোক। উপগুপ্ত বললেন, 'শান্ত হও, ভগবানকে স্মরণ করো। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে বিমুখ করবেন না'। কিন্তু সেদিন অপরাহ্নে রাজকুমার বিমর্ষমুখে পিতার শয্যাপাশে বসে যন্ত্রণার চেহারা দর্শন করল। প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছেন সম্রাট। তাঁর মূত্রকৃচ্ছ্র হয়েছে। উদর স্ফীত। যন্ত্রণা তীব্রতর হলে পিতা সব কিছু বিস্মৃত হচ্ছেন। এমন কি তথাগত পর্যন্ত তাঁর স্মরণে আসছে না। মানবজীবনের জীর্ণতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে রাজকুমার ছুটে গেলেন উপগুপ্তের কাছে। উপগুপ্ত তাকে শান্ত হতে বলে উপদেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'নিজের কৃত কর্মে নিজেই সংক্লিষ্ট হয়। কেউ কাউকে বিশুদ্ধ করতে পারে না।'

সম্রাট মৃত্যুশয্যায়, বৈদ্যরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর বস্তিদেশে যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে, এই সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় শোকের ছায়া নামল। মগধের সমস্ত মানুষ প্রার্থনা করতে লাগল যাতে তথাগত সম্রাটকে সুস্থ করে দেন। রানী পদ্মাবতী আহার ত্যাগ করে দিনরাত আরাধনা শুরু করলেন। সংবাদ পৌঁছাল তিষ্যার প্রাসাদে। সুপ্পবাসা বলল, 'মহারানী, সম্রাট চলে গেলে আমাদের কি হবে? খল্লাতক নাকি বীতশোককে প্রস্তুত হতে বলেছেন।'

'বীতশোক! তাকে একবার খবর দে।'

সংবাদ প্রেরণ করা হল। কিন্তু বীতশোক জানাল সে অত্যন্ত ব্যস্ত। সময় হলেই দেখা করবে। তিষ্যার সন্দেহ হল। সে যেসব কথা বীতশোককে বলেছিল সেগুলো যদি খল্লাতকের কানে পৌঁছে যায় তাহলে ফল ভয়ানক হবেই। দুদিন থেকেই তার মাথায় অন্য চিন্তা কাজ করছিল। বীতশোক সম্রাট হলে রাজকুমার নিশ্চয়ই বিতাড়িত হবে। তার নিজের অবস্থা কি হবে কে জানে। বীতশোক একা হলে সে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারত কিন্তু খল্লাতককে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। অতএব তার নিজের স্বার্থেই আপাতত সম্রাটকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। এবং সেই বাঁচানোর ব্যাপারে তার যদি অন্যতম ভূমিকা থাকে তাহলে সম্রাট নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হবেন। কিন্তু সে কি পারবে?

প্রাসাদ থেকে অশ্বচালিত রথে তিষ্যা যাত্রা করল রাজপ্রাসাদের দিকে। রাজপথে নাগরিকরা বিমর্ষ, এমন কি মানুষের চলাফেরাও কমে এসেছে। সুপ্পবাসা সংবাদ দিয়েছিল আগেই, মহারানী উপস্থিত হওয়া মাত্র তাকে নিয়ে যাওয়া হল সম্রাটের শয্যার পাশে। জরাগ্রস্ত সম্রাটকে এখন আরও করুণ দেখাচ্ছে। মহারানী কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন সেখানে অনেক মানুষ, কেউ কেউ ক্রন্দন করছে নিচু স্বরে। এরা সবাই রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সম্রাটের

www.BanglaBook.org

পাশে দাঁড়ালেন তিনি, কাতর চোখে তাকালেন। এই সময় মহারানীর দৃষ্টি পড়ল রাজকুমারের উপর। নতমস্তকে সে পিতার চরণের পাশে বসে আছে। মুহূর্তেই মন স্থির করে নিল তিষ্যা। তারপর কঠোর স্বরে রাজবৈদ্যকে জিজ্ঞাসা করল; 'এই রকম একটি অসুস্থ মানুষের চারপাশে এত ভিড় কেন ? বাতাসের পথও তো রুদ্ধ হয়েছে। সবাইকে কক্ষ থেকে চলে যেতে বলুন।'

রাজবৈদ্যকে আদেশটি জানাতে হল না, প্রথমে রাজকুমার,তারপর অন্যান্যরা কক্ষত্যাগ করল। তিষ্যা একটু অবাক হল, সে ভেবেছিল রাজকুমার নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করবে। এবার সে রাজবৈদ্যর কাছে সম্রাটের রোগ-সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাইল। সমস্ত কিছু শোনার পর তার স্মরণে এল পিতৃদেব এইরকম অসুখে কৃতকার্য হয়েছিলেন। কিন্তু সে-সম্পর্কে তার জ্ঞান ভাসাভাসা। কোন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ঘটেনি। কিন্তু এখনই পিতৃদেবকে সংবাদ দিলে এতখানি পথ অতিক্রম করে পৌঁছানোর আগেই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সে রাজবৈদ্যকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি মনে করেন সম্রাটের পরমায়ু সীমিত ?' ইশারায় সেটাকে সমর্থন করলেন রাজবৈদ্য।

তিষ্যা বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমাকে একটা সুযোগ দেবেন ? আমি চেষ্টা করতে চাই।'

রাজবৈদ্য বিস্মিত। তিনি তিষ্যার অতীত সম্পর্কে কোন খবর জানতেন না। কিন্তু মহারানী যখন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং অন্য কোন পথ সামনে নেই তখন সম্মতি না দেওয়ার কোন কারণ থাকে না।

তিষ্যা খুশী হল। তার বুকের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প শুরু হল। সে জানে না পরিণতিতে কি হবে কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার সমস্ত গৌরব, তার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। সে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করল। রাজবৈদ্য দাঁড়িয়েছিলেন, তিষ্যা তাঁকে বলল, 'আপনি গৃহে ফিরে যান। এখন থেকে সম্রাটের সমস্ত দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। আপনারা যখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন সম্রাটের নিরাময়ের কোন উপায় আপনাদের জানা নেই তখন এই ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন না।'

রাজবৈদ্য কক্ষ ত্যাগ করলে তিষ্যা সম্রাটের দিকে তাকাল। এখন তারা দুজন ছাড়া এই কক্ষে আর কেউ নেই। সে সম্রাটের শয্যার পাশে উপবেশন করতেই শরীর গুলিয়ে উঠল। রোগের দুর্গন্ধ শরীর থেকে উপচে পড়ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজেকে সংযত করল। তারপর সম্রাটের ললাটে মৃদু হাত বুলিয়ে দিতেই তিনি আবার চোখ খুললেন। কিছুক্ষণ তিষ্যার দিকে তাকিয়ে সম্রাট কাতর গলায় বললেন, 'এখানে কেন এলে ? আমার পাশে তোমাকে যে মানায়

www.BanglaBook.org

না !'

তিষ্যা হাসল। তারপর বলল, 'সম্রাট কি জীবনের আশা ত্যাগ করেছেন ?'

'না ! আমি বাঁচতে চাই।' তীব্র অভিলাষ ছিটকে বের হল শরীর থেকে।

'কিন্তু রাজবৈদ্য তো অক্ষমতা জানিয়েছেন।' তিষ্যা কঠোর গলায় জানাল, 'কিন্তু কেন আপনি বাঁচতে চান ?'

'আমার কর্মফল ভোগ করা এখনও শেষ হয়নি যে।'

'আমি যদি আপনাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনি ?'

'তাহলে দয়া করো, মহারানী আমাকে কৃতার্থ করো।'

'কিন্তু তার বদলে আমি কি পাব ?'

'যা চাইবে তুমি। প্রাণের বিনিময়ে তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। তুমি যদি পার আমাকে রোগমুক্ত করতে—।' সম্রাটের স্বর রুদ্ধ হল।

'আমি চেষ্টা করব। কিন্তু তথাগতর নামে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।'

'কি প্রতিশ্রুতি চাও, বল ?'

তিষ্যা এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর নিজেকে নিস্পৃহ রেখে উচ্চারণ করল, 'রোগমুক্ত হলে আপনি এক মাসের জন্যে রাজধানী ত্যাগ করে চলে যাবেন। সেই সময়ে সাম্রাজ্যের শাসনভার দিতে হবে আমাকে। আপনি আদেশ দেবেন যাতে আমার ইচ্ছেমত এই সাম্রাজ্যের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়। ওই একমাস আপনি কোনক্রমেই রাজধানীতে ফিরে আসতে পারবেন না। আপনি সম্মত ?'

জীবনের আশায় ব্যগ্র সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানালেন, 'বেশ, তাই হবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।'

মহারানীর মুখে হাসি ফুটল !

প্রতিশ্রুতি আদায় করে ভয় বেড়ে গেল তিষ্যার। যদি সে হেরে যায় ? যদি সে কৃতকার্য না হয়। দীর্ঘকাল সে শস্ত্রবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত নয়। অনভ্যাস কর্মদক্ষতা হ্রাস করে, হৃদয়ে দুর্বলতা আনে। সম্রাটের মৃত্যু সুনিশ্চিত একথা সবাই জানলেও মহারানীর হাতেই মৃত্যু হয়েছে এই সংবাদ প্রজাদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু তিষ্যা বুঝতে পারছিল এ ছাড়া অন্য কোন পথ সামনে নেই। সম্রাটের প্রাণ তিন দিন থাকবে কিনা সন্দেহ। মৃত্যুর ছায়া মুখে নামতে শুরু করেছে। ফলের দিকে না তাকিয়ে তাকে কাজ করে যেতে হবে। তিরিশ বৎসর পিতৃদেবের সঙ্গে শল্যতন্ত্রাগারে উপস্থিত থাকা এবং কখনও নিজেই শস্ত্রোপচার করে সাফল্য লাভের স্মৃতি তাকে উৎসাহ জোগাল। এখন পিতৃদেব সঙ্গে থাকলে

www.BanglaBook.org

ভাল হত। কিন্তু তাঁকে আনানোর সময় নেই। তিষ্যা তৎক্ষণাৎ রাজবৈদ্যকে ডেকে পাঠাল।

পাটলিপুত্রতে যে শল্যতন্ত্রাগারটি আছে তার উপযুক্ত অধ্যক্ষ নেই। যিনি আছেন তিনি সামান্য শস্ত্রোপচারেই সিদ্ধহস্ত, কখনও জটিল কিছুতে সাহসী হননি। যদিও তাঁর শল্যতন্ত্রাগারে যথেষ্ট পরিমাণে শস্ত্র রয়েছে। সেগুলিকে বিশুদ্ধিকরণের আদেশ দিয়ে তিষ্যা জানল বুক বা পেটের শস্ত্রোপচার এখানে না হওয়ার অন্যতম কারণ শরীরের দ্বিখণ্ডিত অংশ জুড়ে দেওয়ার জন্যে কোন ঔষধ সঠিক কার্যকর হয় না। সে অধ্যক্ষ এবং রাজবৈদ্যের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝল এ নিয়ে পাটলিপুত্রে তেমন চর্চাও হয় না। অথচ পিতৃদেব এই ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। তাঁর কাছে তণ্ডুলরস নির্মাণের কৌশল শিক্ষা করেছে তিষ্যা। এই রস প্রয়োগ করে পিতৃদেব মাত্র তিনদিনেই দ্বিখণ্ডিত অংশ সুন্দর জুড়ে দেন।

শস্ত্রোপচারের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেও তিষ্যার মনে হল এতটা ঝুঁকি নেবার আগে যদি এমন কাউকে পাওয়া যেত যার শরীর দ্বিখণ্ডিত করতে বাধা নেই তাহলে আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পেত। কিন্তু যে রাজ্যে রক্তপাত নিষিদ্ধ সেখানে কে নিজেকে উৎসর্গ করতে আসবে। বলপূর্বক কাউকে ধরে আনা তো মহাপাপ হবে। কিন্তু চেষ্টা করতে কোন অসুবিধে নেই।

তিষ্যা খল্লাতককে ডেকে পাঠাল। খল্লাতক আপাত বিমর্ষ, যেন সম্রাট মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলে প্রফুল্ল থাকতে নেই। অভিবাদন জানিয়ে খল্লাতক বলল, 'আদেশ করুন মহারানী।'

তিষ্যা তাকে দেখল। তারপর বলল, 'বীতশোকের সংবাদ কি?'

চমকে উঠল খল্লাতক, 'বীতশোক? তিনি তো রাজধানীতেই আছেন?'

'আপনার সঙ্গে তার দেখা হয় না? কথাবার্তা, শলাপরামর্শ চলে না?'

খল্লাতক চোখের কোণে তাকাল, 'মহারানীর কথার অর্থ আমি অনুধাবন করতে পারছি না।'

'সেকি! আপনি বুদ্ধিমান। আর কে না জানে বুদ্ধিমানদের জন্যে সামান্য ইশারাই যথেষ্ট। আপনার মানসিক প্রস্তুতি কি রকম?'

'কি পরিপ্রেক্ষিতে?'

'সম্রাট মৃত্যুশয্যায়। এখন আর কি পরিপ্রেক্ষিত থাকতে পারে?'

খল্লাতক ঢোক গিলল। এই রমণী সাধারণ নয় তা তার প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছিল। বীতশোক নির্বোধের মত এর কাছে অনেক মনের কথা বলেছে। কিন্তু সে যে সরাসরি এইরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তা চিন্তা করেনি। কিন্তু পলকেই সে মন স্থির করে নিল। অসাধারণের সঙ্গে অসাধারণ ব্যবহার করাই সঙ্গত। সে

www.BanglaBook.org

বলল, 'আমি যা-ই চিন্তা করি না কেন, মহারানীর সম্মতি ছাড়া তা কখনই কার্যকর হবে না। তার বিনানুমতিতে আমি কিছুই করছি না।'

তিষ্যা মনে মনে হাসল। ধূর্ত মানুষের সবরকম লক্ষণ খল্লাতকের কথায় স্পষ্ট। সে এবার প্রসঙ্গে ফিরে এল, 'আমার প্রয়োজন একজন মানুষের।'

'মানুষ?' খল্লাতক হতবাক্ প্রায়।

'হ্যাঁ। যার কোন পিছুটান নেই, কোন আত্মীয়বন্ধন নেই। তবে সাধারণ সুস্থ মানুষের কথা বলছি না। যে মানুষ অশ্মরী-আক্রান্ত। সম্রাটের রোগের যা লক্ষণ আছে তার সঙ্গে লোকটির মিল থাকতে হবে।'

'এইরকম মানুষ কি পাওয়া সম্ভব?' খল্লাতক উদ্দেশ্য ধরতে পারছিল না।

'পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। এতবড় সাম্রাজ্যে মানুষ নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়ে দিনযাপন করছে। তাদের মধ্যে অশ্মরী হয়নি এমন মানুষের অস্তিত্ব নেই বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

খল্লাতক বলল, 'যদি অপরাধ না নেন তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারি, কি উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তিকে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে?'

তিষ্যা রুষ্ট হতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করল, 'অপ্রয়োজনে আমি কিছু চাই না। তাছাড়া সবাইকে আমার মনের কথা আমি বলতে ভালবাসি না।'

খল্লাতক এবার হাসল, 'মহারানীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি অতীতে আমি অন্তত একবার তাঁর সেবায় লাগতে পেরে খুশী হয়েছি।'

তিষ্যা অবাক হল, 'আমার সেবা? কি রকম?'

'আমারই নির্দেশিত পথ সুপ্পবাসা ব্যবহার করেছিল পরমান্ন সংগ্রহ করার জন্যে।' তিষ্যা সচকিত হল। তাহলে খল্লাতক সেই ঘটনাটি অবগত আছে। নিশ্চয়ই সে জানে ফল্গু নদীর তীরে রাজকুমারকে সে শিবিরে এনেছিল। কিন্তু একথা কি জানে যে রাজকুমার বারংবার তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তিষ্যার মনে ভীতি জন্মাল। সে বুঝল, দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে যাওয়াই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে।

তিষ্যা মধুর হাসল, 'সম্রাট এখন পীড়িত। তার মৃত্যু সমস্ত সমস্যা সরল ভাবে সমাধান করবে না। অতএব লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমার ওপর আস্থা রাখতে হবে আপনাদের। আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ হবে না। কিন্তু সেই কারণেই আমার একজন প্রায়-জীবিত মানুষ প্রয়োজন। আপনি অবিলম্বে একটি অশ্মরী-রোগযুক্ত মানুষের সন্ধান করুন। আগামীকাল এই সময়ের মধ্যেই তাকে পাওয়া দরকার।' খল্লাতক মহারানীর উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিল না। কিন্তু এখন তো কোন কথা না বলেও অনেক কথা প্রকাশ করলেন মহারানী। সেই প্রকাশিত অর্থ যদি সত্য হয় তাহলে তার হারাবার কোন আশঙ্কা

www.BanglaBook.org

থাকছে না। সে বলল, 'মহারানীর আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য। আমি এক্ষুনি সন্ধান কাজ শুরু করছি।'

পাটলিপুত্রের মানুষ হাফ ছেড়ে বাঁচল। মহারানীর আদেশ প্রচারিত হয়েছিল। সম্রাটের রোগের লক্ষণের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন একটি অনাথ মানুষ দরকার। তারা এও শুনল মহারানীর পিতৃদেব বিখ্যাত শল্যবিদ। পিতৃদেবের কাছ থেকে মহারানী নিশ্চয়ই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেছেন। অতএব তাদের প্রিয় সম্রাটের জীবনরক্ষার এখনও শেষ উপায় রয়েছে। তারাও বেরিয়ে পড়ল পথে। মানুষটিকে নিয়ে মহারানী কি করবেন সেকথা তাদের জানা নেই। কেউ কেউ ধারণা করল মানুষটির প্রাণ সম্রাটের শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। কেউ বলল, যেহেতু মহারানী ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দেন না তাই তিনি নিশ্চয়ই কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে লোকটিকে উৎসর্গ করবেন। গুজব যখন যথেষ্ট প্রচারিত তখনই একটি মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল। লোকটি বৃদ্ধ। ভিক্ষালব্ধ অন্নে তার দিন যাপিত হত। কিছুদিন থেকেই সে অশ্মরী রোগে ভয়ানকভাবে আক্রান্ত। তার উদর স্ফীততর হয়েছে, নিঃশ্বাসে কষ্ট, পথের পাশে একটি বৃক্ষের নিচে শেষ মুহূর্তটি ত্বরান্বিত করার জন্য কেবলই প্রার্থনা করছে।

খবর পেয়ে রাজপুরুষরা ছুটে গেল তার কাছে। সেই বৃদ্ধ অবাক হয়ে দেখল তাকে পরম সমাদরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজপ্রসাদে শিবিকায় চড়িয়ে। জীবনে এই প্রথম সে এমন সৌভাগ্যের স্বাদ পেল। কিন্তু সেটা উপভোগ করার সামর্থ্য তার ছিল না। সামান্য নড়াচড়ায় তার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তিষ্যা চমকিত এবং আনন্দিত হল। তার নির্দেশে বৃদ্ধকে আনা হয়েছে শল্যতন্ত্রাগারে। অর্ধমৃত মানুষটির সঙ্গে সম্রাটের উপসর্গগুলোর চমৎকার মিল। এই যোগ কাকতালীয় হতে পারে কিন্তু তিষ্যার আত্মপ্রত্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। বৃদ্ধ তখনও সম্পূর্ণ অচেতন নয়। তিষ্যা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি আপনার শরীরের যন্ত্রণা অনুমান করছি। পৃথিবীর কোন ঔষধ আপনাকে নিরাময় করতে পারবে না।'

বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠল, 'আমি এভাবে বাঁচতে চাই না, আমাকে মেরে ফেল।'

তিষ্যা বলল, 'মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছায় আসে। তবে আমি আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি। যদি সেই কাজ করতে গিয়ে আপনার প্রাণহানি ঘটে তাহলে জানবেন সেটা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হয়েছে। আপনি প্রার্থনা সেরে নিন।'

বৃদ্ধ বলল, 'প্রার্থনা? আমার একটিই প্রার্থনা আছে, তা হল মৃত্যু।' তারপর

www.BanglaBook.org

নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলল, 'এই জীবনের সমস্ত কর্মফল ভোগ করা হয়ে গেছে। গতজন্মেরটাও। এখন মরতে আপত্তি নেই।'

বৃদ্ধকে একটি উঁচু জায়গায় শোওয়ানো হল। কক্ষে তিষ্যাকে সাহায্য করার জন্যে দুজন দক্ষ শুশ্রূষাকারী ছাড়া আর কেউ নেই। সংজ্ঞাহীন করার জন্যে তীক্ষ্ণ শলাকা দিয়ে সংবেদ শিরা বিদ্ধ করল তিষ্যা। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ খুব দ্রুত জ্ঞান ফিরে পায় না বলে পিতৃদেবের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে জেনেছে তিষ্যা।

বৃদ্ধের শরীর স্থির হয়ে গেলে তিষ্যার নির্দেশে বীজাণুমুক্ত জলে তার উদর ধুয়ে দিল শুশ্রূষাকারীদ্বয়। উদর এই মুহূর্তে অতিরিক্ত স্ফীত, যেন যে কোন সময়েই বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে। তিষ্যা পিতৃদেবকে স্মরণ করল। তারপর সন্তর্পণে ধারালো ক্ষুরিকা দিয়ে সেই উদর দ্বিখণ্ডিত করল। সঙ্গে সঙ্গে সে পাতলা হয়ে আসা মূত্রাশয় দেখতে পেল। বৃদ্ধের শরীরে সামান্য সংকোচন নেই। তাছাড়া বোধহয় রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে সে। তিষ্যা কালবিলম্ব না করে মূত্রাশয়ের দেওয়াল ছিন্ন করতেই জমে থাকা দুর্গন্ধযুক্ত জলরাশি প্লাবনের মত বেরিয়ে এল। তৎপর শুশ্রূষাকারীদ্বয়ের সাহায্যে বৃদ্ধকে শুষ্ক করে তিষ্যা তার মূত্রাশয় পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে উঠল। দুটি বিশাল কীট ক্রমাগত বিষ্ঠাত্যাগ করে মূত্রনালীর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। সেই নালীতে কীটজ অশ্ম বৃদ্ধি পাওয়ায় মূত্রকৃচ্ছ্র হয়েছে। ওই কীট এবং অশ্ম শরীর থেকে সরিয়ে দিয়ে তিষ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করল বৃদ্ধের বস্তিদেশ। কোন কিছু যেন অজ্ঞাত না থাকে সেই ব্যাপারে সে অতিরিক্ত সতর্ক হচ্ছিল। সেইসময় একজন শুশ্রূষাকারী জানাল বৃদ্ধের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিষ্যা দ্রুত ধমনী স্পর্শ করল। তার চোয়াল শক্ত হল। তারপর সংবেদ-শিরা থেকে শলাকা তুলে নিয়ে শুশ্রূষাকারীদের বলল, 'রাজপুরুষদের বলো এর সৎকার করতে।'

সেই দিন তিষ্যা অস্থির হয়ে পড়ল। সে রোগের কারণ জানতে পেরেছে। মূত্রনালীর মধ্যে অশ্ম জমে থাকাই পীড়ার উৎস। হয়তো প্রথম দিকে অশ্ম যখন ক্ষুদ্র ছিল তখন সম্রাট অবহেলা করেছিলেন। কারণ ক্ষুদ্র অশ্ম রাজবৈদ্য ঔষধের মাধ্যমে তরল করে দিতে পারতেন। কিন্তু আকৃতি বৃদ্ধি পাওয়াতেই তাঁরা কৃতকার্য হননি। অতএব সম্রাটকে সুস্থ করতে সে সাহসী হতে পারে। বৃদ্ধ মারা গেল কারণ সে মরে যেতেই চাইছিল। হয়তো সে যতটা সময় নেওয়া দরকার তার অনেক বেশী সময় নিয়েছে। দ্রুত কাজ সেরে নিলে বৃদ্ধের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু সেটা করতে গেলে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলো তার অজ্ঞাত থেকে যেত। সম্রাটের জীবন রক্ষা অনেক বেশী জরুরী এবং এই তথ্য তাকে সেই কাজে সাহায্য করবে। কিন্তু সম্রাটের যদি একই অবস্থা হয়! যদি অশ্মমুক্ত

www.BanglaBook.org

হওয়ার সময়েই তিনি প্রাণ হারান ? তিষ্যা এই দ্বন্দ্বে পীড়িত হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত তার মনে হল সম্রাট তো মরণোন্মুখ। তিনি না থাকলে হয়তো তাকে পিত্রালয়ে ফিরে যেতে হতে পারে। তাই এই ঝুঁকি নিলে তার কিছুই হারাবার ভয় নেই। বরং আজকের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান যদি সে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারে তাহলে ভবিষ্যতের দিনগুলো পাল্টে যেতে পারে। অতএব ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। সে কিছুতেই পরাজয় মেনে নেবে না।

সমস্ত রাজধানী আজ নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। বৃদ্ধের মৃত্যুসংবাদ সাধারণ মানুষ পেয়েছে। তারা জেনেছে মহারানীর অনভ্যাসই ওই মৃত্যুর কারণ। তাই সম্রাটের ওপর শস্ত্রোপচার যদি ব্যর্থ হয় এবং যা হওয়া এখন সম্ভব তাহলে ওই ধর্মপ্রাণ মানুষটির শেষমুহূর্ত কেন ছিন্নভিন্ন হয়ে শেষ হবে ? কিন্তু খল্লাতক এবং বীতশোক মহারানীর কাজ সমর্থন করছে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত কিংবা রাজকুমার অথবা রানী পদ্মাবতী আশ্চর্যজনক নীরব। কিন্তু তাঁরা তথাগতের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করছেন। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের করণীয় কি থাকতে পারে ? তারা শুধু উৎকণ্ঠিত হয়ে শল্যতন্ত্রাগারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খল্লাতক এবং বীতশোক অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছে। এইসময় রাজকুমার তাদের সঙ্গে অলিন্দে এসে দাঁড়াল উদ্বিগ্ন মুখে। দ্বার বন্ধ। সেখানে মহারানী শস্ত্রোপচার শুরু করেছে একটু আগে। আজ এই মুহূর্তে পাটলিপুত্র শব্দহীন। না, ঠিক শব্দহীন বললে ভুল হবে। ভিক্ষুরা প্রার্থনা করছে অবিরত, উপাসনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তথাগতের স্পর্শ এখন আকাশে বাতাসে।

একসময় দ্বার মুক্ত হল। একজন শুশ্রূষাকারী উজ্জ্বল মুখে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করল, 'শস্ত্রোপচার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। মহারানী দক্ষতার সঙ্গে সম্রাটের শরীর অশ্মমুক্ত করেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে অজস্র মানুষের কণ্ঠ থেকে স্বস্তি এবং আনন্দ মিশ্রিত ধ্বনি নির্গত হল। কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, 'জয় তথাগতের জয়।' সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হল। এই সময় খল্লাতক শুশ্রূষাকারীকে ব্যগ্র স্বরে প্রশ্ন করল, 'সম্রাটের অবস্থা এখন কি রকম ?'

'তিনি এখনও সংজ্ঞাহীন। তাঁর সংবেদ-শিরা থেকে শলাকা মুক্ত করা হয়েছে। তণ্ডুলরসে তাঁর উদর আবার সুচারুভাবে যুক্ত করা হয়েছে। মহারানী তাঁর পদতলে বসে অপেক্ষা করছেন। সম্ভবত সন্ধ্যের সময় তাঁর চেতনা ফিরবে। এখন তাঁর ধমনী নিয়মিত, তাই মহারানী মনে করছেন তিনি আপাতত বিপদমুক্ত।' শুশ্রূষাকারী এই সংবাদ দিয়ে আবার কক্ষের মধ্যে ফিরে গেল।

www.BanglaBook.org

বীতশোক আহ্লাদিত হয়ে রাজকুমারকে জড়িয়ে ধরল, 'আমি ভাবতে পারছি না। কোন যাদুতে মহারানী এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন।'

রাজকুমার জবাব দিলেন, 'আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।'

বীতশোক আবেগে আরও কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু তার দৃষ্টি পড়ল খল্লাতকের ওপর। খল্লাতক তখন বিরক্তভঙ্গীতে ইশারা করছে তাকে নীরব থাকতে। বীতশোক ঢোক গিলল। তারপর একটু দৃষ্টিকটু ভাবেই সরে দাঁড়াল। সন্তুষ্ট খল্লাতক তখন সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনারা যে যার কাজে চলে যান। সম্রাট সুস্থ হতে চলেছেন। এখন এখানে উপস্থিত থেকে মহারানীর বিরক্তি উৎপাদন করবেন না। তিনি পরিশ্রান্ত।'

খল্লাতকের কথা পছন্দ না হলেও সাধারণ মানুষ তাকে অবজ্ঞা করতে সাহস পেল না। স্থানটি জনশূন্য হলে খল্লাতক এবং বীতশোক বিদায় নিল। তখন রাজকুমার একজন পরিচারিকার মাধ্যমে ভেতরে সংবাদ পাঠাল। মহারানীকে কৃতজ্ঞতা নিবেদনের জন্যে সে একবার দর্শন পেতে চায়।

পরিচারিকা ফিরে এসে জানাল, মহারানী অত্যন্ত ব্যস্ত, তাঁর পক্ষে বাইরে আসা অসম্ভব।

শস্ত্রোপচারের পর তিরিশ দিন কেটে গেছে।

তিষ্যা এই সময় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সম্রাটের শয্যার কাছ থেকে ওঠেনি। দিনরাত সে অতন্দ্র সেবা করে গেছে। সাধারণ শুশ্রূষাকারীদেরও কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। শস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। পুরোন পীড়ার কোন উপসর্গ আর নেই। সম্রাট দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিষ্যার এই সেবার কথা প্রচারিত। সাধারণ মানুষ এখন তার জয়গানে মুখর। মহারানী সম্রাটের জীবন ফিরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁকে সুরক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন। মহারানীর নাম এখন সম্মানজনক উদাহরণ হিসেবে গৃহীত।

সম্রাট নিজেও মুগ্ধ। তিনি এখন সুস্থ। কিন্তু তিষ্যা তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা না করা পর্যন্ত তিনি কক্ষের বাইরে যেতে পারছেন না। এই দীর্ঘকাল তিষ্যা কাউকে এই কক্ষে প্রবেশ করতে দেয়নি। সম্রাটকে সবাই দেখে গেছে দূরে দাঁড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত তিষ্যা ঘোষণা করল, 'সম্রাট, এবার আপনি সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত।'

সম্রাট প্রসন্ন হলেন। বললেন, 'মহারানী, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনেছ।'

তিষ্যা মুখ ফেরাল, 'তাই?'

www.BanglaBook.org

সম্রাট বিমর্ষ হলেন তিষ্যার ভঙ্গী দেখে। সে প্রশংসা শুনে বিরক্ত হল কেন? তাহলে কি তিষ্যা এখনও অতীত বিস্মৃত হয়নি! তাকে মহারানীর মর্যাদা দেওয়ার পরেও তিনি একদিনের জন্যে তার কাছে গ্রহণীয় হননি। এই দীর্ঘ সময় তাকে সুস্থ করার জন্যে তিষ্যা প্রাণপাত করেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী দিনের পর দিন রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে প্রায় না খেয়ে ক্রমশ কৃশ থেকে কৃশতর হয়েছে। তার চোখের কোণে কাজল, মুখ মলিন। কিন্তু এই আত্মত্যাগ যার জন্যে সে প্রশ্ন করা মাত্র মুখ ফিরিয়ে নিল। সম্রাট কোন অর্থই ধরতে পারছিলেন না।

সম্রাট নরম গলায় বললেন, 'মহারানী, তরুণ বয়সে আমি যে অপরাধ করেছিলাম এখনও কি তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি। বল কি করলে—!'

তিষ্যা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কিছুই করতে হবে না আপনাকে। এই মুহূর্তে আমি ঘুমুতে চাই। আমাকে বিদায় দিন।'

রাজধানীতে এখন আনন্দ উৎসব চলছে। সম্রাট সুস্থ হওয়ায় প্রজাদের নানা রকম উপঢৌকন দিচ্ছেন। তথাগতর বাণী এবং উপদেশ মত সম্রাট সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যে নানাবিধ জনহিতকর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন। সেই সময় বীতশোককে নিয়ে খল্লাতক দেখা করতে এল তিষ্যার সঙ্গে। কিছুকাল বিশ্রামের পর তিষ্যা কিছুটা সবল হয়েছিল। আবার তার মুখ চাঁদের মত নির্মল হয়েছে, সমুদ্রের মত ভরাট হয়েছে দেহ। তিষ্যা আসনে বসেছিল। খল্লাতক এবং বীতশোককে একসঙ্গে দেখে সে একটু অবাক হয়েছিল। এদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে কেউ কেউ যখন কথা বলে তখন প্রকাশ্যে ওরা তার কাছে আসার ঝুঁকি নিল কেন?

আসন গ্রহণ করে বীতশোক বলল, 'মহারানী, খল্লাতক সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। অশ্মক রাজ্যের ওপাশে যে বিশাল ভূখণ্ড তা অধিকার করার জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু সম্রাট সুস্থ হয়ে এসে সেই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই কাজের জন্য তিনি খল্লাতককে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেছেন। আপনি যদি কঠোর সেবা এবং তৎপর শস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সম্রাটের অসুস্থতা দূর না করতেন তাহলে সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হত।' তিষ্যা শান্ত ভঙ্গিতে বক্তব্য শুনল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কাছে আপনাদের উদ্দেশ্য কি এই অভিযোগ পেশ করা?'

এবার খল্লাতক বলল, 'না, অভিযোগ নয়। আমি মহারানীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তিনি শস্ত্রোপচারের আগে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা আপনার

www.BanglaBook.org

মুখ চেয়ে বসে আছি। মহারানী যে ব্যবস্থাই নেবেন আমি তা সমর্থন করব।'

'চমৎকার। কিন্তু আপনারা দুজনে একসঙ্গে এলেন কেন এখানে ? সম্রাটের কাছে যদি এইসব কথা প্রকাশ পায় তাহলে সেটা সুখকর হবে না।'

'জানি। আমি বীতশোককে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু কোন কোন মানুষ সহসা অবাধ্য হলে কিছু করার থাকে না।'

'অবাধ্য! বীতশোক কেন অবাধ্য হল ?'

তিষ্যার প্রশ্নের উত্তরে বীতশোক সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, 'সম্রাটের সেবা করতে গিয়ে মহারানী নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে শোনা যায়। আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল মহারানীকে দর্শন করার।'

তিষ্যার মুখ শক্ত হল, 'এই ধরনের বাসনা যেন ভবিষ্যতে আপনার না হয়। হ্যাঁ, মন্ত্রী, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু তার আগে বলুন তো এখন এই সাম্রাজ্যে কে বেশী জনপ্রিয় ?'

'অবশ্যই আপনি।'

'ঠিক। এখন আমি যে কাজ করব তা প্রজাদের ভাল লাগবে। তাই আমার ওপর আপনারা আস্থা রাখুন। খুব শিগগির আপনি যুদ্ধজয়ের আদেশ পাবেন। মাত্র কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।' তিষ্যা জানাল।

'কি বলছেন ? এখন সম্রাট সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি অহিংসানীতি ত্যাগ করে খল্লাতককে সাম্রাজ্য বিস্তারের অনুমতি দেবেন ? না, একথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। মহারানী ভুল করছেন।' বীতশোকের অনাস্থা তীব্রভাবে প্রকাশিত হল।

'আমি কখনও ভুল করি না। এক্ষেত্রেও ভুল হবে না। কিন্তু বীতশোক, আমি আহ্বান না করা পর্যন্ত আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে কখনও আসবেন না। এখন আপনারা যেতে পারেন।'

তিষ্যার কথা শুনে বিমর্ষ হল বীতশোক। খল্লাতকের কপালে ভাঁজ পড়ল। সে কিছুতেই অনুমান করতে পারছিল না কোন পথে মহারানী অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু সে বুঝল, এই মহিলাকে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সে বীতশোককে নিয়ে অভিবাদন জানিয়ে মহারানীর প্রাসাদ ত্যাগ করল।

তিষ্যা এবার অধর দংশন করল। অনেক হয়েছে। আর কালক্ষেপ করা বুদ্ধিমতীর কাজ হবে না। সে সুপ্পবাসাকে ডাকল, 'একটা পত্র লিখতে হবে সুপ্পা। এখনই। আর তুই নিজে রাজপ্রাসাদে সেই পত্রটি নিয়ে যাবি। আমি দেখতে চাই সম্রাট তথাগতর প্রতি কতটা অনুরক্ত।'

পত্রটি হাতে নিয়ে সম্রাট কিছুক্ষণ স্থবিরের মত বসে রইলেন। তাঁর বোধবুদ্ধি

www.BanglaBook.org

প্রায় লোপ পেয়েছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন। তখনও তাঁর সামনে মহারানীর পরিচারিকা দণ্ডায়মান। তিনি কোনরকমে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যেতে পার।'

পরিচারিকা সুপ্পবাসা বলল, 'মহারানী আদেশ করেছেন ওই পত্রের উত্তর সঙ্গে নিয়ে যেতে। তিনি খুবই উদ্বিগ্ন।'

সম্রাট আবার ঢোক গিললেন। এই পত্রের উত্তর এখনই লেখার আগে তার উচিত তিনজনের সঙ্গে পরামর্শ করা। অন্তত সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে অনুমতি নেওয়া দরকার। তিনি সাধারণ স্বরে বললেন, 'মহারানীকে জানিও তিনি আজকের মধ্যেই উত্তর পেয়ে যাবেন। যাও।'

সুপ্পবাসার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সম্রাটের অবাধ্য হবার সাহস করল না।

সারাটা দিন তিষ্যার মনে চিন্তা এবং বিপরীত চিন্তা কাজ করে যেতে লাগল। সে সুপ্পবাসার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়েছিল। সম্রাট যে এমন পত্র আশা করেননি সেটা নাকি সুপ্পবাসা তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছে।

এখন সম্রাট যদি অস্বীকার করেন ? কিংবা সেই অত্যন্ত অসুস্থতার সময়ে কাতর গলায় কি কথা বলেছিলেন তা যদি তার স্মরণে না আসে ! দ্বিতীয় চিন্তা বাতিল করল তিষ্যা। এই পত্র তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবেই। প্রাণ বাঁচানোর দায়ে মুখে যা এসেছিল তা বলেছেন সম্রাট, কিন্তু বেঁচে যাওয়া প্রাণ কি তা মানতে চাইবে ? এই বিশাল সাম্রাজ্য, ক্ষমতা এক কথায় এক মাসের জন্যে ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা !

তিষ্যার কেবলই মনে হতে লাগল সে ভুল করেছে। শুধু মুখের কথায় নির্ভর না করে সম্রাটের প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল। যদিও সম্রাট এখন সত্য কথা বলেন, তথাগতর আদর্শ অনুসরণ করে সরল জীবন যাপন করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি যদি অস্বীকার করেন তাহলে তিষ্যার কিছুই করার নেই। কিছুদিন আগের একটি ঘটনার কথা তার মনে পড়ল। সম্রাট তখন বিপদমুক্ত, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল। দিনরাত শয্যাপাশে বসে তিষ্যা তার সেবা করছে। সম্রাটের নাড়ি সুস্থ নয়। এমন সময় সম্রাট নিচু স্বরে বলেছিলেন, 'মহারানী ! আমি কল্পনা করতে পারিনি তুমি আমাকে এতখানি ভালবাস।'

সঙ্গে সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়েছিল তিষ্যার। রুক্ষস্বরে বলেছিল, 'তাই ?'

'হ্যাঁ, নইলে আমার জন্যে জীবনপাত করতে না। তিষ্যা, তাহলে তুমি আমাকে কেন দূরে সরিয়ে রাখ ? আমি অকালে বৃদ্ধ হয়েছি কিন্তু যৌবন তো অমরত্ব পায় না। তুমি আমার প্রাসাদে চলে এস।'

'অসম্ভব।'

www.BanglaBook.org

'বেশ, আমি তোমার প্রাসাদে যাব। আমরা দুজনে সারাক্ষণ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থেকে তথাগতর ধ্যান করব। দেখবে এর চেয়ে শান্তি কিছুতেই পাওয়া যাবে না।'

তিষ্যা উঠে দাঁড়িয়েছিল। এইসব প্রেমময় সংলাপ অসহ্য লাগছিল তার।

'কোথায় যাচ্ছ?' সম্রাট অসহায়।

'আমার খিদে পেয়েছে।'

'ও! তা এখানেই তো অনেক ফলমূল মিষ্টি আছে! এখানেই বসে খাও।'

'ফলমূল?' তিষ্যা চলে যাওয়ার আগে বলেছিল, 'পথ্যে আমার প্রয়োজন নেই, আমার খাবার চাই।'

অর্থ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা সম্রাট কে জানে? কিন্তু তখনও তো তাকে আঁকড়ে ধরার প্রাণপণ প্রচেষ্টা ছিল। অতএব আজ পত্র পাওয়ার পর তিনি সহজে নতি স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না। সেটা হলে পত্রপাঠই জানিয়ে দিতেন। তিষ্যা কি এখন জনে জনে ডেকে বলবে যে সম্রাট অঙ্গীকার রাখেননি। এই মহামতি সেরকম কাজ করেছেন বলে লোকে কি বিশ্বাস করবে?

অপরাহ্ণে সংবাদ এল সম্রাট তাকে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিষ্যা অবাক হল। রাজসভায় বিশেষ কারণ ছাড়া মহারানীর উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। তবে কি সম্রাট আবার তাকে নতুন করে মহারানীত্বের স্বাদ পাইয়ে দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চান? তিষ্যা ভেবে পাচ্ছিল না সে কি করবে? সুপ্পবাসা জানাল, রাজধানীর সমস্ত গণমান্য ব্যক্তিও আজ আমন্ত্রিত হয়েছেন। সুস্থ হওয়ার পর এইটেই প্রথম সম্রাটের রাজসভায় আত্মপ্রকাশ। অতএব রাজধানীতে আজ আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। তিষ্যা ঠিক করল সে রাজসভায় যাবে। এবং প্রকাশ্যে সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দেবে অঙ্গীকারের কথা।

মহারানী তিষ্যা আজ ইন্দ্রাণীকেও লজ্জিত করবে। প্রসাধন তার রূপের আকর্ষণ বহুগুণ বর্ধিত করেছিল। পরিচারিকাদের সঙ্গে সে যখন রাজসভায় উপস্থিত হল তখন সভার কাজ শুরু হতে চলেছে। বিখ্যাত এবং গণ্যমান্যরা যে তাকে মুগ্ধ হয়ে দেখছে তা নারীর অনুভূতিতে অনুভব করল সে।

সম্রাট একটু গম্ভীর। সেটা সবাই অসুস্থতা থেকে কোনক্রমে আরোগ্যলাভের কারণেই হয়েছে বলে সভাসদদের মনে হয়েছিল। সম্রাজ্ঞীকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট। কিন্তু ওই রূপ এবং তার চুম্বকে আক্রান্ত হলেন কিনা বোঝা গেল না। কারণ সম্রাটের মুখে হাসি ফুটল না। তিনি বিনয়ী এবং ধর্মপরায়ণ। তাই শোভন যা তাই করলেন। সম্রাজ্ঞীকে সিংহাসনের পাশে মর্যাদাপূর্ণ আসনে আসন গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানালেন।

www.BanglaBook.org

সম্রাজ্ঞী আসনে স্থিত হলে সভার গুঞ্জন শান্ত হল। তিষ্যা এক পলকে দেখে নিল রাজকুমার অপেক্ষাকৃত সাধারণ আসনে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনে হল অজস্র বুনো ফুলের মধ্যে একটা রক্তগোলাপ ফুটে আছে। তাকে চিনে নিতে বিন্দুমাত্র দেরী বা অসুবিধে হয় না। কিন্তু—কি দেখছে ও ? তার রূপ ? নাকি হৃদয় ? আহা, হৃদয়ও তো দেখা যায়। তবে সেই দেখার জন্যে নয়ন দরকার। রাজকুমারের কি সেই নয়ন অর্জিত হয়ে গেছে ? তিষ্যার বুক কাঁপল, চোখ বন্ধ হল, শরীরে কদম্ব ফুটল।

এই সময় সম্রাট সোজা হয়ে বসলেন। সমস্ত শব্দ মিলিয়ে গেলে তিনি কথা বললেন, 'হে আমার মহামান্য নাগরিকবৃন্দ ! তথাগতর আশীর্বাদে আবার আমি আপনাদের সামনে কথা বলবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আপনারা জানেন মৃত্যু আমার ওপর অবনত হয়েছিল। কিন্তু আমি ভাগ্যবান। মহারানীর প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তা এবং পরিশ্রম আমাকে আবার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি দুঃখিত সেই বৃদ্ধের জন্যে যে আমার কারণেই হয়তো প্রাণত্যাগ করেছে। তিনি নিশ্চয়ই যেখানেই থাকুন, শান্তি পাবেন।'

সম্রাট নিঃশ্বাস নিলেন, 'হে আমার প্রিয় নাগরিকবৃন্দ ! আমি এই প্রাণের জন্যে এখন দুজনের কাছে কৃতজ্ঞ। একজন আমার আত্মার শান্তি তথাগত, অন্যজন মহারানী তিষ্যা। কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমি বুঝলাম জীবন কত নশ্বর। আমরা যতই এই শরীরের ওপর নির্ভর করে অহংকার প্রকাশ করি না কেন, এর উপর কোন কর্তৃত্ব আমাদের নেই। যে কোন মুহূর্তেই মানুষ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে পারে। এই ভাবনা আমাকে ব্যগ্র করেছে বাকি কাজগুলো শেষ করে ফেলার জন্যে। আমার জীবনের একমাত্র সাধনা তথাগতর ধর্মমত সমস্ত বিশ্বে প্রচার করে মানুষকে শান্তি এবং আরামের পথ নির্দেশ দেওয়া।'

সম্রাট আবার কিছুক্ষণের জন্যে শান্ত হলেন। তারপর বললেন, 'সেই কাজ আমি শুরু করেছি আগেই। হে আমার প্রিয় নাগরিকবৃন্দ ! এবার আমি ঠিক করেছি ধর্মযাত্রায় বের হব। এই রাজধানী ত্যাগ করে আমি আগামীকাল যাব ধর্মযাত্রায় সেইসব স্থানে যেখানে এখনো তথাগতর বাণী প্রচারিত হয়নি। আমার এই যাত্রাকাল তিরিশ দিন ব্যাপী। এবং এই সময় আমি রাজ্য বা রাজধানীর কোন সমস্যাই ভাবব না। আমাকে যেন এই সময় প্রশাসন নিয়ে কোনরকম বিরক্ত করা না হয়। এই তিরিশ দিন, সাম্রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব আমি মহারানী তিষ্যার ওপর অর্পণ করলাম। যিনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই এই সাম্রাজ্যের মানুষ ও তাদের সুখ শান্তি ও সম্পদ রক্ষা করতে পারবেন। এই তিরিশ দিন তাঁর আদেশই আইন, আপনারা তাঁর প্রতি অনুগত থাকলেই আমি

www.BanglaBook.org

কৃতার্থ হব।' সম্রাট এবার মহারানীর দিকে তাকালেন, 'সম্রাজ্ঞী, তথাগত আপনাকে শক্তি দেবেন।'

তিষ্যা চমৎকৃত। সম্রাট যে এইভাবে সব আড়াল করে অঙ্গীকার রাখবেন তা কল্পনা করেনি সে।

তখনও শুকতারা আকাশ আঁকড়ে আছে। যদিও সময়টাকে উষা বলতে বাধে না। কিন্তু পাটলিপুত্রের মানুষ আর নিদ্রামগ্ন নয়। তারা বেরিয়ে পড়েছে পথে। ধর্মযাত্রায় যাচ্ছেন সম্রাট। সেই যাত্রায় সঙ্গী হয়েছেন তথাগতর আদর্শে অনুপ্রাণিত সমস্ত বিদগ্ধজন। এমন কি সন্ন্যাসী উপগুপ্তও যোগ দেবেন সম্রাটের সঙ্গে। এই রকম একটা যাত্রার কথা নাগরিকরা আগে জানত না। সম্রাট তিরিশ দিন থাকবেন না এবং এই সময়ের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছেন না রাজকুমার, না বীতশোককে, দিচ্ছেন তিনি যার কাছে কৃতজ্ঞ সেই সম্রাজ্ঞীকে। কিন্তু এত বড় একটি পীড়ার ধকল সবে সামলেই কেন তিনি আবার পরিশ্রমসাধ্য যাত্রায় পা বাড়াচ্ছেন এইটেই বোধগম্য হচ্ছিল না। তাদের মধ্যে যারা বেশী ধর্মপ্রাণ তারা সম্রাটের সঙ্গী হতে পথে বেরিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, রাজকুমার এই যাত্রায় শরিক হতে চেয়েছিলেন কিন্তু সম্রাট অনুমতি দেননি। কারণ রাজধানী থেকে বিভিন্ন বিহারগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছে।

তখনও আলো ফোটেনি আকাশে। সম্রাটের যাত্রার সময় হয়ে গেছে। রাজপথের দু'পাশে জনসাধারণ ব্যগ্র মনে উপস্থিত। তথাগতর পবিত্র নাম এবং স্তোত্র পাঠ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিহারযাত্রার ঐশ্বর্য প্রদর্শন নয়, তথাগতর আদর্শ ভিত্তিক সরল উদার জীবনযাত্রার কথা বলাই ধর্মযাত্রার উদ্দেশ্য। সূর্যদেব যখন শুকতারাকে ম্লান করে রঙ ছড়ানো শুরু করেছেন সবে, ঠিক তখন একটি সুদৃশ্য রথ এসে উপস্থিত হল সেখানে। ঘোষক ঘোষণা করল, 'এই সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব আগামী তিরিশ দিনের জন্যে যাঁর হাতে সেই প্রিয়দর্শিনী সম্রাজ্ঞী উপস্থিত হয়েছেন ধর্মযাত্রার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।'

নাগরিকরা চমৎকৃত, সম্রাটও। সন্ন্যাসী উপগুপ্তের সামনে সম্রাজ্ঞী অবনতা হলেন। তারপর মধুর স্বরে প্রার্থনা করলেন, 'আপনার আশীর্বাদ চাই।' উপগুপ্তের মুখে জ্যোতি, চোখে আনন্দ, অধরে স্মিত হাসি। তিনি একটি হাত শূন্যে তুলে বললেন, 'কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।'

সম্রাজ্ঞীর বুক থেকে যেন কিছুটা ভার নেমে গেল। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বলে মনে হল নাগরিকবৃন্দের। তারা তথাগতর জয়ধ্বনি দিল। উপগুপ্ত এবার ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। সম্রাজ্ঞী তখন ফিরে গেছেন

www.BanglaBook.org

রথে। যাত্রা শুরুর আগেই তিনি মিলিয়ে গেলেন অট্টালিকার আড়ালে। পাটলিপুত্রের আকাশে বাতাসে তখন ধ্বনিত হচ্ছে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, একই প্রার্থনা দুতিয়ম্পি এবং ততিয়ম্পি ধ্বনিত হল। সম্রাট ধর্মযাত্রায় বের হলেন।

সেই উজ্জ্বল প্রভাতে সিংহাসনে আসীনা সম্রাজ্ঞী। তিনি জানেন মাত্র তিরিশ দিন তার সম্বল। এখন রাজসভায় অনেকেই অনুপস্থিত। সম্রাজ্ঞী মন্ত্রী খল্লাতককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই সভায় যাঁরা উপস্থিত নেই তাঁরা কি সম্রাটের সঙ্গী হয়েছেন ?'

খল্লাতক অত্যন্ত বিভ্রান্ত। গতকাল সম্রাটের ঘোষণা শোনার পর সে বারংবার চেষ্টা করেছিল সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর সময় হয়নি। নিজে মন্ত্রী হয়েও সে জানত না সম্রাট এইরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন। তার মনে পড়েছিল, সম্রাজ্ঞী বারংবার তার ওপর আস্থা রাখতে বলেছিলেন। এখন বোঝা যাচ্ছে, এই রমণী অনেক আগে থেকেই নিশ্চিন্ত ছিল সম্রাট তাকেই ক্ষমতা দেবেন। সে বীতশোককে বুঝিয়েছে, যে রমণীর স্বভাব সাপের মত খল তার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

খল্লাতক জবাব দিল, 'মহারানীর অনুমান অভ্রান্ত।'

সম্রাজ্ঞী প্রশ্ন করলেন, 'সভার সভ্যরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হবেন কারণ সম্রাট ওই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। যদিও তিনি সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলে থাকেন তবু এই সভায় তার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি না। অনুপস্থিত সদস্যদের জায়গায় অন্য ধর্মের বিচক্ষণ কর্মীদের নির্বাচিত করা হবে। তাঁরা দেখবেন যাতে এই সাম্রাজ্যের কোন নাগরিক নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মনে না করেন।' খল্লাতক অবাক হয়ে গেল। মহারানী এমন একটা জায়গায় আঘাত করছেন যা কল্পনার বাইরে। এখন সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রধান পদেই বৌদ্ধরা আসীন। এই পটপরিবর্তন অসন্তোষ সৃষ্টি করবেই। কিন্তু সে নীরব রইল, ইঙ্গিতে বোঝাল যে মহারানীর আদেশ শিরোধার্য।

সম্রাজ্ঞী এবার রাজস্ববিষয়ক মন্ত্রী হত্থারহপুত্তকে প্রশ্ন করলেন, 'রাজকোষের অবস্থা কেমন ?'

হত্থারহপুত্ত বললেন, 'মহামান্যা সম্রাজ্ঞী। সম্রাটের উদার অর্থনীতির কারণে এখন যত্র আয় তত্র ব্যয় হচ্ছে। সম্রাট ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন যে কোন প্রজার ওপর অতিরিক্ত কর চাপানো হবে না বা বকেয়া রাজস্ব আদায় করার জন্যে কোন চাপ সৃষ্টি চলবে না। তথাগতর প্রতি প্রজারা অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও, বলতে দ্বিধা

www.BanglaBook.org

নেই, সুযোগ পেলেই সবাই তার সদ্ব্যবহার করে চলেছে। কিন্তু মহামতি সম্রাটের দানহিতকর কাজের জন্য এখন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। ফলে রাজকোষ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। সম্রাজ্ঞী হাসলেন, 'বকেয়া করের কথা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। সম্রাট যা ভাল বোঝেন করবেন। কিন্তু আপনি অবিলম্বে বর্তমানের দেয় কর আদায় করুন। রাজা রাজ্য চালাবেন রাজকরের ওপর নির্ভর করে। তাঁর রাজত্বে শান্তিতে এবং নিরাপদে থাকতে হলে প্রজাদের সেই কর অবশ্যই দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ক্ষমা নেই। ধর্মীয় দানধ্যান এখন বন্ধ থাকবে। আমি দ্বিতীয়বার একই বাক্য উচ্চারণ করতে পছন্দ করি না।'

হথারহপুত্ত অবাক হলেন। তিনি শুনেছেন সম্রাজ্ঞী একজন অতি সাধারণ পরামানিককন্যা। কিন্তু যে ভঙ্গী এবং ভাষায় এই প্রিয়দর্শিনী কথা বলছেন তাতে তাকে অত্যন্ত শিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী না ভাবার কোন কারণ নেই। একজন মহিলাকে সম্রাট তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন বলে অন্যান্যদের মত তিনিও বিরক্ত। বৌদ্ধ হিসেবে সম্রাজ্ঞীর একটু আগের ঘোষণা তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছে। কিন্তু মহিলা যে তেজোময়ী তাতে সন্দেহ নেই। বুদ্ধের অনুরাগী হিসেবে সম্রাটের রাজস্বচিন্তা সমর্থন করা এক জিনিস আর রাজস্বমন্ত্রী হিসেবে তাকে বাস্তবায়িত করা অন্য ব্যাপার। অবশ্যই দ্বিতীয়টি পালন করতে এখন তার পক্ষে অনেক সহজ হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে অভ্যাসে অভ্যস্ত তার ব্যতিক্রম হলেই রাজ্যে বিক্ষোভ দেখা দেবে। হথারহপুত্ত সবিনয়ে সেই আশংকার কথা নিবেদন করলেন।

সম্রাজ্ঞীর চোয়াল শক্ত হল। তিনি দৃঢ়গলায় বললেন, 'আমি কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করব না। বিক্ষোভকারীদের জন্যে আমি পুষ্পশয্যা নিবেদন করব না। আপনাকে যা নির্দেশ দিলাম সেই মত কাজ করবেন। আর হ্যাঁ, দুশ্চিন্তা যদি আপনাদের মনকে বিব্রত করে তা হলে পদত্যাগ করুন।' এতটা আশা করেননি মন্ত্রী হথারহপুত্ত। ম্লানমুখে তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

সম্রাজ্ঞীর দৃষ্টি এবার বীতশোকের ওপর পড়ল। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে বেশ হতভম্ব। সুন্দরী রমণী যে প্রয়োজনে এতটা কঠোর হতে পারে তা বোধ হয় তার চিন্তার বাইরে ছিল। বীতশোকের মুখে হাসি ছিল না। সম্রাজ্ঞী তাকে উপেক্ষা করলেন। তিনি খল্লাতককে প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের সৈন্যবাহিনীর বর্তমান অবস্থা কি রকম, আমি বিশদ জানতে চাই।'

খল্লাতক খুশী হল। সে এইরকম প্রশ্নের জন্যেই অপেক্ষা করছিল যার উত্তর দেওয়ার সময় মনের জ্বালাটা বোঝানো যায়। সে বলল, 'দীর্ঘদিন রোদ-জলে পড়ে থাকলে পেটা লোহাতে কলঙ্ক জাগে। সৈন্যদের কাজ হল যুদ্ধ করা, অস্ত্রের

www.BanglaBook.org

ব্যবহার করা। কিন্তু মহারানী নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে সম্রাট তাঁর ধর্মবিশ্বাসের জন্যে যুদ্ধবিগ্রহ পছন্দ করেন না। এই সময়ে দেশে কোন বিপ্লবও হয়নি যে সৈন্যরা তা দমন করতে সক্রিয় হত। ফলে অত্যন্ত অলস জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তারা। শুনেছি গোদাবরীর অপর পারের রাজ্যগুলোর একটি চলতি রসিকতা আছে আমাদের সৈন্যদের সম্পর্কে!'

সম্রাজ্ঞীর কপালে আঁচড় পড়ল, 'রসিকতা?'

খল্লাতক মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। তারা বলে আমাদের সৈন্যরা শেকড়ছাড়া বটগাছ। হাওয়া বইলেই সর্বনাশ।'

সম্রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিও কি তাই মনে করেন খল্লাতক?'

খল্লাতক বলল, 'অনেকটাই সত্য কিন্তু এখনও চেষ্টা করলে তাদের উপযুক্ত করা যেতে পারে। কথায় আছে সাঁতার একবার শিখলে ভোলা শক্ত।'

সম্রাজ্ঞী বললেন, 'ঠিক আছে। আমি এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত আপনাকে আজই জানাবো। আপনি সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করুন। আমাদের সেনাধ্যক্ষ কিরকম যোগ্য?'

খল্লাতক হাসল, 'যোগ্য ছিলেন। তবে তথাগতর শরণ নেওয়ার পর—। মানে ওরও যুদ্ধবিগ্রহে আর তেমন মতি নেই, যদিও পারিশ্রমিক নিয়ে যাচ্ছেন।' সম্রাজ্ঞী কঠোর হলেন। তাঁর চোয়াল শক্ত, চোখ স্থির। এই সময় বীতশোক উঠে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ থেকে সে কিছু বলতে চাইছিল। মহারানী তার দিকে লক্ষ্য করলেনই না। আচমকা তিনি উঠে দাঁড়ালেন সিংহাসন ছেড়ে। তারপর মর্যাদাপূর্ণ পদক্ষেপে সভা ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন।

খুব দ্রুত গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। মহারানী সিংহাসনে বসেই বৌদ্ধদের ধর্মবিশ্বাসে হাত দিয়েছেন। মহারানী রাজ্যের উচ্চপদ থেকে বৌদ্ধদের বিতাড়িত করতে চান। তাদের মনে পড়ল মহারানী কখনই সম্রাটের সঙ্গে সদ্ভাব রাখেননি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি। অতএব নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বোধ করে রাতারাতি দেশে মহারানীর বিরুদ্ধে একটা কটু আবহাওয়া তৈরী হয়ে গেল। এর ওপর রাজস্ববাবদ মহারানীর নতুন নির্দেশ সাধারণ মানুষকে উত্তপ্ত করতে যথেষ্ট সাহায্য করল। বৌদ্ধরা সেই সুযোগকেও কাজে লাগাতে চাইল। এরপরে উত্তেজনা বাড়ল সৈন্যবাহিনীতে। তারা এতদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকায় আরামপ্রিয় এবং অলস হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধের নামগান করেই সমস্ত শারীরিক পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় এই রকম একটা ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল। তারা খল্লাতককে খুব পছন্দ করত না। বরং

www.BanglaBook.org

তাদের সেনাধ্যক্ষের মত একটা নিশ্চিত জীবনে আবদ্ধ থেকে দিন কাটিয়ে দিতেই চাইছিল। এখন আবার অস্ত্রে শান দেওয়ার আদেশ তাদের বিরক্ত করে তুলল। কিন্তু কেউই স্টে করে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছিল না। প্রাসাদেও খবর পৌঁছেছিল। সুপ্পবাসা সেই কথাই বলল তিষ্যাকে। সব শুনে তিষ্যা মৃদু হাসল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ রে, সিংহাসনে বসলে আমাকে কেমন দেখায় রে?'

'রাজেন্দ্রাণীর মত।' সুপ্পবাসা আর কোন উপমা খুঁজে পাচ্ছিল না।

তিষ্যা সুপ্পবাসার মুখের দিকে তাকাল। তারপর শক্ত গলায় বলল, 'শোন্, এই শব্দটা তুই কখনও আমার সামনে উচ্চারণ করিস না। আমি কোন রাজার পরিচয়ে পরিচিতা নই। মেয়েরা কি শুধুই পুরুষদের বিলাসের সামগ্রী?'

সুপ্পবাসা ইদানীং খুবই অবাক হচ্ছিল। সিংহাসনের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সে যেন মহারানীকে আর চিনতে পারছিল না। রাতারাতি একটা মানুষ এমন পাল্টে যেতে পারে তার ধারণায় ছিল না। সে নিচু গলায় বলল, 'আমি না বুঝে বলেছি মহারানী।'

তিষ্যা হাসল, 'খল্লাতককে অনুমতিপত্র দিয়ে এসেছিস?'

সুপ্পবাসা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।'

তিষ্যা মাথা নাড়ল, 'আমার সাক্ষাৎ! লোকটা যত তাড়াতাড়ি এই নগর থেকে বিদায় নেয় তত মঙ্গল। গোদাবরীর ওপারে মরুক গিয়ে যুদ্ধ করে।' তারপর স্বর পালটে জিজ্ঞাসা করল, 'সম্রাট এখন কোথায়?'

'লুম্বিনীতে। সম্রাট সেই স্থান দর্শন করেছেন। সেখানে স্তম্ভ নির্মাণ করে খোদাই করা হচ্ছে অনুশাসনলিপি।'

'তোর লোক ঠিকঠাক খবর পাঠাচ্ছে তো?'

'হ্যাঁ মহারানী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন এ ব্যাপারে।'

'বেশ। তুই এবার রাজকুমারকে খবর দে। বলবি মহারানীর আদেশ।'

সুপ্পবাসা হঠাৎ এইরকম কথা আশা করেনি। সে চকিতে মুখ তুলল। তার অধরে হাসি দেখা দিল। সেই সময় তিষ্যা বলল, 'আর হ্যাঁ, মহানামের সঙ্গে তোর কি প্রায়ই দেখা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' ত্রস্ত হয়ে উঠল সুপ্পবাসা, তারপর বলল, 'আমি এখনই রাজকুমারের কাছে যাচ্ছি মহারানী।'

সুপ্পবাসা অদৃশ্য হলে তিষ্যার ইচ্ছে হল সজোরে হাসতে। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়। মহারানী যখন রাজ্যের অধিশ্বরী তখন তাকে অনেকগুলো নিয়ম মানতেই হয়। তার মধ্যে একটা নিজেকে প্রকাশিত না করা। সুপ্পবাসা মহানামের সঙ্গে প্রণয় করছে। আহা, কি সহজে সবাই সবাইকে পেয়ে যায়।

www.BanglaBook.org

শুধু তাকেই চিরকাল তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করে থাকতে হবে ? কতকাল ? না, আর সময় নষ্ট করার মত সময় তার হাতে নেই। সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের আগেই যা করার করতে হবে। তিষ্যা উঠল। ইদানীং, শরীরটা বেশ ভারী লাগে। সে ধীর পায়ে মুকুরের সামনে দাঁড়াল। আহ, কি সুন্দর ! এখন তার বক্ষদেশ এবং নিতম্ব যেন আরও ভরাট, ত্বকে মিহিন পালিশ। বর্ষায় ভরা নদীও তাকে ঈর্ষা করবে দেখতে পেলে। তিষ্যা কেশ বন্ধন মুক্ত করল। যেন অজস্র কালকেউটে কিলবিল করছে পিঠ থেকে নিতম্ব ছাড়িয়ে। আষাঢ়ের সমস্ত আকাশটাই যেন চুরি হয়ে গেছে।

সোনার প্রদীপে আলো জ্বলছে। বিশেষ কিংবা সাধারণ অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষ নয়— তিষ্যা বিশেষভাবে সজ্জিত করেছিল এই নির্জন কক্ষটিকে। দক্ষিণের আকাশ থেকে বয়ে আসা মৃদুমন্দ বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছিল আলোর শিখাকে। সমস্ত কক্ষে মৃগনাভির মদির সুরভি আর অজস্র ফুলের সমারোহ। কক্ষটির দেওয়ালের পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে মুকুর। যেদিকে তাকাও সেই মুকুরে ফুটে উঠবে ফুল আর নিজের প্রতিবিম্ব। এক হয়ে যাবে চার।

সুপ্রবাসা রাজকুমারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সেই কক্ষের দ্বারে। তারপর সসম্ভ্রমে বলল, 'মহারানী আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছেন।' মহারানী ডেকেছেন শুনেই বিষণ্ণবোধ করেছিল রাজকুমার। অতীতের দুটি ঘটনার স্মৃতি তাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। বস্তুত সে কেবল তথাগতের কাছেই প্রার্থনা করেছিল যাতে মহারানীর মনে শান্তি আসে, হৃদয় পবিত্র হয়। অনেকবার মনে হয়েছে অন্তত উপগুপ্তের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করে। কিন্তু কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো তার রুচিতে বাধে। আজ আদেশ পাওয়ার পর তার মনে হয়েছিল এখানে আসাটা সঙ্গত হবে কিনা। কিন্তু পর মুহূর্তেই চিন্তাটা বাতিল করেছিল। মহারানী এখন সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্ত্রী। তার আদেশ অমান্য করার অর্থই হল বিদ্রোহ করা। তাই তাকে আসতে হল এখানে।

কক্ষে প্রবেশ করেই রাজকুমারের মনে হল যেন অচেনা কোন সুরলোকে সে প্রবেশ করেছে। এই স্বপ্নালোক, এই নন্দিত সুরভি এবং মুকুরে নিজের প্রতিফলন ছাপিয়ে মনে হল স্বয়ং দেবী তার সম্মুখে আসীন।

তিষ্যা তার ডান হাত আলস্যভরে সামনে তুলতেই মুকুরের তিষ্যারা হাত তুলল, 'এসো রাজকুমার। আমি তোমারই অপেক্ষায় বসে আছি।'

কথাটা বলতে পেরে তিষ্যার খুব আরাম লাগল। এইভাবে যদি সবসময় মনের কথা বলা যেত ! সে দেখল রাজকুমার উদভ্রান্তের মত তাকে দেখছে।

www.BanglaBook.org

চকিতে তার স্মৃতি টেনে নিয়ে এল সেই তরুণকে ! অবিকল, অবিকল । তিষ্যার বুকের ভেতরে ভূমিকম্প শুরু হল ।

'আদেশ করুন ।'

'আঃ, আমার সঙ্গে তুমি কেবলই ওই ভাষায় কেন কথা বল! বসো, আমার কাছে এসে বসো । কেমন লাগছে এই কক্ষটিকে ?' তিষ্যা হাসল ।

'চমৎকার । তবে এইরকম বিলাসে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই ।'

'বিলাস ! হৃদয়কে আনন্দ দান করা কি অপরাধ ?'

'আনন্দ মানুষ নিজের রুচি মতন পেয়ে থাকে মহারানী । যে ব্যসনে আসক্ত সে কি করে বুঝবে তথাগতর নাম উচ্চারণে কি আনন্দ !'

'তুমি আমার সঙ্গে কেবলই তর্ক কর কুমার । আমাকে মিষ্ট কথা বলতে কি তোমার একটুও ইচ্ছে হয় না ? আমার মুখের দিকে একবার তাকাও ।'

'মহারানীর আদেশ আমার শোনা হয়নি এখনও ।'

তিষ্যার বুক থেকে একটা বাতাস ছিটকে এল । সে অধর দংশন করল । তারপর শক্ত স্বরে বলল, 'এখন এই রাজ্যে আমার কথাই আইন । কারও ক্ষমতা নেই, আমাকে অমান্য করে । আমি তোমাকে কামনা করছি এতকাল । আমি চাই তুমি আমাকে গ্রহণ করো ।'

'ছিঃ ।' দু'কান আবৃত করল করতলে রাজকুমার,'কখনও এই কথা উচ্চারণ করবেন না মহারানী । জননীর মুখে এমন বাক্য শোনা মহাপাপ ।'

চিৎকার করে উঠল তিষ্যা, 'নাঃ ! আমি পাপপুণ্য মানি না । আমি জানি তুমি আমার বুকে মাথা না রাখলে সমস্ত ঈশ্বর মিথ্যে হয়ে যাবে । কারণ তুমি আমার একমাত্র আরাধ্য ।'

রাজকুমার দেখল মহারানী তার দিকে এগিয়ে আসছে । সে ত্রস্তে সরে দাঁড়াল । তারপর কাতর গলায় বলল, 'জননী, আমাকে কেন অযথা ক্লেশ দিচ্ছেন । আমি তথাগতর আশ্রিত, একজন সাধারণ সেবক । প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে মুক্তি দিন ।'

'প্রার্থনা করছ ?' তিষ্যা থমকে দাঁড়াল, 'তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করছ ? সেকি ! তুমি তো শুধু তথাগতর কাছেই প্রার্থনা কর বলে জানতাম ।'

রাজকুমার চোখ বন্ধ করল । একথার কোন জবাব দিল না ।

তিষ্যা হাসল, 'কুমার, তাকিয়ে দ্যাখো আমাকে । আমার মত সুন্দরী এই সাম্রাজ্যে নেই । কোন নারীর শরীরে এমন চুম্বক পাবে না । পৃথিবীতে আমার মত হৃদয় একটিও খুঁজে পাবে না যা আমার প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে আছে । কুমার, লজ্জা করো না । আজ এই রাত্রে তুমি আমায় গ্রহণ করে তৃপ্ত হও, তৃপ্তি

www.BanglaBook.org

দাও। তারপর তিনদিনের মধ্যে সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ এখানে পৌঁছাবে। সেক্ষেত্রে আর কোন বাধা থাকবে না। তুমি হবে সম্রাট আমি সম্রাজ্ঞী।'

'সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ ?' চমকে উঠল রাজকুমার।

'হ্যাঁ। তুমি সম্মত হলেই আমার পাঠানো ধর্মযাত্রার শরিক গোপন ঘাতক তার কাজ শেষ করবে। কেউ জানতেও পারবে না।'

'আপনি পিতাকে হত্যা করাবেন ?' বিস্ময় বাড়ছিল রাজকুমারের।

'শুধু তোমায় পাব বলে। আমরা বিবাহিত এবং সুখী হব বলে।'

রাজকুমারের মাথা নিচু হল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যে অসুস্থ মানুষটিকে আপনি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে শুধু আনেননি, তাকে প্রাণপাত করে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তুলেছিলেন, তাকেই হত্যা করার কথা ভাবছেন ? তখন পিতার কিছু ঘটলে কেউ আপনাকে দায়ী করতে পারত না।'

তিষ্যা বলল, 'এই সামান্য ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারলে না রাজকুমার। সম্রাট যখন মৃত্যুমুখে তখন আমি ছিলাম তাঁর সেবিকা। সেইসময় তিনি চলে গেলে এই সিংহাসন নিয়ে গোলযোগ শুরু হয়ে যেত। তাতে আমার তো কোন লাভ হত না।'

রাজকুমার বলল, 'এখন আপনার—'

'লাভ হয়েছে। এই বিশাল সাম্রাজ্য এখন আমার অধীনে।'

'অবশ্যই। কিন্তু তিরিশ দিনের মধ্যে দুদিন ইতিমধ্যে চলে গেছে। আপনি নির্দিষ্ট সময়ের পর এই ক্ষমতায় থাকবেন না।'

'জানি। নির্দিষ্ট সময়ের পর আমরা কেউ ক্ষমতায় থাকি না। তোমার পিতাও থাকবেন না। সেই সময়টি নির্দিষ্ট করেন বিধাতা। আমরা তার মধ্যেই যা করার করে নিই। তাই আমাকে এই কয়দিনেই আমার কাম্য পেতে হবে। মহারানী হিসেবে যদি আমি তোমাকে নির্দেশ দিই এই মুহূর্তে আমাকে গ্রহণ করে পত্নীর মর্যাদা দাও তাহলে তুমি কি তা দিতে বাধ্য নও ?'

'মাতা, আপনি আমাকেই শুধু আঘাত করছেন না, নিজেকেও অপবিত্র করছেন।'

'অপবিত্র ? আমি ? হ্যাঁ, কেউ যদি আমাকে অপবিত্র করে থাকে তাহলে সেটা হয়েছিল তিরিশ বৎসর আগে। না, হয়তো আরও কিছু সময় বেড়েছে। সেই অপবিত্র শরীরটাকে, হৃদয়টাকে পবিত্র করতে পার তুমি।'

'জননী, আপনি উন্মাদিনীর মত আচরণ করছেন।'

'উন্মাদিনী ! কুমার, তিরিশ বছর আগে যে তরুণটিকে আমি শেষবার দেখেছিলাম সে তো আমার কাছে বয়স্ক হয়নি। আমার শরীর মন পূর্ণতা

www.BanglaBook.org

পেয়েছে কিন্তু সে আমার কাছে একই চেহারায় থেকে গেছে। সেই তরুণ যে অবিকল তুমি। এ যদি উন্মাদিনীর আচরণ হয় তাহলে পৃথিবীর যে মানুষ প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পাবে সেই উন্মাদ হবে। সমাজ সংস্কার সময়ের শিকড় যার থাকে না সেই তো উন্মাদিনী। আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই তোমার প্রেমে উন্মাদিনী হতে। এসো কুমার, আমার কাছে এসো। এই সযত্নে রক্ষিত বুকে তোমার মাথা রেখে একবার নিঃশ্বাস ফেল। আমার দীর্ঘকালের নির্জলা মরুভূমিতে বর্ষণ হোক।'

রাজকুমারের দুটি হাত প্রসারিত, যুক্ত করে বলল, 'মাতা, এসব বাক্য আর শ্রবণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তথাগতর আশ্রিত। এই রাজ্য, সিংহাসন বা কোন নারী আমার কাছে একবিন্দু লোভনীয় নয়। তাছাড়া, মাতা পিতার লীলাসঙ্গিনী শুধু নয়, পুত্রের ঈশ্বরী। আপনার হৃদয়তাপ দূর করতে পারেন পিতা। সন্তান হিসেবে আমি তথাগতর কাছে প্রার্থনা করতে পারি আপনার হৃদয় যেন তিনি শান্ত করেন।'

কথাগুলো বলে রাজকুমার যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। সে যখন দ্বারে পৌঁছেছে তখন তিষ্যা সর্পিণীর মত নিঃশ্বাস ফেলে ডাকল, 'দাঁড়াও।'

রাজকুমার স্থির হল কিন্তু পিছন ফিরল না।

তিষ্যা ফণা তুলল যেন, 'তুমি চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' রাজকুমার বাতায়নের দিকে তাকাল, 'এবং আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ আর আমাকে এমন অপ্রয়োজনে ডেকে আনবেন না। তথাগত আপনার মঙ্গল করুন।'

'চমৎকার! একজন বলে গেলেন কল্যাণ হোক, তুমি বলছ মঙ্গলের কথা। আমার এসবের কোন প্রয়োজন নেই। কুমার তুমি চলে যেও না। তুমি কি জানো না প্রত্যাখ্যাতা নারী আহত বাঘিনীর চেয়েও হিংস্র হয়। তুমি কি জানো না প্রতিহিংসা যখন কোন রমণীকে অধিকার করে তখন সে উত্তেজিতা সর্পিণীর চেয়েও নিষ্ঠুরা হয়? আমার ভয় হচ্ছে কুমার, আমি হয়তো নিজেকে স্থির রাখতে পারব না। তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি যেও না।' কেঁদে ফেলল তিষ্যা। তার সমস্ত শরীরে কম্পন এল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল।

রাজকুমার মনে মনে ত্রিশরণ করল। তার অধর থেকে বেরিয়ে এল সেই অমৃত বাক্য, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধম্মং শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি।' ধীর পায়ে সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল সে। তার মনে হচ্ছিল এবার অবগাহন দরকার।

আজ পাটলিপুত্রের জনগণ সম্রাজ্ঞী কর্তৃক আমন্ত্রিত। তিনি তাদের সঙ্গে

www.BanglaBook.org

পরিচিত হতে চান। বিশেষত বালিকা কিশোরী তরুণী এবং বৃদ্ধাদের সঙ্গে। সংবাদ শ্রবণমাত্র দলে দলে মানুষ,যাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশী,উপস্থিত হয়েছে উদ্যানে। তাদের আগ্রহের কারণ আছে। এই প্রথম কোন রমণী এতবড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হয়েছে। মহারানীর বিরুদ্ধে যতই চাপা অসন্তোষ সৃষ্ট হোক না কেন,নারী হিসেবে তারা মনে মনে বিশেষ গর্ব অনুভব করছে। পুরুষরাও এসেছে। তাদের আসার কারণ কৌতূহল। মহারানী সুন্দরী, অপার যৌবনবতী। কিন্তু তিনি শাসিকা হিসেবে কতটা উপযুক্ত তা দেখতে চাওয়ার আগ্রহ ছিল তাদের।

তখন অপরাহ্ণ। সূর্যের প্রখরতা হ্রাস পেয়েছে কিন্তু অতীব মায়াবী আলো নেমেছে উদ্যানে। সুন্দর মঞ্চে সম্রাজ্ঞী যেখানে আসীন সেখানে সেই আলো যেন আরও মোহিনী মায়া ছড়িয়েছিল। শান্ত জনতার সামনে তিষ্যা উঠে দাঁড়াল, 'হে আমার প্রিয় নাগরিকবৃন্দ, আমার ভগিনীগণ, সম্রাটকে আমি যে সামান্য সেবা করেছিলাম তার বিনিময়ে তিনি আমাকে তিরিশ দিনের জন্যে এই বিরাট গুরুভার অর্পণ করেছেন। তিনি মহৎ কিন্তু আমি তো সামান্যা নারী।'

সঙ্গে সঙ্গে জনতা গুনগুনিয়ে সপ্রশংস বাক্য উচ্চারণ করল। সম্রাজ্ঞী তাদের শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, 'আমি চাই মানুষের মঙ্গল হোক। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে প্রচার করা হচ্ছে আমি বৌদ্ধদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করছি। আমি রাজকর আদায়ের নামে শোষণ করছি। লক্ষ্য করবেন এই সব প্রচার যারা করছেন তারা পুরুষ। যে পুরুষরা চিরকাল আমাদের দাসী করে রেখেছে। যারা মনে করে রমণী হল তাদের দেহের ক্ষুধা মেটাবার খেলনামাত্র। হে আমার ভগিনীগণ, আপনারা স্মরণ করুন, আপনাদের পরিবারের পুরুষরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে তার সামান্য অংশ আপনাদের দিতে তারা উদার কিনা।

'দুঃখের কথা, পরিতাপের কথা, স্বয়ং তথাগত আমাদের বিশ্বাস করেননি। আমাদের মর্যাদা দেননি। গৃহপতিদের প্রতি তাঁর উপদেশমালায় তিনি বলেছেন, "দান করো, এমনকি প্রয়োজনে নিজের পত্নীকেও।" তার অর্থ পত্নী একটি সামগ্রী। আপনারা নিশ্চয়ই সেই কাহিনী জানেন। তথাগত যখন কপিলাবস্তু নগরের নিগ্রোধ আরামে বিশ্রাম করছিলেন তখন তাঁর বিমাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী মেয়েদের তাঁর সংঘে প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্যে আবেদন করেন। তথাগত সেই আবেদনে কান দেননি। তিনি বলেছিলেন, "নারীদের সংঘে স্থান দেওয়া সমীচীন হবে না। তাতে সদ্ধর্মের অন্তরায় হবে, কলুষিত হবে সংঘ।" তিনি একথাও বলেছিলেন, "নারীবিহীন সংঘ হাজার বৎসর সুসংগঠিত থাকবে কিন্তু তাদের অনুপ্রবেশে সংঘের আয়ুষ্কাল হবে পাঁচশত বৎসর।" এই বাক্য কি

www.BanglaBook.org

নারীজাতির প্রতি চূড়ান্ত অপমান নয় ? ভগবান যদি এইরকম আচরণ করেন তাহলে সাধারণ মানুষ আমাদের সম্মান দেবে কেন ? অবশেষে আনন্দের আকৃতিতে এবং মুণ্ডিত মস্তক প্রজাবতী গৌতমীকে দেখে বৈশালী নগরের মহাবন-কুটাগার-শালায় তথাগত আমাদের সংঘে প্রবেশ করতে অনুমতি দেন। কিন্তু কোন কোন শর্তে সেই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ? একশ বৎসর উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষুণীকেও মাত্র একদিনের ভিক্ষুকে সম্মান দেখাতে হবে। যেখানে কোন ভিক্ষু নেই, সেখানে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করতে পারবে না। বর্ষার পর প্রবারণা পালনের বিষয় ভিক্ষুসঙ্ঘের কাছে ভিক্ষুণীকে প্রকাশ করতে হবে। ভিক্ষুণী কখনই কোন ভিক্ষুর নিন্দা করতে পারবে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিতে পারবে কিন্তু কখনও ভিক্ষুণীদের সেই অধিকার থাকবে না। পুরুষশাসিত সমাজের প্রকৃত চেহারা এই উপদেশগুলোয় পাওয়া যাচ্ছে।

'আমি তথাগতর ধর্ম এবং মতকে শ্রদ্ধা করি। ব্রাহ্মণরা মানুষকে মানুষ বলে মনে করতেন না। তথাগত শূদ্রকেও মানুষের সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু নারীকে দিয়েছেন পিছনের আসন। তাদের শিক্ষিতা করার চেষ্টা করেননি। আর তাই এই সময় আমরা কেবলই ব্যবহৃত হই। আমি পুরুষদের প্রতি বিরূপ নই কিন্তু তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,নারী কেবল ভোগ্যবস্তু নয়, সম্মানেরও পাত্রী।'

এইসময় অজস্র করতালিতে মুখর হল উদ্যান। জয়ধ্বনি উঠল সম্রাজ্ঞীর। তিষ্যা লক্ষ্য করল পুরুষরা একে একে উদ্যান ত্যাগ করে চলে গেলেও নারীরা খুবই অনুপ্রাণিত। সে আবার বলা শুরু করল, 'আমি ধর্মাধর্ম জানি না। আমি যোগ্য মানুষকে যোগ্য জায়গায় বসাতে চাই। প্রয়োজনবোধে মহিলাদেরও আমি প্রশাসনে আনতে চাই। সংসার চালাতে গেলে অর্থ প্রয়োজন। রাজ্যশাসন করতে গেলে রাজস্ব দরকার। আমি কারো চোখ রাঙানিতে ভীত নই। সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যে যা করা দরকার তা করতে কখনই কুণ্ঠিত হব না।'

সেদিন যেন রাজধানীর মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। পুরুষরা দাঁতে দাঁত চাপল এবং মহিলারা উল্লসিত হল। এই প্রথম তাদের কথা কেউ মনের মত করে বলল। গৃহে গৃহে বিবাদ শুরু হল। তিষ্যার কানে সেই সংবাদ প্রবেশ করলে সে তৃপ্তির হাসি হাসল। সে জানে এই সংবাদ সম্রাটের কাছেও পৌঁছাবে। কিন্তু তিরিশ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সেই বৃদ্ধের করণীয় কিছু নেই।

খল্লাতক যুদ্ধের জন্যে সবরকম আয়োজন প্রায় প্রস্তুত করে ফেলেছেন।

www.BanglaBook.org

দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা তার পূর্ণ হতে চলেছে। সৈন্যদের নিয়ে সে মোটেই চিন্তিত নয়। কারণ সে জানে যুদ্ধ হল নেশার মতন। একবার রক্তপাত শুরু হলে সৈন্যরা আর পিছু তাকাবে না। গোদাবরীর অপর প্রান্ত অধিকৃত হলে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবে সে। সম্রাটের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করতে তখন পায়ের তলায় মাটি থাকবে।

সম্রাজ্ঞী নির্দেশ দিয়েছেন খল্লাতক যেন তার সঙ্গে বীতশোককে নিয়ে যান। কারণ বীতশোক যেহেতু শিকারে পটু এবং এই তল্লাটের চাইতে গোদাবরীর অন্য পারে বেশী শিকার পাওয়ার সম্ভাবনা তখন সেখানে বীতাশোকের বেশী ভাল লাগবে। আদেশটি খল্লাতকের যেমন পছন্দ হয়নি তেমনি বীতশোকের ভাল লাগেনি। খল্লাতক বীতশোকের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষীকে তার সঙ্গে রাখতে চায় না। যতই হোক, লোকটা সম্রাটের ভ্রাতা। কখন বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার হদিশ পাবে না সে। তাছাড়া বীতশোক সঙ্গে থাকা মানে গোদাবরীর অপর ভূখণ্ডে সম্রাটের প্রতিনিধির পদক্ষেপ হওয়া। কিন্তু মহারানীর আদেশ কিভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায় তা সে ভেবে পাচ্ছিল না। সে স্থির করল পথে কৌশল করে বীতশোককে সরিয়ে দিতে হবে।

বীতশোক আশা করেছিল সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদ থেকে যে কোন দিন তার আহ্বান আসবে। সে সুদর্শন বলে গর্ব আছে। সম্রাজ্ঞীর মত সুন্দরী সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। ওই রকম রমণী একাকী হলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথচ সম্রাজ্ঞী তাকে এখন মোটেই আমল দিচ্ছেন না। পরবর্তী সম্রাটের প্রস্তাব দেওয়া দূরে থাক, তিনি আদেশ দিয়েছেন খল্লাতকের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায় যেতে। অলস জীবনে অভ্যস্ত সে, যুদ্ধযাত্রার কঠোর পরিশ্রমের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না।

এই সময় সংবাদ এল অচিরাবতী নদীর তীরে শ্রাবস্তী নগরের বৌদ্ধরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তারা নবীনা সম্রাজ্ঞীর ঘোষণা মেনে নিতে পারেনি। সম্রাটের কাছে আবেদন করেছিল দূত মারফত। সম্রাট জানিয়েছেন তিনটি দিন অতিক্রান্ত না হলে তিনি কোন আদেশ দিতে পারবেন না। তাছাড়া এই ধর্মযাত্রার সময়ে তিনি এইসব সমস্যা নিয়ে কোনরকম বিব্রত হতেও পছন্দ করছেন না।

শ্রাবস্তীর বৌদ্ধরা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং তাঁদের গর্ব ছিল এই কারণে যে তথাগত সেখানে পঁচিশটি বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন। তাঁর অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের অন্যতম শারিপুত্ত শ্রাবস্তীতে জেতবন নামে একটি বিহার তৈরী করেন। ওই বিহারে ভিক্ষুদের জন্যে ষাটটি বিরাট এবং ষাটটি ছোট কক্ষ ছিল। উদ্যান এবং জলাশয় ঘেরা এই বৌদ্ধবিহারটিকে দূর থেকে অরণ্য বলে মনে হত। জেতবন

www.BanglaBook.org

ছাড়া তথাগতর অন্যতম ভক্ত শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের পরমা সুন্দরী কন্যা, বিশাখার তৈরী পূর্বারাম বিহার এবং প্রসেনজিতের তৈরী রাজকারাম বিহার শ্রাবস্তীর সম্পদ ছিল। শ্রাবস্তী অত্যন্ত সুরক্ষিত স্থান। সম্রাট জেতবন বিহারের তোরণের দক্ষিণ দিকে প্রায় তিরিশ হাত উঁচু দুটি স্তম্ভ তৈরী করান যার উপরে ছিল চক্র এবং ষাঁড়।

নবীনা মহারানীর আদেশ অসহ্য মনে হল এখানকার বৌদ্ধদের। তারা স্থির করলেন এই তিরিশ দিন কোনরকম যোগাযোগ পাটলিপুত্রের সঙ্গে রাখবেন না। রাজস্ব দেবেন না এবং নিজস্ব শাসনব্যবস্থা প্রচলন করবেন। স্পষ্টতই এই ঘোষণা বিদ্রোহ ছাড়া কিছু নয়। এই বৌদ্ধভিক্ষুরা কিছুতেই একজন নারীকে তাঁদের দণ্ডমুণ্ডের অধিকারিণী হিসেবে চিন্তা করতে পারছিলেন না। তাছাড়া সম্রাজ্ঞী স্বয়ং তথাগতকে আক্রমণ করে যে ভাষণ দিয়েছেন সেটা তাঁরা অবগত হয়েছিলেন। তথাগত কখনও কোন মন্দ কিছু বলতে পারেন না। তিনি যা করেছিলেন বা বলেছিলেন তা জীবের মঙ্গলের জন্যেই। সম্রাজ্ঞী নিজের সুবিধে মত সেই উপদেশাবলীর ব্যাখ্যা করে ভগবানকে সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়ে আনার স্পর্ধা দেখিয়েছেন।

পাটলিপুত্রের মানুষ এতটা কল্পনা করেনি। খল্লাতক তখন সৈন্যদের প্রস্তুত করেছে। গোদাবরীর অন্য তীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার জন্যে সে অপেক্ষা করছে মহারানীর নির্দেশের জন্যে। শ্রাবস্তীর সংবাদ পেয়ে খল্লাতক ছুটে গেল মহারানীর কাছে। মহারানী সংবাদটি শুনেছিলেন পূর্বাহ্নেই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এটা একটা সূচনা মাত্র। ক্ষমতা এবং সুখভোগে যারা অভ্যস্ত তারা সামান্য ব্যত্যয় সহ্য করতে পারে না। এবং এদের প্রশ্রয় দিলে ক্রমশ বৈশালী, সাঁচী, তক্ষশীলা এবং সাংকাশ্য প্রমুখ জায়গায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বে। খুব দ্রুত উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়। আগুনের চেয়ে গতি তার বেশী। অতএব শ্রাবস্তীর বিদ্রোহীদের এখনই স্তব্ধ করা উচিত।

গোদাবরী নয়, হাতের কাছে শ্রাবস্তীতে গেলেই যুদ্ধের প্রথম আমেজ পাওয়া যাবে, তাই খল্লাতক উত্তেজিত হল। ওইখানে সৈন্যদের রক্তের স্বাদ পাইয়ে দিয়ে যাওয়া যাবে দক্ষিণে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী তার প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করে দিলেন, 'সেকি! আপনার মত বিচক্ষণ মন্ত্রী একি কথা বলছেন! সম্রাট কি খুশী হবেন বৌদ্ধদের দমন করলে?'

খল্লাতক অবাক। সে বলল, 'এখানে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ বড় কথা নয়। ওরা সিংহাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এই স্পর্ধার জবাব দেওয়া উচিত।'

সম্রাজ্ঞী হাসলেন, 'তা ঠিক। কিন্তু এই সামান্য বিদ্রোহ দমন করার জন্য

www.BanglaBook.org

একজন পরাক্রান্ত মন্ত্রীর যাওয়াটা দৃষ্টিকটু হবে না কি ?'

খল্লাতক বলল, 'আপনি যা ভাবছেন সেটা হয়তো সত্য নয়। যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের নিশ্চয়ই ভাল প্রস্তুতি থাকে। তাছাড়া ওইসব বিহারগুলো এক একটা দুর্গ বিশেষ। কুশলী না হলে তা অধিকার করা সম্ভব নয়।'

সম্রাজ্ঞী হাসলেন, 'তাই ?'

খল্লাতক বলল, 'হ্যাঁ সম্রাজ্ঞী। আপনি অনুমতি দিন যাতে আমি সৈন্য নিয়ে শ্রাবস্তীর বিদ্রোহ দমন করে গোদাবরীতে যেতে পারি।'

সম্রাজ্ঞী এবার সোজা হয়ে বসলেন, 'আপনার যাত্রা আগামী পূর্ণিমায়। কিন্তু একথা ঠিক শ্রাবস্তীর বিদ্রোহ দমন করা প্রয়োজন। আপনি রাজকুমারকে বলুন প্রস্তুত হতে। সে সৈন্য নিয়ে যাবে শ্রাবস্তীতে। বিদ্রোহ দমন করে পূর্ণিমার আগেই তাকে ফিরে আসতে হবে রাজধানীতে। আমি আদেশ-নামা পাঠাচ্ছি।'

চমকে উঠল খল্লাতক, 'একি কথা বলছেন সম্রাজ্ঞী! রাজকুমার কখনও অস্ত্র ধারণ করেননি। যুদ্ধবিদ্যা জানেন না। তিনি কি করে সৈন্যচালনা করবেন ? না, না, এ অসম্ভব।'

'অসম্ভব বলে কোন শব্দে আমি বিশ্বাস করি না। ওর শরীরে রাজরক্ত আছে যে রক্ত আগ্রাসী শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল একসময়। তেমন পরিস্থিতি হলে সেই গোপন বা সুপ্ত শক্তি নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে। রাজকুমারকে এই রাজাদেশ জানান। সে যদি অমান্য করে তাহলে আমি ব্যবস্থা নেব।'

'কিন্তু রাজকুমার তো ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ।'

'সেটাই তো আরও ভাল।' সম্রাজ্ঞী হাসলেন।

সমস্ত রাজধানীতে হাহাকার পড়ে গেল। সম্রাজ্ঞী তাদের প্রিয় সুদর্শন ধর্মপ্রাণ এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ রাজকুমারকে আদেশ দিয়েছেন শ্রাবস্তীতে যেতে। এই আদেশ শুধু তাকে অপমান করাই নয় হয়তো মৃত্যুর দিকেও পৌঁছে দেওয়া।

রাজকুমার লিখিত আদেশ হাতে পেয়ে মুহ্যমান হল। একি খেলা। সে কখনও চিন্তা করেনি যুদ্ধে যেতে হবে। যুদ্ধকে চিরকাল ঘৃণা করে এসেছে। লোভ মানুষকে হত্যা করার প্রবণতা দেয়। তথাগত তাকে শান্তির পথে চলতে শিখিয়েছেন। সে যদি দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে তাহলে সেটাই বিদ্রোহ বলে গণ্য হবে। তাছাড়া তথাগত বলেছেন জ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা অবশ্যই প্রয়োজন। সে স্থির করল শ্রাবস্তীতে যাবে।

সংবাদ শ্রবণমাত্র রাজবধূ কাঞ্চনমালা চেতনা হারাল। এই রাজধানীতে তো অনেক মানুষ ছিল। খল্লাতক ছাড়াও বীতশোক এই কাজের অত্যন্ত উপযুক্ত মানুষ। তাদের না ডেকে সম্রাজ্ঞী রাজকুমারকে কেন এই অবাঞ্ছিত দায়িত্ব

www.BanglaBook.org

দিলেন ? তাছাড়া শ্রাবস্তীর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছে রণকৌশল অবগত আছে। রাজা প্রসেনজিত অজাতশত্রুর কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রণকৌশল শিক্ষার জন্যে বিহারে ভিক্ষুদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এই অপরা বা নিকৃষ্ট বিদ্যা কোন কোন বিহারে প্রচলিত। শ্রাবস্তী যদি সেই বিদ্যায় শিক্ষিত হয় তাহলে রাজকুমারের প্রাণসংশয় হবেই।

কিন্তু রাজকুমার এতসব কথায় মন দিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল মহারানীর প্রাসাদে আমন্ত্রিত হয়ে সেইসব বাক্য শোনার চাইতে শ্রাবস্তীতে যাওয়া অনেক বেশি সুখদায়ক। তথাগতর ইচ্ছায় যদি মৃত্যু আসে সেটাকে মেনে নিতে তার কোন আপত্তি নেই।

অতএব পাটলিপুত্রের মানুষ ভগ্ন হৃদয়ে রাজকুমারকে সৈন্যসহ শ্রাবস্তীর দিকে যেতে দিতে বাধ্য হল। রাজকুমার সৈন্যদের সংযত আচরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি যে সৈন্যদের পেয়েছিলেন তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয় কিন্তু বিহার দখল করার পক্ষে যথেষ্ট। সশস্ত্র সৈন্যদের সামনে নিরস্ত্র রাজকুমার সেনাপতি হয়ে চলেছে—এই দৃশ্যটি অনেকের বেদনার কারণ হল। কেউ কেউ আশংকা করল এই যাত্রাই শেষযাত্রা। রাজকুমার আর ফিরে আসবে না, সম্রাজ্ঞী তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন। প্রজাদের ক্ষোভ বর্ধিত হল।

শ্রাবস্তীর বৌদ্ধরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। বিদ্রোহ ঘোষণা করার পর তাঁদের আশংকা ছিল সম্রাজ্ঞী নিশ্চয়ই খল্লাতককে আদেশ দেবেন দমন করার জন্যে। তিরশ্চান বিদ্যায় তাঁরা তেমন রপ্ত না হলেও দ্রুত শিক্ষাগ্রহণ করছিলেন। শুধু বিহার নয়, শ্রাবস্তী নগরকে সুরক্ষিত করার জন্যে তাঁরা সবরকম কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। নগরীর প্রাকারগুলি সুনির্মিত করে তাঁরা একটি অভেদ্য প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে ব্যস্ত ছিলেন। এইসময় সংবাদ এল, খল্লাতক নয়, মহারানীর প্রতিনিধি হয়ে তাঁদের দমন করতে আসছেন রাজকুমার।

তাঁরা ধিক্কার দিলেন। যে মানুষটি স্বয়ং উপগুপ্তের আশীর্বাদধন্য, যে তার ধর্মাচরণের জন্যে সমস্ত বৌদ্ধসমাজের শ্রদ্ধার পাত্র সে কি করে ধর্মের জন্যে নিবেদিত বৌদ্ধদের দমন করতে সৈন্যচালনা করে ? এতকালের শিক্ষা ম্লান হয়ে গেল ? বুদ্ধের বাণী তার স্মরণে রইল না ? ঈশ্বরের আশীর্বাদ যার ওপরে সে কিনা একজন সাধারণ সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হল ? তাঁরা ঠিক করলেন কোন কারণেই আত্মসমর্পণ করবেন না। তথাগতর মত হল, মানুষ সৎ বা অসৎ যে কর্মই করুক তাকে সেই কর্মের ফলভোগ করতে হবে। এই নিয়ম নিশ্চয়ই রাজকুমারের ওপরেও প্রযোজ্য।

ক্রমশ সৈন্যবাহিনীকে দেখা গেল। ধুলোর ঝড় উড়িয়ে তারা আসছে।

www.BanglaBook.org

প্রাকারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সন্ধানী সংবাদটি পরিবেশন করলে ভিক্ষুরা দেখলেন সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও অবহেলা করার নয়। তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল। নগরীর প্রাকারের বাইরে যে বিশাল শূন্য ভূখণ্ড তার অপরপ্রান্তে সৈন্যরা শিবির স্থাপন করেছে। তাদের গতিবিধি দেখা যাচ্ছে নগরীর প্রাকার থেকে। ভূখণ্ডের মধ্যসীমা অতিক্রম করলেই তাদের আক্রমণ করা হবে বলে স্থির করা হল।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। শ্রাবস্তী নগরীর নাগরিকরা স্তব্ধ। সর্বত্র কি হয় কি হয় ভাব। এই উৎকণ্ঠিত সময়ে ভিক্ষুরা যখন প্রস্তুত ঠিক তখন দেখা গেল ভূখণ্ডের অপরপ্রান্তের সৈন্যশিবির থেকে একাকী একটি মানুষ পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে। ভিক্ষুরা অবাক হলেন। কার এখন মতিভ্রম হল? নাকি রাজকুমার দূত পাঠাচ্ছেন কোন সন্দেশ দিয়ে। একটি মানুষ কখনই ভয়ের কারণ হয় না। ভিক্ষুরা অপেক্ষা করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু কোনক্রমেই সন্ধি নয়।

মানুষটি যখন ভূখণ্ডের মধ্যভাগ অতিক্রম করল তখন ভিক্ষুদের কণ্ঠ থেকে একটি শব্দ নির্গত হল। শব্দটি হতাশার, আশাভঙ্গের। এই আশা যে কোন যুদ্ধার্থীই করে থাকে। তারা দেখলেন স্বয়ং রাজকুমার তার সৈন্যবাহিনীকে শিবিরে রেখে এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত প্রশান্তি তার চলনে। অধর কাঁপছে।

রাজকুমার আরও নিকটবর্তী হলে তারা অবাক হয়ে শুনলেন পবিত্র মন্ত্র। রাজকুমার পদক্ষেপ করছেন মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে, 'ততিয়স্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ততিয়স্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি। ততিয়স্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি।'

সে এসে দাঁড়াল নগরের দ্বারে। তারপর নম্র গলায় বলল, 'আমি অতিথি, তথাগতর শরণাগত, দুয়ার খোল।'

ভিক্ষুরা এ ওর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁরা এইরকম কল্পনাও করেননি। তাঁরা হর্ষধ্বনি দিলেন। তথাগতর নামে জয়ধ্বনি উঠল। দ্বার খুলে তাঁরা পরম সমাদরে রাজকুমারকে নগরে বরণ করে নিলেন। নগরীর দ্বার আবার বন্ধ হল। সৈন্যরা রয়ে গেল শিবিরে। ভিক্ষুরা রাজকুমারকে তাঁদের বিভ্রান্তির কথা জানিয়ে অনুযোগ করলেন। রাজকুমার হাসল, 'আমি জ্ঞানত অস্ত্র ধারণ করতে পারি না। তবে মহারানীর আদেশে আমাকে আপনাদের কাছে আসতে হয়েছে। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, এই নগরীতে সৈন্যরা আমার নেতৃত্বে প্রবেশ করবে না। কিন্তু আর কিছুদিন পরেই যখন সম্রাট প্রত্যাবর্তন করবেন তখন আপনারা অধীর না হয়ে অপেক্ষা করতে পারতেন। তিনি এসে নিশ্চয়ই আপনাদের ক্ষোভ দূর করতেন।'

www.BanglaBook.org

ভিক্ষুরা জানালেন, তাঁরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন মাত্র। তবে রাজকুমারকে পেয়ে তাঁদের সমস্ত ক্ষোভ ম্লান হয়েছে। এখন রাজকুমার এই পবিত্র নগরে তাঁদের সঙ্গে তথাগতর নামগান করে তৃপ্ত হন, তৃপ্তি দিন।

পাটলিপুত্রের সৈন্যদের নগরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন না ভিক্ষুরা। তারা যেখানে ছিল সেখানেই রইল। তবে তাদের আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হল না। শ্রাবস্তীর পবিত্র পরিবেশে রাজকুমার মুগ্ধ। জেতবন বিহারের চঙ্ক্রমণ করবার স্থানটি বড় মনোরম। জেতবন বা পূর্বারাম কিংবা রাজকারাম বিহার নির্মাণের পেছনে সুন্দর গল্প আছে। তিনটি বিহারকেই শ্রাবস্তীর বৌদ্ধরা পূর্ণ মর্যাদায় রেখেছেন। জেতবনে যেমন ভিক্ষুরা স্বচ্ছন্দ ছিলেন, পূর্বারামে তেমনি তাঁরা সঙ্কোচবোধ করতেন। শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা বিশাখার বিবাহ হয়েছিল শ্রেষ্ঠী মিগারের পুত্রের সঙ্গে। বিশাখা প্রচুর সম্পত্তি ও অর্থের অধিকারিণী ছিল। একদিন জেতবনে গিয়েছিল বিশাখা ধর্মকথা শুনতে। সেখানে সে একটি সোনার হার ভুলে ফেলে আসে। পরদিন ভিক্ষু আনন্দ সেটাকে পেয়ে বিশাখাকে ফেরত দিয়ে আসেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর এই নির্লিপ্ত মনোভাবের পরিচয় পেয়ে বিশাখা স্থির করে ওই হারের মূল্যের টাকা দিয়ে একটি বিহার তৈরী করে দেবে। কিন্তু অত মূল্যবান হার কিনতে কেউ রাজী হল না। বিশাখা তখন নিজেই নিজের হার কিনে সেই অর্থে তৈরি করাল বিরাট বিহার। তার প্রভাবে মিগার জৈনধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বিহারটিকে অনেকে তখন বলত মিগারমাতা প্রাসাদ। অসংখ্য কক্ষযুক্ত দ্বিতল বিহারটির গায়ে এত কারুকার্য ছিল ভিক্ষুরা সেখানে বাস করতে সংকোচ বোধ করতেন। যদিও বিশাখা নির্মিত এই বিহারটি তথাগতর অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের অন্যতম মৌদ্গল্যায়ন কর্তৃক পরিকল্পিত তবু জেতবনের সারলোই বেশি নিঃসংশয় থাকতেন ভিক্ষুরা। রাজকুমার বিহারগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতেন। সারিপুত্ত এবং মৌদ্গল্যায়নের পবিত্র পূতাস্থি যেখানে রক্ষিত সেখানে বসে তথাগতর ধ্যান করলে অপ্রাকৃতিক এক আনন্দে চিত্তে শুদ্ধি বোধ হয়।

চতুর্থ দিনে পাটলিপুত্র থেকে বিশেষ দূত এল পত্র নিয়ে। বন্ধ নগরদ্বারে এসে সে এই কথা ঘোষণা করা মাত্র ভিক্ষুদের মনে সন্ত্রস্তভাব এল। রাজকুমারের কাছে পত্রটি পৌঁছে দেওয়া হল। উপাসনা শেষ করে তৃপ্ত হৃদয়ে রাজকুমার সেই পত্র পাঠ করল। মহারানী কোন ভূমিকা করেননি। তিনি জানিয়েছেন, রাজধানীতে সংবাদ এসেছে রাজকুমার সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সংবাদটি সত্যি হলে তা সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার সামিল বলে গণ্য করা হবে। সম্রাজ্ঞী তাই আদেশ দিচ্ছেন, রাজকুমার যেন

www.BanglaBook.org

অবিলম্বে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন।

রাজকুমারকে অন্যমনস্ক দেখে ভিক্ষুরা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি চিন্তিত ? সম্রাটের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। আপনিও ততদিন আমাদের সঙ্গে থাকুন। এই পত্রের উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন নেই।'

রাজকুমার ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, 'না। তা হয় না। আমি সম্রাজ্ঞীকে জানাতে চাই আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মানে কখনই বিদ্রোহ করা নয়।'

'আপনি কি পত্র দিতে চান ?'

'না। সম্রাজ্ঞী আমাকে আদেশ করেছেন, আমি ফিরে যাব।'

'ফিরে যাবেন ?' সমস্বরে আর্তনাদ উঠল, 'ফিরে গেলে মহারানী আপনাকে দণ্ড দিতে পারেন। আপনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।'

'জানি না কি হবে। তথাগত নিশ্চয়ই যা ভাল সেই দিকে আমার ভাগ্য-চালিত করবেন। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর আদেশ অবমাননা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কেন ? বিপদ যেখানে অবশ্যম্ভাবী— ।'

'হয়তো ! কিন্তু পিতা ধর্মযাত্রায় যাওয়ার আগে আমাদের জানিয়েছিলেন সম্রাজ্ঞীর আদেশই তাঁর ইচ্ছা। সম্রাজ্ঞী তাঁরই প্রতিনিধি। এক্ষেত্রে রাজধানীতে না ফিরে গেলে পিতাকেই অমান্য করা হয়। আপনারা আমাকে অনুমতি দিন।'

ভিক্ষুরা রাজকুমারকে অনেক বোঝালেন। রাজকুমার স্মিত হাসলেন। তারপর তথাগতর পবিত্র উপদেশ উচ্চারণ করল, 'অবেরেণ চ সম্মন্তি, এস ধম্মো সনন্তনো। মৈত্রীর দ্বারাই শত্রুতা জয় করা যায়। তাই হল সনাতন ধর্ম।'

পাটলিপুত্রে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। নাগরিকরা কল্পনা করতে পারছিল না যে রাজকুমার কখনও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। তথাগত যার আদর্শ, নম্রতা যার স্বভাবে, প্রেম যার হৃদয়ে সে কখনও উদ্ধত হতে পারে না। সেই রাজকুমার সম্রাজ্ঞীর আদেশ পাওয়ামাত্র রাজধানীতে প্রত্যাগমন করছেন জানতে পেরে তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। তারা দলে দলে বেরিয়ে এল পথে। রাজকুমারের জয়ধ্বনি দিল। তথাগতর নাম নিল। এবং আনন্দিত হল। সেইসময় প্রহরীরা রাজকুমারকে সসম্ভ্রমে জানাল, সম্রাজ্ঞী তাকে এখনই তাঁর প্রাসাদে যেতে আদেশ করেছেন।

পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজকুমার আদেশ পালন করল।

রাজসভা নয়। সম্রাজ্ঞী বসে ছিলেন তাঁর প্রাসাদের অতিথি-কক্ষে। রাজকুমার তাঁকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানানো মাত্র তিনি এক লহমা চক্ষু বন্ধ

www.BanglaBook.org

করলেন। তিষ্যা প্রাণপণে স্থির হল, না, সে দুর্বল হবে না। মহারানী বললেন, 'রাজকুমার, আমি তোমাকে বিদ্রোহ দমন করতে আদেশ দিয়েছিলাম। তুমি সৈন্যবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রেখে একা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেখানে সুখভোগ করেছ। এই গুরুতর অপরাধের শাস্তি কি তা জানো?'

রাজকুমার শান্ত স্বরে জবাব দিল, 'আমি জ্ঞানত কোন অপরাধ করিনি।'

'অপরাধ করোনি? তুমি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ, সেটা অপরাধ নয়?'

'আমি তাদের শান্ত করতে চেয়েছিলাম। রক্তক্ষয় করে আপনি হয়তো তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করতেন কিন্তু মন জয় করতে পারতেন না। আমি সেই কাজে ব্রতী হয়েছিলাম।'

'তাই সৈন্যবাহিনীকে দূরে রেখে তাদের সঙ্গে সুখভোগ করছিলে?'

'সুখভোগ? হয়তো।'

'তুমি তাদের কি বলেছ?'

'বলেছি সম্রাটের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত শান্ত থাকতে।'

'চমৎকার! এই কথার অর্থ আমার অস্তিত্ব অবহেলা করা। নয় কি?'

'আপনি অযথা উত্তেজিতা হচ্ছেন!'

তিষ্যা কিছুক্ষণ নির্বাক তাকাল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'না, আমি উত্তেজিত হব না। এই অপরাধ অন্য কেউ করলে আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতাম। কিন্তু তুমি, তুমি তো আমার কল্পনা, আমার স্বপ্ন, আমার আরাধ্য। কুমার, তুমি একবার বল, একবার সম্মত হও, আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দম্পতি হতে পারি। তুমি সম্মত হলেই আমার ইশারায় ঘাতক সম্রাটকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। তখন তুমি হবে সম্রাট, আমার প্রিয়দেবতা। কুমার, তুমি সম্মত হও।'

'জননী, আমাকে অনুমতি দিন এই স্থান ত্যাগ করার।'

'কে জননী? কার জননী? নির্বোধের মত কথা বল না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী তৃষিত হৃদয়ে তোমার কাছে অমৃত চাইছে। সেখানে কোন কল্পিত সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এসো, আমাকে গ্রহণ করো।'

রাজকুমার নিচুস্বরে বলল, 'অধম্মো নিরয়ং নেন্তি ধম্মো পাপেতি সুগতিং। জননী, অধর্ম চিরকাল নরক ভোগ করায়। ধর্মই সুখ, ধর্মই স্বর্গ।'

দুকান আবৃত করলেন সম্রাজ্ঞী। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'যাও, চলে যাও আমার সামনে থেকে। কিন্তু মনে রেখো, আমি তোমাকে শাস্তি দেব। যে দুই হাতে তুমি কাঞ্চনমালাকে জড়িয়ে ধরেছ সেই দুটো হাত কর্তন করবে ঘাতক। রাজাজ্ঞা অমান্য করার শাস্তি এইটে।'

www.BanglaBook.org

রাজকুমার মাথা উঁচু করল। তথাগতকে স্মরণ করে নিজেকে শান্ত করল। তারপর স্মিত মুখে উচ্চারণ করল, 'তথাগত আপনার কল্যাণ করুণ জননী।'

পাটলিপুত্রের নাগরিকরা স্তব্ধ। রাজকুমারের দুটো হাত কেটে নিয়েছে ঘাতক। তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি। তবে ঘাতক তখন বলেছিল, 'আমি সম্রাজ্ঞীর আদেশ পালন করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি আমায় মার্জনা করবেন।'

রাজকুমার তাকে বলেছিলেন, 'আমি তোমার জন্যে তথাগতর কাছে প্রার্থনা করব।' যন্ত্রণাকাতর রাজকুমারকে কাঞ্চনমালা সেবা করছে। রাজবৈদ্য তার ক্ষত সুস্থ করতে ঔষধ দিয়েছেন। সমস্ত সাম্রাজ্যে মহারানীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। এমন কি যেসব নারী সম্রাজ্ঞীর বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তাঁকে নিজেদের প্রতিনিধি ভেবেছিল, তারাও ক্ষুব্ধ হল। কেউ কেউ অবশ্য বলতে চেষ্টা করল বিদ্রোহীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজকুমার ঠিক করেননি এবং সম্রাজ্ঞী সেই কারণে এই শাস্তি দিয়ে অন্যায় করেননি। কারণ রাজ্যের মানুষের মনে ভয় সৃষ্টি না করলে শাসন করা যায় না। সম্রাজ্ঞী দেখিয়ে দিলেন তিনি প্রয়োজনে আত্মীয়দেরও ক্ষমা করেন না।

কিন্তু এই ধরনের মানুষ ছিল সামান্য। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আত্মগোপন করতে শুরু করলেন। রাজ্যে প্রচারিত হল সম্রাজ্ঞী বৌদ্ধদের ক্ষমা করবেন না। এই জনরব মানুষকে ভীত করল। সেই ভীতি থেকে প্রতিহিংসার প্রবণতা জাগল। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সৈন্যদের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘাত শুরু হল। আর সেই কারণে সম্রাজ্ঞী নির্দেশ জারি করলেন, সবরকম সভাসমিতি নিষিদ্ধ। সন্ধ্যার পর রাজপথে সাধারণ নাগরিকদের ভ্রমণ করা চলবে না। স্বাভাবিক কারণেই রাজধানীতে তখন বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিনিধিরা দ্বিধাবিভক্ত। অতএব সম্রাজ্ঞীর কাছে সংবাদ এল, রাজকুমার রাজ্যময় বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রায় আঠারো দিন শেষ হয়েছে। তিষ্যার প্রতিটি মুহূর্ত এখন কাটছে অস্বস্তিতে। যে কারণে এত পরিকল্পনা তা কিছুতেই বাস্তবে রূপ পাচ্ছে না। কুমারকে না পেলে তার বেঁচে থাকাই বৃথা হয়ে যাবে। সে জানে তার হাতে আর বেশি সময় নেই। এদিকে খল্লাতক ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার অভিযানের জন্যে। সম্রাজ্ঞী তাকে বাধ্য করেছেন অপেক্ষা করতে। কারণ রাজ্যে এখন স্থিতি নেই। সম্রাজ্ঞীর আশংকা যে কোনদিন খল্লাতক বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। বীতশোক কিন্তু অত্যন্ত শান্ত। সে অপেক্ষা করছে চূড়ান্ত সময়ের জন্যে। এখন মহারানীর প্রাসাদ অত্যন্ত সুরক্ষিত। বিনা অনুমতিতে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না।

www.BanglaBook.org

একুশ দিনের অপরাহ্নে মহারানী আবার রাজকুমারকে ডেকে পাঠালেন। তখনও রাজকুমারের অসুস্থতা দূর হয়নি। কিন্তু প্রহরী তাকে নিয়ে এল প্রাসাদে। তিষ্যা আজ বিন্দুমাত্র সাজেনি। কিংবা বলা যায় আজ তাকে যোগিনীর মত দেখাচ্ছে। যে যোগিনীর রূপ চাপা আগুনের মত বিভ্রান্তি ছড়ায়, অনুভব করায়, দহন করে কিন্তু দৃশ্যত অদৃশ্য থাকে। রাজকুমারকে আজ অপেক্ষাকৃত কৃশ দেখাচ্ছিল। তার চোখের তলায় অন্ধকারের ছায়া। তাকে দেখামাত্র তিষ্যা পাগলিনীর মত ছুটে গেল। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হল। থরথরিয়ে উঠল অধর। দুচোখ শ্রাবণের আকাশ হয়ে গেল। সে নিজের মনে বলে উঠল, 'এ আমি চাইনি, আমি চাইনি।'

তারপর আত্মসংবরণ করে বলল, 'কেমন আছ কুমার!'

'তথাগতর করুণায় আমি তাঁর উপাসনা করতে পারছি।'

তিষ্যা চমকে উঠল। কি প্রশান্তি ওই স্বরে। সে দুহাতে চোখ ঢাকল, 'আমাকে ক্ষমা কর কুমার। প্রত্যাখ্যানের জ্বালা আমি সইতে পারিনি। আমার সমস্ত শরীরে এখন জ্বালা, এ জ্বালা তুমিই দূর কর। না, না, তথাগতর নাম আমার এই জ্বালা দূর করবে না। একমাত্র তুমিই পার, তুমিই পার—।'

রাজকুমার কোন উত্তর দিল না। তিষ্যা সচকিত হয়ে হাত নামিয়ে নিল চোখ থেকে। তারপর পরম আর্তিতে এগিয়ে এল রাজকুমারের কাছে, 'কুমার, আর তুমি আমাকে না বল না। তোমার দুটো হাত নেই, কি আর এমন! কোন ক্ষতি হবে না, কারণ তুমি আমার দুটো হাত দিয়ে পৃথিবীকে স্পর্শ করবে। আমার বুকে মাথা রাখলে আমি শান্তি পাব, তুমিও শান্ত হবে। কুমার, আমি তোমাকে যে সুখ দেব তা দেবতারাও পায়নি।'

'জননী, আমি জানি না কেন আপনি মতিভ্রষ্টা। আমায় বিদায় দিন।'

'ওঃ, তাই? তুমি আমায় আবার ফিরিয়ে দিচ্ছ? তা তো দেবেই। এসবই তোমার ওই কাঞ্চনমালার প্ররোচনা। কি আছে ওর? আমার চেয়ে ও কতটা সুন্দরী?'

'ওর কিছুই নেই। কিন্তু কাঞ্চন জায়া আর আপনি জননী।'

'আঃ! আমি মানি না, এইসব বানানো সম্পর্কের কোন মূল্য নেই আমার কাছে।'

'কিন্তু আপনি কেন অন্ধ হচ্ছেন? আপনি কি জানেন না প্রজারা আপনার ব্যবহারে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। তারা যদি এই প্রস্তাব জানতে পারে—, না, না, জননী, আপনি শান্ত হন। তথাগত নিশ্চয়ই আমাকে শক্তি দেবেন বেঁচে থাকার। কিন্তু দোহাই, আর ওইরকম শব্দাবলী উচ্চারণ করবেন না।'

www.BanglaBook.org

'তাই ? তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কুমার ? আমি ভীত নই। আমার যা প্রয়োজন তা চাইতে আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে প্রজাদের এই উত্তেজনায় তুমিই ইন্ধন যোগাচ্ছ। তুমি শ্রুঘ্নীর বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলে, তুমিই পাটলিপুত্রের নাগরিকদের উত্তেজিত করছ। কুমার, এসবই তো তোমার। এই সাম্রাজ্য, সম্মান, এই মাটি, আমার শরীর এবং আমার হৃদয়। তোমার জায়গায় তুমি চলে এসো। কি প্রয়োজন বিভেদের।' চাতকের মত তাকাল তিষ্যা।

'আপনি, আপনি উন্মাদিনী !'

'কি ! আমি উন্মাদিনী ? আবার ওই এক শব্দ উচ্চারণ করলে ? বেশ, যে চোখে কাঞ্চনমালাকে দেখে তুমি তার প্রেমে অন্ধ হয়েছ সেই চোখ তুমি হারাবে।' মহারানী চিৎকার করে উঠলেন, 'সুপ্রবাসা, ঘাতককে আদেশ দে, রাজদ্রোহের অপরাধে রাজকুমারের দুই চোখ তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে অন্ধ করে দিতে হবে।'

রাজকুমার আতঙ্ক এবং বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, 'জননী !'

'না, আর ওই শব্দ তোমার মুখে সইতে পারি না। তুমি একবার আমার নাম ধরে ডাক, আমি আদেশ প্রত্যাহার করছি।'

রাজকুমারের বুক কেঁপে উঠল, 'অসম্ভব !'

খল্লাতক যুদ্ধযাত্রার অনুমতি পেল। কিন্তু সেটা এমন সময় যখন সৈন্যদলেও অসন্তোষ ছড়িয়েছে। তারা যুদ্ধ করতে হবে বলে প্রথম অবস্থায় অসন্তুষ্ট ছিল। এখন সম্রাজ্ঞীর অত্যাচারের বর্ণনা তাদের সেই অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু খল্লাতক পড়েছে দুর্ভাবনায়। মহারানী যে ঘোষণা করেছিল তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, দীর্ঘকাল ধরে খল্লাতক সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়াতে চাইছে। সম্রাটের আপত্তিতে সেটা সম্ভব হয়নি। বীতশোক খল্লাতকের সমর্থক। সম্রাজ্ঞী খল্লাতকের সেই ইচ্ছার প্রতি সম্মান দিচ্ছেন যুদ্ধযাত্রার অনুমতির মাধ্যমে। এই ঘোষণা খল্লাতকের ইচ্ছা এবং কাজ দিনের আলোর সামনে মেলে ধরেছে। এখন যুদ্ধযাত্রায় তাকে যেতে হচ্ছে অসন্তুষ্ট সৈন্যদের বাধ্য করে। কারণ সম্রাটের প্রত্যাগমনের সময় হয়ে এল বলে। এদিকে বীতশোক নাকি অসুস্থ, তার গৃহ থেকে সে বের হচ্ছে না। এই ব্যাপারটাও ভাল লাগছে না খল্লাতকের। বীতশোককে অন্তত সঙ্গে নিয়ে রাজধানী থেকে বের হওয়া প্রয়োজন। প্রজারা জানুক সে একা নয়, রাজভ্রাতাও তার সঙ্গী। খল্লাতক সোজা বীতশোকের গৃহে চলে এল।

www.BanglaBook.org

পরিচারকবৃন্দ খল্লাতককে দেখে ভীত হল। খল্লাতক বলল, 'তাড়াতাড়ি তোমাদের প্রভুকে সংবাদ দাও, আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকব না।'

মুখ্য পরিচারক বিনীত স্বরে বলল, 'প্রভু যে অত্যন্ত অসুস্থ!'

খল্লাতকের চোখ ছোট হল, 'তুমি দেখেছ?'

পরিচারক দ্রুত মাথা নাড়ল, 'না। শুনেছি। প্রভুপত্নী নিজের হাতে প্রভুর সেবা করছেন, সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ।'

'রাজবৈদ্য এসেছিল?'

'না।'

'তাহলে আমি নিজেই তাকে দেখব। মন্ত্রী হিসেবে সেটা আমার কর্তব্য। তোমরা আমার পথনির্দেশ কর।' খল্লাতক হাঁটতে শুরু করল।

ভীত পরিচারক মন্ত্রী খল্লাতককে উপেক্ষা করতে সাহস করল না। সে যুক্তকরে ছুটে যেতে লাগল আগে আগে। খল্লাতকের আগমনবার্তা পৌঁছে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। কারণ শয়নকক্ষের দ্বারে পৌঁছে খল্লাতক দেখল বীতশোকের পত্নী দাঁড়িয়ে আছেন। সে সসম্ভ্রমে বলল, 'রাজবধূ, বীতশোকের অসুস্থতার খবর পেয়ে আমি এসেছি।'

রাজবধূ পর্দানশীন নন। কিন্তু পরপুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপেও অনভ্যস্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে স্পষ্ট বললো, 'উনি দুর্বল। তাছাড়া আমি চাই না কেউ ওর সঙ্গে দেখা করুক।'

'কারণ?'

'তিনি অসুস্থ।'

'কিন্তু মহারানী আমাদের বিপদে ফেলেছেন। ওর সঙ্গে শলা করা প্রয়োজন।'

'বিপদ?' রাজবধূকে চিন্তিত দেখাল।

'হ্যাঁ।'

করুণ স্বরে রাজবধূ জানালেন, 'মন্ত্রী, আপনি যদি বাধ্য করেন তাহলে আমার অন্য কোন পথ নেই। আমার পতি অত্যন্ত তরলমতি, বিবাহের পর এই প্রথম আমি তাকে দীর্ঘকাল গৃহে পেয়েছি। তাই—।'

খল্লাতক অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ করল। তারপর বলল, 'আপনার আশংকার কোন কারণ নেই।'

কক্ষে প্রবেশ করে খল্লাতক দেখল বীতশোক পালঙ্কে মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। রাজবধূ ডাকলেন, 'মন্ত্রী এসেছেন। কপটতায় আর কোন লাভ নেই।' তারপর তিনি গম্ভীর মুখে চলে গেলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে উঠে বসল বীতশোক, "ও ভাই খল্লাতক, এখন আমি কি করি।"

'কি হয়েছে ?' খল্লাতক হতভম্ব।

'এ যে সাক্ষাৎ পিশাচী। নইলে রাজকুমারের হাত কাটে, চোখ উপড়ে নেয়। কেউ কেউ বলছে এবার নাকি জিহ্বা কাটবে।' আতঙ্কিত গলায় বলল বীতশোক।

'তাতে তোমার কি ?'

'আমার ?' গলার স্বর নিচু করল বীতশোক, 'আমি যে একটু অন্যরকম চোখে তাকিয়েছিলাম ওই রমণীর দিকে।'

'অন্যরকম চোখ ?'

আবার দ্বারের দিকে ঝটপট দেখে নিল বীতশোক, 'অভ্যেস যে, আমি কি করব। তুমি সাপ বলেছিলে তবু মন মানেনি। এখন রাজকুমারকে যদি ওই শাস্তি দিতে পারে তাহলে আমার কি দুর্দশা হবে। আমাকে হয়তো গরম তেলে ছেড়ে দেবে। কি ভয়ানক।' তারপরেই স্বর পালটিয়ে প্রশ্ন করল, 'রাজকুমারের এই দশা হল কেন বল তো ? ছোকরা তো তথাগত ছাড়া কিছু জানতো না। সম্পর্কেও তো জননী, তাহলে মতিভ্রষ্ট হয়ে কিছু বলে ফেলেছিল নাকি ? ওরা অনেককাল আগে ফল্গু নদীর তীরে এক জঙ্গলে রাত কাটিয়েছিল। তাহলে এসব হচ্ছে কেন ? নাগরিকরা শুনছি খুব ক্ষিপ্ত !'

খল্লাতক মাথা নাড়ল, 'এ নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার নেই।' মহারানী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন তোমার এবং আমার দীর্ঘকালের ইচ্ছানুযায়ী তিনি যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিচ্ছেন। যেন তার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। এদিকে সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের সময় হয়ে এল। তুমি সঙ্গে না থাকলে সৈন্যদের সুসংহত করে যাত্রা অসম্ভব। মহারানী যা করেছেন তাতে আমাদের এখনই যুদ্ধযাত্রা করা ছাড়া কোন উপায় নেই।'

বীতশোক বলল, 'আমি যুদ্ধ করব না।'

'মানে ?' হকচকিয়ে গেল খল্লাতক।

'আমি বৌদ্ধ। রক্তপাতে বিশ্বাস করি না।'

অনেক কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করল খল্লাতক। তারপর বলল, 'মহারানী জানিয়েছেন, আমরা দুজন যদি যুদ্ধযাত্রা না করি তাহলে আমাদের অবস্থা রাজকুমারের চেয়েও খারাপ হবে।'

বীতশোকের চোখ বিস্ফারিত, মুখে বাক্য নিঃসরণ হল না।

সৈন্যবাহিনী নিয়ে খল্লাতক এবং বিমর্ষ বীতশোক রাজধানী থেকে বেরিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল। দীর্ঘকাল পরে সাধারণ মানুষ সভয়ে সৈন্যদের দেখল। তারা রক্তপাত করতে যাচ্ছে বলে ধিক্কার দিল। এর প্রতিক্রিয়া পড়ল সৈন্যদের ওপর। তারা মতলব করল, সুযোগ পেলেই দলত্যাগ করবে। এখন রাজধানীর পথে মানুষের স্বচ্ছন্দ বিচরণ নেই। প্রহরী এবং সাধারণ মানুষের সংঘাত হচ্ছে সর্বত্র। রাজকুমারের অন্ধত্বপ্রাপ্তির সংবাদ ছড়িয়েছে সাম্রাজ্যে। যে ঘাতক এই কার্যটির জন্যে দায়ী সে নিহত হয়েছে এরই মধ্যে। সমস্ত সাম্রাজ্যে এখন বিশৃঙ্খলা। সর্বত্র বৌদ্ধরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

মহারানীর ক্ষমতাগ্রহণের পর বৌদ্ধদের জায়গায় নিষ্ক্রিয় অবৌদ্ধরা যোগ দিয়েছিল। প্রতিহিংসা নিবৃত্ত করার সুযোগ তারা কাজে লাগাবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু রাজকুমারকে অন্ধ করে দেওয়ার সংবাদে তাদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া হল। এবং এই একটি ঘটনা বৌদ্ধ এবং অবৌদ্ধকে একত্রিত করে দিল। এখন যে কোন মুহূর্তে মহারানীর প্রাসাদ আক্রান্ত হতে পারে। সুপ্রবাসার অনুরোধে কিছু প্রহরী সেই প্রাসাদ রক্ষা করছে। মহারানী প্রকৃতই অস্থির।

অন্ধ এবং পঙ্গু রাজকুমার তখন রাজগৃহের বৈভার পাহাড়ের নিচে সপ্তপর্ণী গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। ওইখানে একদা মহাকাশ্যপ অবস্থান করতেন। তিনি অসুস্থ হলে স্বয়ং তথাগত তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। তপোদাতে স্নান সেরে রাজকুমার সেখানে বসে তথাগতর উপাসনা করছিল জগৎ-বিস্মৃত হয়ে। ওইখানেই বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু তথাগতর প্রতি প্রচণ্ড বৈরভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও একসময় তার হৃদয় পরিবর্তন হয়। তাহলে মহারানীর প্রতি তথাগত কেন এখনও সদয় হচ্ছেন না ? রাজকুমার কেবলই একটি প্রার্থনা করছিলেন, চিত্তের মুক্তি এবং তৃষ্ণার ক্ষয় হোক। সেইদিন কবে আসবে যেদিন সে বলতে পারবে তথাগতর মত, 'আমি দেহরূপ গৃহের নির্মাতাকে সন্ধান করেছি জন্মান্তর ধরে কিন্তু তাঁর দর্শন পাইনি। বারংবার এই সংসারে আসা সুখকর নয়। কিন্তু হে গৃহকারক, এবার তোমার দর্শন পেয়েছি। এই দেহরূপ গৃহ তুমি আর নির্মাণ করতে পারবে না। তোমার গৃহনির্মাণের উপকরণ নষ্ট হয়েছে। কারণ আমার চিত্ত সংস্কারমুক্ত এবং তৃষ্ণা লুপ্ত।'

রাজকুমার উপাসনাসনে উপবিষ্ট। তার অন্ধনয়নে অশ্রু। সমুদ্রস্থ বারিরাশি যেমন স্তম্ভনির্মাণের মাধ্যমে আকাশকে স্পর্শ করতে চায় এবং সেইক্ষণে আকাশও স্পর্শের কাঙাল হয়ে নিচে নেমে আসে আকর্ষণে তেমনি উপাসনাকালে রাজপুত্র এক অনির্বচনীয় প্রেমানুভূতির মাধ্যমে তথাগতর সান্নিধ্য পাচ্ছিল। একাগ্রমনে তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই যেন পবিত্রস্পর্শ পাওয়া যায়। রাজকুমারের হৃদয়ে কোন ক্ষোভ ছিল না, কোন অশান্তি নেই, প্রতিহিংসার জ্বালা

www.BanglaBook.org

তো দূরের কথা। জাগতিক সমস্ত বোধের বাইরে চলে যায় সে উপাসনার সময়ে।

কিন্তু তাকে একা থাকতে দিতে চায়নি বৌদ্ধরা। দুটি অঙ্গ হানি হওয়া সত্ত্বেও রাজকুমার বেঁচে আছে। এই অঙ্গচ্ছেদের কারণ নিয়ে নানান জল্পনা শুরু হয়ে গেছে জনসাধারণের মধ্যে। এবং জনরবে সত্যটি মিশে আছে। সমস্ত নারীপুরুষ একসঙ্গে ধিক্কার দিয়েছে, সন্তানতুল্য রাজকুমারের কাছে কামুকী মহারানীর এই কুপ্রস্তাবের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বৃদ্ধা নারীরা আতঙ্কিত, যুবতীরা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে। কিন্তু পুনর্বার যাতে আক্রমণ না হয় তাই বৈভার পাহাড়ের চারপাশে বৌদ্ধরা সমবেত হয়েছিল। সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের আগে তারা আর কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। রাজকুমারের অনুমতি ছাড়া তার কাছে কারও যাওয়া নিষিদ্ধ।

সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের সময় আগত। আর মাত্র একটি দিন এবং রাত অবশিষ্ট আছে। প্রাসাদে তিষ্যা যেন কণ্টকশয্যায় শায়িত। পরাজয় এখন নিশ্চিত হয়ে এসেছে। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

এইসময় সুপ্পবাসা তাকে বলল, 'মহারানী, এবার শান্ত হও।'

'ওকথা কি করে বললি তুই? এ জীবনে আমি শান্ত হব না সুপ্পা।'

'কিন্তু তুমি এখানে আর নিরাপদ নও মহারানী।'

'কেন?'

'তোমাকে সবাই, সবাই—।' সুপ্পবাসা উচ্চারণ করতে পারল না।

'সবাই কি? ঘেন্না করে? তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

'তাহোক, তবু সম্রাট ফিরে আসার আগে তুমি কোথাও চলে যাও।'

'চলে যাব?'

'হ্যাঁ, নইলে তোমার প্রাণসংশয় হতে পারে।'

'এই প্রাণ তো অনেক আগেই সংশয়িত। নতুন করে কি আর হবে। কিন্তু সুপ্পা,আমি আর একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। একবার, শেষবার, তুই ব্যবস্থা করে দে।'

'অসম্ভব মহারানী। তিনি আসবেন না। তিনি আছেন রাজগৃহের বৈভার পাহাড়ে। তাঁকে অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছে বৌদ্ধরা। এই মুহূর্তে আপনার আদেশ সেখানে পৌঁছাবে না।'

'পৌঁছাবে। তুই যা। নিজে যা। দূর থাক। আমি যাব।'

'না মহারানী। এই দুঃসাহস দেখিও না। প্রাসাদ ত্যাগ করা ভুল হবে।'

'ভুলে আমি অভ্যস্ত সুপ্পা। এতকাল তাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম,আজ

www.BanglaBook.org

আমি নিজেই যাব। এই রাত্রে পথে কেউ নেই। কেউ জানতে পারবে না। তুই রথ প্রস্তুত করতে বল। কোন প্রহরীকে সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা গোপনে যাব।'

মধ্যরাত্রে রথ থামল বৈভার পাহাড়ের নিচে। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল দুজন প্রহরী, 'কাকে চাই? কি উদ্দেশ্যে এসেছ তোমরা?'

রথের আরোহিণীদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। সুপ্পবাসা বলল, 'আমরা মহানামের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাকে সংবাদ দিন।'

'আপনারা কারা?'

'আমি মহানামের আত্মীয়া।'

একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে রইল। অন্যজন গেল ফিরে। কোথাও কোন শব্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে মহানামকে দেখা গেল। রাজকুমারের অঙ্গহানির পর তার মনে কোন হর্ষ নেই। তাকে দেখে সুপ্পবাসা নেমে এল রথ থেকে। মহানামের সামনে দাঁড়িয়ে সে মুখের আড়াল সরাল, 'আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী।' সুপ্পবাসাকে চিনতে পারল মহানাম। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে শংকা এবং দ্বিধা দেখা দিল, সে কোনক্রমে উচ্চারণ করল, 'বল, আমি কি করতে পারি?'

সুপ্পবাসা বলল, 'আমরা রাজকুমারের সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

'উদ্দেশ্য?'

'মহানাম, আমরা নিরস্ত্র। আমি কথা দিচ্ছি রাজকুমারের কোন ক্ষতি হবে না। আমার প্রতিশ্রুতির কি আজ কোন মূল্য নেই!'

তিষ্যার মনে হল শেষ প্রশ্নটি উচ্চারণের সময় সুপ্পবাসার স্বরে কম্পন এল। সে আবরণের আড়ালে অবাক হল। মহানাম অসহায় চোখে তাকাল। অন্যান্য বৌদ্ধরা আশেপাশেই রয়েছেন। কে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সঙ্গিনী কি?'

'তোমার অনুমান যথার্থ।'

'অসম্ভব। এ অসম্ভব।'

'সম্ভব মহানাম। মানুষ অপরাধ করে এবং মানুষেরই অনুশোচনা হয়। ভগবান কি বলেননি অনুশোচনাগ্রস্তকে সুযোগ দেওয়া উচিত।'

'অনুশোচনা? তিনি এখন অনুশোচনা করছেন?' মহানাম বিভ্রান্ত।

'সুযোগ দাও মহানাম। আমার সঙ্গে এক পলের জন্যেও যদি কখনও সখ্যতা করে থাক তার দাবী নিয়ে বলছি সুযোগ দাও। কেউ জানতে পারবে না। রাজকুমারের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি অমৃত নিয়ে ফিরে যাবেন।'

'কিন্তু অন্যান্যদের আমি কি বলব?'

www.BanglaBook.org

'বলবে পাটলিপুত্রের দুজন নারী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এসেছে, রাজকুমারের মুখনিঃসৃত বাণী তাদের সব সমস্যার সমাধান করবে। তুমি ভুলে যেও না, ভগবান সুজাতা, বিশাখা, আম্রপালী, কৃশা, গৌতমী বা শ্যামাবতীকে অনুগ্রহ করেছিলেন। তুমি আজ কঠোর হয়ে আমাদের চিত্ত ধ্বংস করো না।'

মহানাম প্রভাবিত হল। সে দুই রমণীকে অনুসরণ করতে বলল। বৌদ্ধরা দেখল দুজন রমণী মুখাবয়ব আবৃত করে মহানামের পশ্চাতে চলেছে। মহানাম হল সেই মানুষ যার কাছে রাজকুমারের কোন বিকল্প নেই। সে-ই যখন দুইজন নারীকে পথ প্রদর্শন করছেন তখন মনে মনে কৌতূহল এবং আপত্তি থাকলেও তারা নীরব রইল। মহানাম চলে এল যেখানে রাজকুমার উপবিষ্ট হয়ে আছেন উপাসনান্তে, নির্মল হৃদয়ে।

মহানাম বলল, 'রাজকুমার, দুজন সাক্ষাৎপ্রার্থী অপেক্ষায় আছেন। সম্ভবত একজনই আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। আপনি কি অনুমতি দেবেন?'

'কে মহানাম?'

'আমার অনুমান যদি নির্ভুল হয় তাহলে তিনি সম্রাজ্ঞী।'

অজান্তেই একটি শব্দ উচ্চারিত হল। এবং সেটা শ্রবণমাত্র রাজকুমার বিমর্ষ হল। এই শব্দ আতঙ্কিত মানুষের জিহ্বাই ব্যবহার করে। রাজকুমার করুণ স্বরে বলল, 'ভগবান, আমি এখনও ভয়ের দাস কারণ আমার চিত্তশুদ্ধি হয়নি। তুমি আমাকে সাহায্য কর।' তারপর আত্মসংবরণ করে বলল, 'যাও, তাদের সমাদর করে নিয়ে এস।'

তিষ্যা এল। সুপ্পবাসা দাঁড়িয়ে রইল সেই দূরত্বে যেখানে বাক্যালাপ পৌঁছাবে না। তিষ্যার পা ভারী হয়ে উঠেছিল এবং সে নিজের শরীরে স্বর্ণচাঁপার বাস অনুভব করছিল। দূরে মশাল জ্বলছে। তারই নম্র আলোয় সে রাজকুমারকে দেখতে পেল। অনেক কৃশ হয়ে গেছে সে। কিন্তু অনিন্দ্যসুন্দর জ্যোতি এসেছে মুখে। সেইদিকে তাকালেই মনে শান্তভাব আসে। দীর্ঘদিন পরে তিষ্যার মনে সেই ভাব এল।

বিনীত ভঙ্গিতে সে রাজকুমারের সামনে একটু দূরত্ব রেখে উপবেশন করল। তারপর বহু যুগান্তরের আর্তি স্বরে ফুটল, 'কুমার!'

'বলুন মহারানী।'

তিষ্যার গলা রুদ্ধ হল। সমস্ত শরীর শুষ্ক করে যেন বাষ্প জমল সেখানে।

রাজকুমার শান্ত ভঙ্গীতে সামান্য অপেক্ষান্তে প্রশ্ন করল, 'মহারানী সুস্থ আছেন তো? পথশ্রমে আপনার কোন শারীরিক কষ্ট হয়নি?'

এবার বাষ্প জলে রূপান্তরিত হল। তিষ্যার নয়ন থেকে অঝোরে ঝরতে

www.BanglaBook.org

লাগল অশ্রু।

রাজকুমার বলল, 'মহারানী, আপনি সাহসিনী। কিন্তু মানুষ তার নিজের আচরণের মাধ্যমেই মানুষের শত্রুতা অর্জন করে। আবার সে বিপরীত আচরণেই মিত্রতা লাভ করে থাকে। আজ যদি সাম্রাজ্যের সমস্ত মানুষ আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে তাহলে জানবেন কোথাও আপনার ত্রুটি ছিল। সেটি সংশোধন করে তথাগতর শরণাপন্ন হন,দেখবেন তিনি আপনাকে শান্তি দেবেন।'

তিষ্যার গলায় স্বর ফুটল। সেই স্বরে শ্রাবণের আকাশ মাখামাখি, 'আমার তথাগত তুমি। এ যদি ত্রুটি হয় তবে তার জন্যে মরণেও আমার আপত্তি নেই।'

'মহারানী! একি পরিহাস?'

'পরিহাস নয় কুমার। পৃথিবীর নিয়মগুলো যদি একই পথে চালিত হয়, হতে পারে, কিন্তু হৃদয় তার দাসত্ব মানবেই এমন কি আশা করা সঙ্গত?'

'মহারানী, একজন হস্তহীন অন্ধর সঙ্গে আপনি আর পরিহাস করবেন না।'

'আমি আবার বলছি কুমার, এ পরিহাস নয়। তোমার হাত নেই, তাতে কিছু এসে যায় না, তুমি আমার হাত দিয়ে পৃথিবীকে স্পর্শ করবে, তোমার চোখ নাই বা থাকল, তুমি আমার চোখ দিয়ে দর্শন করবে। দুটি হৃদয় যদি একাকার হয়ে যায় তাহলে একটি দুটি ইন্দ্রিয় লুপ্ত হলে কোন অভাব অনুভূত হয় না।'

'মহারানী।'

'হ্যাঁ কুমার। আমার অস্তিত্ব এখন তোমাতে। তোমার শরীর আর আমার কাছে কোন প্রত্যাশায় নেই। তুমি যদি জিহ্বাহীন,চরণহীন হও তাতেও কিছু আসে যায় না। তোমার হৃদস্পন্দন যতদিন থাকবে ততদিন আমার হৃদযন্ত্র চালিত হবে। আমার হৃদয়ে যতদিন না তুমি সমর্পিত হবে ততদিন আমি নির্বাপিত হব না। কারণ আমিই যে সমর্পিত। যে তোমার কাছে পরাজিত হয়ে আছে তাকে আর কোন সমাজের বিধি দেখিয়ে তুমি জয় করবে?'

'মহারানী! আপনি ভুল করছেন। আমি একজন সামান্য মানুষ। আমি শুধু জন্মসূত্রে রাজার পুত্র। কিন্তু পার্থিব ধনসম্পদ বা রাজশক্তিতে আমি শক্তিমান নই। আমার সম্বল তথাগত।'

'হয়তো! কিন্তু কে চায় পার্থিব ধনসম্পদ? এই মহারানীত্ব আমি জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করতে পারি। যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তুমি তথাগতকে স্পর্শ করতে চাইছ তার চেয়ে বহুগুণ সংস্কারমুক্ত আমি তোমাতে সমর্পিত। আমার কোন ভুল নেই, কোন ভিন্ন পথ নেই কুমার। আমাকে তুমি প্রাণ দাও, আমায় জীবিত কর।'

'এ সম্ভব নয় জননী। আমি আপনার পুত্র!'

'না! কখনই নয়। তোমার সঙ্গে আমার কোন জাগতিক সম্পর্ক নেই।'

www.BanglaBook.org

'আছে। দ্বিপ্রহরে আকাশে যদি মেঘও জমে তাহলে সূর্যকে অস্বীকার করা বাতুলতা। আপনি তাই করছেন।'

'তুমি আমাকে দয়া করবে না কুমার?'

'আমি কোন মানুষকে দয়া করার অধিকারী নই। একমাত্র তথাগতই পারেন আপনাকে সাহায্য করতে। আপনি তাঁকে শরণ করুন।'

ধীরে ধীরে তিষ্যা উঠে দাঁড়াল, 'বেশ। কিন্তু জেনো,আমি স্বধর্মে থেকেই মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করব।'

'স্বধর্ম?'

'আমার ধর্ম তোমাতে বিলীন হওয়া, আমার ভগবান তুমি।'

'ছিঃ।'

'চমৎকার! নিজে যদি যোগ্যতা অর্জন না করে থাক তাহলে কি অধিকার আছে অন্যের বিশ্বাসকে আঘাত করার? তথাগত কি তোমাকে নম্র হতে শিক্ষা দেননি? না কুমার, যাওয়ার আগে তোমাকে আর রূঢ় কথা বলব না। আজ আমি মৃত্যুকে মাথায় নিয়ে তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলাম। কাল আমার রাজত্ব শেষ হবে। আর আমি মরণকে ভয় পাই না। শুধু তোমার কাছে একটি ভালবাসার কথা শুনতে চাই, যাওয়ার আগে সেইটুকু পাথেয় দাও।'

রাজকুমারের অধর কম্পিত হল। সে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করল, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

তিরিশ দিন অতিক্রান্ত হল। রাজধানীতে পৌঁছাল সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ। বাতাসহীন কক্ষ থেকে নির্গত হবার উল্লাস নিয়ে পাটলিপুত্রের নাগরিক ধেয়ে গেল সম্রাটের আগমনপথে। তারা সম্রাটের জয়ধ্বনি দিল, উপগুপ্তের প্রতি সম্মান জানাল কিন্তু সেই সঙ্গে ধিক্কার দিল মহারানীকে। ক্ষুব্ধ জনতা সম্রাটের কাছে সেই ক্রোধ পৌঁছে দিল। তারা মহারানীর বিচার প্রার্থনা করল।

সম্রাট স্তব্ধ। তিনি তাঁর পার্শ্বচরদের নিষেধ করেছিলেন যাতে কেউ তাঁকে রাজধানীর সংবাদ এই তিরিশ দিনে না জানায়। এখন একে একে সমস্ত কিছু অবগত হয়ে প্রথমে বাক্‌রহিত হয়ে গেলেন। সমস্ত সাম্রাজ্যে আগুন মুখ তুলছে। অবিলম্বে তাঁকে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ওই আগুন বর্ধিত হলে।

সম্রাট হত্তারহপুত্তকে আদেশ দিলেন, খল্লাতককে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করতে বলুন। সংবাদটি সৈন্যদের জানিয়ে দেবেন, আমি চাই তারা যেন রক্তপাত না করে খল্লাতকের সঙ্গে ফিরে আসে। সে এবং বীতশোক এলেই

www.BanglaBook.org

তাদের বন্দী করবেন। এই আদেশের অন্যথা যেন না হয়।'

তারপর সম্রাট দ্রুতগামী অশ্বরথে চলে এলেন বৈভার পাহাড়ে। সেখানে পুত্রকে দর্শন করে তিনি উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন, 'তথাগত, এ তোমার কি খেলা ?'

রাজপুত্র বলল, 'পিতা, আপনি অধীর হয়ে তথাগতকে অভিযুক্ত করবেন না।'

'কিন্তু আমি তোমাকে এ অবস্থায় দেখব কল্পনা করিনি।'

'আমার কোন কষ্ট নেই পিতা। তথাগতর করুণায় আমি বাহুল্যবর্জিত হয়েছি। তিনি এখন আমার আরও নিকটে এসেছেন। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আশা করি, আপনার ধর্মযাত্রা সফল হয়েছে।'

অনেক কষ্টে সম্রাট আত্মসংবরণান্তে মস্তক সঞ্চালন করলেন, 'হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করেছি তথাগতর বাণী প্রচার করার। কিন্তু কেন, কোন পৈশাচিক আনন্দে সম্রাজ্ঞী তোমার এই দুর্দশা করলেন ? কি তোমার অপরাধ ?'

রাজপুত্র মুখ তুলল। তার দৃষ্টিশক্তি নেই। কিন্তু সম্রাটের কাতর এবং ভীত মুখটি সে কল্পনা করতে পারল। সে বলল, 'এর বিচার তিনি করবেন পিতা। হয়তো জন্মান্তরের কোন অপরাধ থেকে আজ মুক্ত হলাম আমি।'

'কিন্তু, কিন্তু সম্রাজ্ঞী তো তোমাকে চেনেনই না। তাহলে ? আমি এর কোন সমাধান পাচ্ছি না।' সম্রাটের কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

'পিতা, আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেবার যোগ্যতা আমার নেই।'

'বেশ, তুমি রাজধানীতে ফিরে চল। কাঞ্চনমালা শয্যাশায়ী। পদ্মাবতী চেতনাহীনা। তুমি তো সন্ন্যাসী নও।'

'সে যোগ্যতা আমার কোথায়! পারমিতা পূর্ণ করে পঞ্চ মহাদান করার ক্ষমতা আমার নেই। বেশ চলুন, আমি উপগুপ্তের চরণ স্পর্শ করব।'

অবিলম্বে বিচার চাই। রাজধানীতে এখন এই দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। খল্লাতককে গোদাবরী পর্যন্ত পৌঁছাতে হয়নি। পথে সৈন্যরা এমন অসহযোগিতা করে যে তার অগ্রগতি বাধা পাচ্ছিল। তা ছাড়া, বীতশোকের সঙ্গে তার পরোক্ষ সংঘাত শুরু হয়েছিল। এই সময় সম্রাটের আদেশ পৌঁছাল তার কাছে। এবং সেই আদেশ যেহেতু গোপন থাকল না, সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

সৈন্যরা ফিরে এল বন্দী খল্লাতক এবং বীতশোককে নিয়ে। জনতা তাদেরও বিচার চাইল। এক্ষেত্রে জনসাধারণ জানত খল্লাতক এবং বীতশোক সম্রাজ্ঞীকে

www.BanglaBook.org

বাধ্য করেছিল যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিতে।

রাজপ্রাসাদে সম্রাটের চোখে নিদ্রা নেই। শয্যা তার কাছে কণ্টকের তুল্য। এই তিরিশ দিনে সম্রাজ্ঞী যে সমস্ত কাজ করেছেন তার অধিকাংশই তার আদর্শবহির্ভূত। পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অবশ্য বেশী সময় লাগবে না কিন্তু সম্রাজ্ঞীর এই সব কাজের পেছনে যুক্তি কি? ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ামাত্র অবৌদ্ধরা, যারা অত্যাচারীর ভূমিকা নিয়েছিল, তারা অন্তর্হিত হয়েছে।

মধ্যরাত্রে যখন রাজধানী নিদ্রামগ্ন, রাজপথে জনমানব নেই তখন রাজকীয় রথ পৌঁছাল মহারানীর প্রাসাদদ্বারে। সম্রাটের সঙ্গে প্রহরী নেই, অনুচরের সংখ্যাও অল্প। দ্বারী সংবাদ নিয়ে গেল অন্দরে, সম্রাট সাক্ষাৎপ্রার্থী।

সেই রাত্রে মহারানীর প্রাসাদেও তন্দ্রা নামেনি। চূড়ান্ত পরিণতির জন্যে প্রতি মুহূর্তে যে শংকা জন্ম নিচ্ছিল তা সুপ্রবাসা বা অন্য পরিচারিকাকে আক্রান্ত করলেও সম্রাজ্ঞী হঠাৎ অত্যন্ত স্থির এবং শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বাতায়নে বসে তিনি অপলক তাকিয়েছিলেন মধ্যরাত্রের আকাশের দিকে। কিন্তু কিছুই তিনি দেখতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই সময় সুপ্রবাসা তাঁকে সংবাদ দিল।

দ্বিতীয়বারে মুখ ফিরাল তিষ্যা। সংবাদটি যেন তার বোধগম্য হল না প্রথমে। তিষ্যা পুনর্বার উচ্চারণ করার পর তার ললাটে ভাঁজ পড়ল, 'সম্রাট এসেছেন?'

'হ্যাঁ মহারানী।'

'এত রাত্রে!'

এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে সুপ্রবাসা! এত রাত্রে সবার অজান্তে আসবার তো একটাই মানে হয়। সম্রাটের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হঠাৎ তিষ্যা সচকিত হল, 'শোন সুপ্রবাসা, সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দে, তিনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কখনও এই প্রাসাদে প্রবেশ করবেন না।'

সুপ্রবাসা চমকে উঠল, 'মহারানী!'

তিষ্যা মুখ ফিরিয়ে নিল। এবং তখনই তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ল আকাশের শরীর থেকে একটি নক্ষত্রের ঝরে পড়া। সে দুই চোখ বন্ধ করল। এই সময় সুপ্রবাসা নম্র স্বরে জানাল, 'সম্রাট প্রাসাদে প্রবেশ করেননি মহারানী। তিনি আপনার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করছেন। মহারানী, এই মুহূর্তে আমাদের আবেগ নয়, বুদ্ধির দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত।'

'উচিত?' তিষ্যা হাসল, 'বেশ, সম্রাটকে অতিথিকক্ষে নিয়ে আয়।'

মধ্যরাত্রে রমণীর সাজসজ্জায় সতর্কতা থাকে না। সম্রাজ্ঞীও ছিলেন কিছুটা

www.BanglaBook.org

অগোছালো। কিন্তু তাঁর বিন্দুমাত্র বাসনা হল না নিজেকে সাজাবার। তাঁর সৌন্দর্যের ওপর ছায়া পড়ল অবহেলার। সেই অবস্থায় তিনি সম্রাটের মুখোমুখি হলেন। হওয়ামাত্র তাঁর হৃদয়ে আজ কোন প্রতিক্রিয়া হল না। এর আগে যখনই তিনি সম্রাটকে দেখেছেন তখনই জরাগ্রস্ত অসুন্দরকে সহ্যাতীত বলে মনে হয়েছিল। আজ তাঁর মনে কোন বিরূপতা এল না।

তাঁকে দেখামাত্র সম্রাট বললেন, 'তিষ্যা, কি হয়েছে ? কি কারণে তুমি এত নিষ্ঠুর আচরণ করলে ? তিষ্যা, আমাকে বল, সব বল।'

অত্যন্ত শান্ত স্বরে তিষ্যা প্রশ্ন করল, 'কি শুনতে চান ?'

এই প্রশান্তিতে অবাক হলেন সম্রাট। তিনি তিষ্যার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁর মনে হল মধ্যাহ্নের সূর্য যেন হঠাৎই অপরাহ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। তিষ্যার রূপে সায়াহ্নের ছায়া নেমেছে। সেই খরতাপ নেই কিন্তু অমল আলোয় বৈরাগ্যের সৌন্দর্য মাখামাখি। এ অন্য রূপ।

সম্রাট বললেন, 'তিরিশ দিনে তুমি সাম্রাজ্যের সমস্ত মানুষকে শত্রু করে তুলেছ। শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন, তথাগতর উপদেশকে আক্রমণ—এসব নিয়ে আমি তোমাকে কোন প্রশ্ন করছি না।'

'তাহলে আপনি ঠিক কি জানতে এত রাত্রে এসেছেন ? আমি কেন কুমারের অঙ্গহানির আদেশ দিয়েছি, তাই ?'

'হ্যাঁ তিষ্যা। কুমার তোমার পুত্রতুল্য। সে তথাগতর প্রতি নিবেদিত প্রাণ। জ্ঞানত কোন অন্যায় সে করেনি, করতে পারে না। তাকে কেন তুমি শাস্তি দিলে ?'

'তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।'

'না, তিষ্যা। আমি জেনেছি। সে বিদ্রোহীদের শান্ত করেছিল। তোমার নির্দেশ পাওয়া মাত্র সে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেছে। তা ছাড়া, সে স্বল্পবয়স্ক, তাকে সম্মানজনক সম্বোধন করছ কেন ?'

'কারণ তিনি আমার শ্রদ্ধেয়। সম্রাট, কুমারের প্রতি আমি সমর্পিত প্রাণ।'

'কি ?' চিৎকার করে উঠলেন সম্রাট।

'হ্যাঁ। এই সত্যটি জেনে নিন। একত্রিশ বৎসর আগে আমাকে যে তরুণ ধর্ষণ করেছিল, বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং ত্যাগ করেছিল সেই আমার আরাধ্য। তিরিশ বৎসর ধরে তাকে ভালবেসে এসেছি আমি। সেই তরুণ আপনি নন। আপনি তো জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। সেই তরুণকে আমি কুমারের মধ্যে দেখেছি। তাকে পেতে চেয়েছিলাম নিজের করে, কিন্তু এ জন্মে আমার আশা পূর্ণ হল না ! ওঁর শরীরে যতগুলো আঘাত দিয়েছি তার বহুগুণ আঘাত আমার

www.BanglaBook.org

হৃদয়ে বেজেছে।'

সম্রাট তিষ্যার কথা শ্রবণমাত্র মুহ্যমান হলেন। তারপর কোনক্রমে উচ্চারণ করলেন, 'এ অন্যায় তিষ্যা, ঘোরতর অন্যায়।'

'অন্যায়। আমার হৃদয় ন্যায় এবং অন্যায়ের সীমারেখা অতিক্রম করেছে সম্রাট।'

'কিন্তু একথা তুমি ভুলে যাও তিষ্যা। আর কখনও মনে এনো না। জানি না, ইতিমধ্যে প্রজারা সংবাদ জেনে গেছে কিনা। তোমার কাছে আমার মিনতি, কখনও প্রকাশ করো না।'

'কেন ? সত্য প্রকাশে আমি কুণ্ঠিত হব কেন ? তিনি আমার হৃদয় অধিকার করেছেন। এ তো আমার আনন্দ। আমার পরিত্রাণ।'

সম্রাট তিষ্যার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর ক্রোধ হচ্ছিল, ঈর্ষিত হচ্ছিলেন কিন্তু ওই মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রেমার্ত হলেন। এই সুন্দরী দীপ্তিময়ী যত অন্যায় করে থাকুক তিনি কোন শাস্তি দিতে পারবেন না। শুধু তিষ্যা যদি তার প্রতি অনুগত থাকে, যদি অবাধ্য না হয়। সম্রাট মৃদুস্বরে বললেন, 'তিষ্যা, তোমার কথাগুলো আমার বুকে শেলের মত বিঁধছে। তুমি এমন কথা উচ্চারণ করো না। তরুণকালে আমি যে অন্যায় করেছি তার জন্যে যে শাস্তি দাও নেব মাথা পেতে, কিন্তু এই শাস্তি দিও না। আমাকে তুমি সুযোগ দাও, একবার, শেষবার।'

'সুযোগ ? কিসের সুযোগ ?'

'তোমাকে আপন করে পাবার।'

'অসম্ভব।'

'কেন অসম্ভব। তুমি আমার পত্নী। তোমার অনুরাগ পেলে আমি আমার প্রজাদের যে করেই হোক শান্ত করতে পারব। তোমাকে বিপদমুক্ত করবই।'

'আপনার দয়ার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার কিছুই করার নেই। আপনি বড় দেরি করে ফেলেছেন। সম্রাট, আমি বড় ক্লান্ত। আমাকে একটু একা থাকতে দিন।' তিষ্যা আর দাঁড়াল না। অলস পায়ে চলে গেল অন্দরমহলে।

মহারানী তিষ্যা, মন্ত্রী খল্লাতক এবং রাজভ্রাতা বীতশোকের বিচার হবে। এবং সমস্ত রাজ্যের মানুষ একযোগে দাবী করছে তাদের মৃত্যুদণ্ড। মহারানীকে কেন বন্দী করা হয়নি এই নিয়ে অভিযোগ উঠেছে।

সম্রাট ছুটে গেলেন উপগুপ্তের কাছে। সন্ন্যাসীকে বললেন সব কথা। বললেন তাঁর নিজের কথাও। তারপর নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। উপগুপ্ত

www.BanglaBook.org

বললেন, 'অপরাধ করলে তার শাস্তি দেওয়াই সম্রাটের কর্তব্য। তুমি কেন বিচলিত হচ্ছ ?'

'কিন্তু কিভাবে আমি তিষ্যার অপরাধ মার্জনা করতে পারি ?'

'মাতা যেমন নিজের পুত্রকে জীবন দিয়ে রক্ষা করে সেই রকম মহারানীর মনে মৈত্রীভাব যদি উৎপন্ন করতে পার, যদি তিনি কৃত কাজের জন্য অনুশোচনা করেন এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাহলে তথাগতর ইচ্ছায় তার দণ্ড হ্রাস করতে পার।'

সম্রাট কাতর স্বরে বললেন, 'সে যদি অনুশোচনা না করে ?'

'নিজের কৃত পাপে নিজেই সংক্লিষ্ট হবে।'

ফিরে এলেন সম্রাট।

বিচার সভা আহ্বান করা হল। প্রথমে খল্লাতক। তার বিরুদ্ধে একটির পর একটি অভিযোগ শোনার পর সম্রাট আসামীর বক্তব্য শুনতে চাইলেন। খল্লাতক বলল, 'আমি যা করেছি তা দেশের জন্যে করেছি। তবে এই কাজের জন্যে যদি কারও প্রাণে আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে আমি দুঃখিত।'

সম্রাট খল্লাতকের অতীতের সেবার কথা স্মরণ করে কারাবাসের আদেশ দিলেন।

বীতশোক বলল, 'আমি কোন অন্যায় করিনি। সম্রাজ্ঞী এবং খল্লাতক আমাকে যে রকম আদেশ করেছেন আমি তাই পালন করেছি মাত্র।'

সমস্ত কিছু বিচার করে সম্রাট তাকে স্বল্পমেয়াদী কারাবাসের শাস্তি দিলেন।

এতক্ষণ যার জন্যে সবাই অধীর ছিল সেই তিষ্যা এল স্বাভাবিক পায়ে। তাকে দেখামাত্র দর্শকরা চঞ্চল হল। সম্রাটের মনে হল তিষ্যার বয়স যেন রাতারাতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সামান্য ভয়ের চিহ্ন নেই ওই সুন্দর মুখে। অত্যন্ত প্রশান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো একে একে জানানো হল। প্রতিটি অভিযোগ খুব জোরালো। রাজকুমারের অঙ্গহানির বর্ণনা যখন জানানো হচ্ছিল তখন ধিক্কার উঠল বিচারসভায়। কিন্তু তাতে সামান্য বিচলিত হল না তিষ্যা।

অভিযোগ শোনার পর সম্রাট জানতে চাইলেন, 'তোমার কোন বক্তব্য আছে।'

তিষ্যা সম্রাজ্ঞীর মত হাসল, 'না, কিছুমাত্র নেই।'

জনতা চুপ করে গেল। সম্রাট শঙ্কিত হলেন। ওই মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। সম্রাট বললেন, 'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ।'

www.BanglaBook.org

তিষ্যা মাথা নাড়ল, 'না। আপনার জীবন তথাগতর ইচ্ছায় রক্ষা পেয়েছে।'

সমস্ত সভায় একটা অস্ফুট ধ্বনি উঠল। এরকম উত্তর কেউ আশা করেনি। সম্রাট দুর্বিপাকে পড়লেন। যেন তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে তিষ্যা। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো কি অস্বীকার কর ?'

'না। এ সবই সত্য। তবে ঘটনা যখন ঘটে তখন তার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যায়। আমি সেই ব্যাখ্যায় যেতে চাই না। ঘটনাটি সত্য তা অস্বীকার করা যায় না।'

তিষ্যা শান্ত স্বরে জানাল।

সম্রাট পূর্ণ দৃষ্টিতে তিষ্যাকে দেখলেন। তারপর আন্তরিক স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা বোধ করছ ?'

'অনুশোচনা ?'

হ্যাঁ। আমি বুদ্ধের আশ্রিত। তিনি অনুশোচনাকারীকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে বলেছেন।'

তৎক্ষণাৎ বিচারসভায় সমবেত দর্শকবৃন্দ প্রতিবাদে মুখর হল। না, কোন ক্ষমা নয়, শুধুমাত্র অনুশোচনা এতবড় অন্যায়ের বোঝা হ্রাস করতে পারে না।

তিষ্যা তাকাল জনতার দিকে। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আপনারা চিন্তিত হবেন না। আমি আদৌ অনুশোচনাগ্রস্ত নই। কারণ আমি অন্যায় করিনি।'

হতাশা এবং ক্রোধ মিলেমিশে উচ্চারিত হল বিচারকক্ষে। সম্রাট এমন উত্তর আশা করেননি। তিনি বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি অন্যায় করোনি ?'

'না।'

তিষ্যার দীপ্ত ঘোষণামাত্র জনতা ধিক্কার শুরু করল। সম্রাট তাদের শান্ত করলেন। তারপর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, 'তুমি নিজেকে অপরাধী কেন মনে করো না !'

'কারণ আমি কোন অন্যায় করিনি। কুমার বিদ্রোহদমন করেন নি, তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তবে এই কারণে আমি তাঁর অঙ্গহানি করিনি। আমি কুমারকে প্রার্থনা করেছিলাম। আকৈশোর আমি তাঁর সঙ্গে মানসিকভাবে বাস করেছি। তিনি আমার আরাধ্য, প্রার্থিত। তাই যতবার আমি প্রত্যাখ্যাত হয়েছি ততবার অভিমানের চিহ্ন রেখেছি তাঁর শরীরে। আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছি আমার আকাঙ্ক্ষা তাঁর শরীর নয়, হৃদয়। আমার বক্ষ শান্ত হবে না যতক্ষণ না তিনি আমায় স্পর্শ করছেন।' অনাবিল তিষ্যা অকপট ঘোষণা করল।

www.BanglaBook.org

সম্রাট দু' হাতে চোখ আবৃত করলেন। দর্শকরা ঘৃণায় মুখ ফিরালো। সম্রাট শেষপর্যন্ত উচ্চারণ করল, 'তুমি কামুকী নারীর মত আচরণ করছ তিষ্যা।'

'কাম ?' তিষ্যা মাথা নাড়ল, 'না, এর নাম প্রেম।'

'তুমি সমাজ সংসার ধর্ম এমনকি আমাকে অপমান করছ।'

'জানি না। কিন্তু আমি শাশ্বত সত্যের কাছে নিবেদিত।'

'এই ঔদ্ধত্য তোমার মরণ ডেকে আনতে পারে।'

'কি এসে যায়। প্রকৃত প্রেমের সন্ধান যে পায় তার কাছে মরণ পরাজিত।' চকিতে জনতা মুখর হল। ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে সম্রাট শেষপর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন। তার সমস্ত সত্তা বিদীর্ণ হচ্ছিল। বৌদ্ধ হিসেবে কোন প্রাণীর মৃত্যু তিনি কামনা করতে পারেন না। উদার ক্ষমাই তাঁর একমাত্র ধর্ম। কিন্তু প্রজাদের কাছে দৃষ্টান্ত রাখতে, নিজেকে আবেগের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে এই দণ্ড দেওয়া ছাড়া কোন পথ ছিল না। এখন প্রজারা বলছে সম্রাটের বিচার সঠিক বিচার। দণ্ডাদেশ উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আগামী সূর্যোদয় পর্যন্ত তা কার্যকর করা স্থগিত রাখলেন। কারণ তিনি অপরাধীকে অনুশোচনা বোধ করার শেষ সুযোগ দিতে চান। তিষ্যা অনুশোচনাগ্রস্ত হলে দণ্ডাদেশ হ্রাস হতে পারে।

সুপ্পবাসা আত্মসংবরণ করতে পারল না। বিচারের সময় সে সম্রাজ্ঞীর নিকটেই উপস্থিত ছিল। প্রথমে সে অভ্যাসে মহারানীর সঙ্গে যে দূরত্ব রচনা করেছিল সান্নিধ্য তা দূর করেছে। নিজের অজান্তেই সে মহারানীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। দণ্ডাদেশ কানে আসামাত্র সে সমস্ত কিছু বিস্মরিত হয়ে কেঁদে উঠল সশব্দে। তিষ্যা তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুপ্পবাসা, অধীর হয়ে কি লাভ ? তুই কি শুনিসনি স্বয়ং তথাগত একসময় বলেছিলেন, যে সমস্ত বস্তু আমাদের প্রিয় এবং মনোজ্ঞ তাদের ধর্মই হল আমাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই, তুই আর অশান্তি আনিস না।'

পাটলিপুত্রের মানুষের নিদ্রা নেই এই রাত্রে। আগামী প্রভাতে সম্রাজ্ঞীর প্রাণদণ্ড কার্যকর হবে। এই সুন্দরী রমণীর শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হবে বলে কেউ কেউ দুঃখিত হলেও তাদের সংখ্যা অল্প। একটি কালগ্রহের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে সবাই অধীর হয়ে প্রতীক্ষায় ছিল। সম্রাট যদি দুর্বল হতেন, যদি ক্ষমা পেত ওই কামুকী তাহলে অবধারিতভাবে তার প্রভাব পড়ত নাগরিকদের গৃহে গৃহে। তখন নারীদের অবাধ্যতা বর্ধিত হতো, তাদের সংযমে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু এই পাপের শাস্তি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকায় আর কেউ সাহসী হবে না এমন আচরণে। নিদ্রা ছিল না উপগুপ্তর চোখেও। সম্রাট

www.BanglaBook.org

যেটা করেছেন সেটা বাধ্য হয়ে করেছেন। বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকিয়েই প্রাণদণ্ড উচ্চারিত করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু প্রবল আপত্তি ছিল তাঁর প্রাণীহত্যায়। রাত্রির তৃতীয় যামে নির্বাণলাভের আগে তথাগত বলেছিলেন, 'আমি যে তোমাদের ধর্ম ও বিনয়ের উপদেশ দিয়েছি ও বুঝিয়েছি—আমার অবর্তমানে তাই হবে তোমাদের উপদেষ্টা।' কিন্তু সেই ধর্ম ও বিনয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হৃদয় কখনও কখনও দ্বিধায় দ্বিখণ্ড হয়। সেই সময় ? তথাগত বলেছিলেন, 'কেউ কাউকে বিশুদ্ধ করতে পারে না। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজেরই সৃষ্টি।' এক্ষেত্রে সম্রাজ্ঞী যদি নিজে বিশুদ্ধ না হন তাহলে কি করণীয় থাকতে পারে ? সম্রাটকে দুর্বল হতে তিনি অনুরোধ করতে পারেন না।

নিদ্রা ছিল না সম্রাটের চোখেও। কেবলই তাঁর স্মৃতিতে যৌবনের প্রথম পদক্ষেপ ভেসে আসছিল। সেই দ্বীপে ঊষাকালে সুন্দরী বালিকার শরীরে তিনি নিমজ্জিত হয়েছিলেন। অথচ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হল না। তিষ্যাকে মহারানীর পদ দেওয়াটাই পরিত্রাণ নয়, তার ভালবাসা অর্জন করাতেই ছিল মুক্তি। কিন্তু তিনি পরাজিত হলেন পুত্রের কাছে। অথচ এই কারণে তিনি বিন্দুমাত্র ঈর্ষাবোধ করছেন না এখন। সমস্ত অন্তর জ্বলন্ত অঙ্গারের মত অথচ সেখানে কোন আগুন নেই।

নিদ্রা ছিল না রাজকুমারের অন্ধচোখে। আগামীকাল একটি শরীর বিনষ্ট হবে এবং সে নিজে তার পরোক্ষ কারণ, এই সত্য পীড়িত করছিল রাজকুমারের হৃদয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কিছুই করার নেই। সে পিতার কাছে মিনতি জানাতে পারত দণ্ডাদেশ হ্রাসের জন্যে, কিন্তু যিনি দণ্ডিত তিনিই অস্বীকার করতেন। এখন শুধু তথাগতের চরণে প্রার্থনা করা ছাড়া রাজকুমার অন্য চিন্তা করতে পারছে না।

নিদ্রা ছিল না তিষ্যার চোখেও। সম্রাট তাকে বন্দীশালায় নিয়ে যান নি। তাকে সসম্মানে থাকতে দিয়েছেন তারই প্রাসাদে। কিন্তু আগামীকাল সূর্যোদয়ের আগেই তাকে যেতে হবে ময়দানে। সেখানে উন্মুক্ত আকাশের নিচে ফাঁসির মঞ্চ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই কারণে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় তিষ্যা। তার হৃদয়ে আজ কোন আন্দোলন নেই, অদ্ভুত শান্তি এসেছে সেখানে। দু' চোখ বন্ধ করলেই এখন আত্মদর্শন হচ্ছে তার। সেই দর্শনে পরম প্রাপ্তি। সুন্দর তরুণ সাবলীল ভঙ্গীতে হাসছে তার সত্তায়। নিদ্রা কিংবা জাগরণের ঊর্ধ্বে এক অমৃতলোকে চলে গেছে তিষ্যা। নিজেকে এমন পবিত্র এর আগে কখনও অনুভূত হয়নি।

রাত্রির শেষযামে রক্ষীরা উপস্থিত হল। তিষ্যা তৈরী হয়েই ছিল। ক্রন্দনরতা সুপ্পবাসা এবং অন্যান্য পরিচারিকাদের বিলাপ উপেক্ষা করে তিষ্যা রাজকীয় রথে

www.BanglaBook.org

আরোহণ করল। তখন শুকতারা আকাশে দীপ্যমান। কিন্তু রাজপথে মানুষের মিছিল। সবাই সম্রাজ্ঞীর ফাঁসি দেখতে আগ্রহী।

কিন্তু রক্ষীরা ফাঁসির মঞ্চ ঘিরে যে বেষ্টনী সৃষ্টি করেছে তা ভেদ করা জনতার অসাধ্য ছিল। কিন্তু আজ তারা শান্ত। ক্রোধ যতই প্রবল হোক, একটি মৃত্যু দৃশ্যের সাক্ষী হবার সময় তাদের চিত্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অথচ নিষ্ঠুর কিছু দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবার সাধও তাদের ছিল না।

দীর্ঘকাল অলসজীবনে অভ্যস্ত ঘাতক দ্বিধাগ্রস্ত ছিল আদেশ ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই। অনভ্যাস মানুষকে অদক্ষ করে। একদা যে সহজপটুত্বে একটির পর একটি প্রাণ হরণ করেছে আজ তার মধ্যেও আড়ষ্টতা।

সম্রাজ্ঞীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হলে ঘাতক চমকিত হল। সে এর আগে সম্রাজ্ঞীকে দর্শন করেনি, শুধু তাঁর রূপের প্রশস্তি শুনে এসেছে। কিন্তু পরমাসুন্দরী রমণীর প্রাণ তাকেই হরণ করতে হবে ভেবে সে শিহরিত হল। এতকাল যে সমস্ত অপরাধী তার কাছে এসেছে তাদের কেউই মমতার উদ্রেক করেনি। কিন্তু বৃদ্ধ ঘাতক সম্রাজ্ঞীকে দর্শনমাত্র দুর্বল হল। সে অনেক যত্নে এক রাত্রের মধ্যে রজ্জু নির্মাণ করেছিল। কিন্তু সেই রজ্জু সম্রাজ্ঞীর গলদেশে তীব্র চাপ আনবে কল্পনা করে সে ব্যথিত বোধ করল।

সম্রাজ্ঞী এসে দাঁড়ালেন মঞ্চে। তেজোদ্দীপ্ত ভঙ্গী। মুখে সামান্য শংকার চিহ্ন নেই। অধরে স্মিত হাসি। তাঁকে প্রশ্ন করা হল তিনি মস্তক আবরণ করবেন কিনা? সম্রাজ্ঞী বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করলেন।

তিনি এসে দাঁড়ালেন মঞ্চের সেইখানে যেখানে পাটাতন কৌশলে মুক্ত করা যায়। ঘাতকের হাত কম্পিত হল। শেষমুহূর্তে তার হৃদয়ে মায়া জন্মাল। যাতে মহারানীর গলদেশে রজ্জু জোরে চাপ না দেয় তাই সে ফাঁস একটু বেশী আলগা করল। তারপর আদেশ ঘোষণা মাত্র পাটাতন মুক্ত করল সে।

সমবেত জনতা বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করতে গিয়ে অবাক হল। সম্রাজ্ঞীর শরীর নিম্নগামী হল। তার গলদেশে রজ্জু চাপ সৃষ্টি করা মাত্র শরীরে কম্পন শুরু হল। শরীরের চাপে রজ্জুর ফাঁস বৃদ্ধি পাওয়ায় মহারানীর মস্তক বেরিয়ে এল নিচে। তার শরীর আছড়ে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে হা হা রব উঠল। সরকারী কর্মচারীরা তীব্রচোখে তাকাল ঘাতকের দিকে। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে লজ্জায়।

কর্মচারীরা ছুটে গেল মহারানীর কাছে। তিনি বাকশক্তিরহিত। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তাঁর শরীর কাতর। মস্তক ঘুরে গেছে, শরীরের নিম্নভাগ বিদ্ধপশুর মত কম্পমান। তাঁর জিহ্বা বর্ধিত হয়েছে কিন্তু প্রাণবায়ু শরীর ত্যাগ করেনি।

www.BanglaBook.org

কর্মচারীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই অবস্থায় কি করণীয় তা বুঝতে পাচ্ছিল না। এই শরীরকে পুনর্বার মঞ্চে নিয়ে যাওয়া আইনবিরুদ্ধ। অথচ মহারানীর এই যন্ত্রণা দর্শন করা বেদনাদায়ক। সংবাদ প্রচারিত হল। জনতা স্তব্ধ। রাজবৈদ্য ছুটে এলেন।

তিনি মস্তক সুস্থির করে বুঝলেন সম্রাজ্ঞীর গ্রীবা ভঙ্গ হয়েছে। রজ্জুর চাপ যথেষ্ট না হওয়ায় প্রাণ নির্গত হয়নি। এই অবস্থায় মৃত্যু আসবে খুব ধীরে তবে কবে কখন আসবে তা স্থির নেই। বিপরীতে, তাঁর সঞ্চয়ে এমন ঔষধ নেই যাতে মহারানীকে সুস্থ করা যায়। অতএব এই পাপিষ্ঠা রমণীকে এইভাবেই যন্ত্রণা পেতে হবে। তাঁর কিছু করার নেই।

সম্রাট স্তব্ধ। বধ্যভূমিতে এসে তিষ্যাকে দেখা মাত্র তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হল। আহত পশুও বোধহয় এই সময় এত যন্ত্রণা পায় না। তিষ্যার বুকের কাঁপুনি, তার নিঃশ্বাসের যন্ত্রণা সমস্ত শরীরকে কম্পিত করছে। সম্রাট রাজবৈদ্যকে অনুনয় করলেন যে-কোন ঔষধেই তিষ্যাকে সুস্থ করতে। রাজবৈদ্য জানালেন তিনি অপারঙ্গম। তখন সম্রাট নিজেকে কঠোর করলেন, বেশ, তাহলে আপনি সেই ঔষধ প্রয়োগ করুন যাতে এর প্রাণ দ্রুত নির্গত হয়।'

রাজবৈদ্য বললেন,'না, তা সম্ভব নয় সম্রাট। ঔষধ মানুষের জীবনদানের জন্যে প্রস্তুত হয়, জীবননাশের জন্য ব্যবহার করা নীতিবহির্ভূত। আমার পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়।'

সম্রাটের কণ্ঠ রুদ্ধ হল। তিনি তথাগতর শরণাপন্ন হলেন।

রাজধানীর সমস্ত চঞ্চলতা স্তব্ধ। ফাঁসির মঞ্চ থেকে পতিত হয়ে সম্রাজ্ঞীর গ্রীবাভঙ্গ হয়েছে। অর্ধমৃত সেই রমণী ভূমিতে শায়িতা এবং আহত পশুর মত ক্লেশ সহ্য করছেন। এই সংবাদে তাঁর অতিবড় সমালোচকও ব্যথিত।

রাজকুমার শ্রবণমাত্র মুহ্যমান হল। সম্রাজ্ঞীর বক্ষ উথালপাথাল, প্রাণ নির্গত হতে গিয়েও হচ্ছে না। মুখে শব্দ নেই। রাজকুমার চঞ্চল হল। তারপর মহানামের সাহায্যে উপস্থিত হল সন্ন্যাসী উপগুপ্তর কাছে।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করল, ''এই অবস্থার প্রতিকার নেই কেন?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'প্রতিকার তিনিই করবেন যিনি আমাদের প্রাণ দেন।'

রাজকুমার প্রশ্ন করলেন, 'আমরা কি কিছুই করতে পারি না? তথাগত কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন না?'

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি চাও কুমার?'

রাজকুমার নম্রস্বরে বলল, 'আমি তাঁর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। তাঁকে আমি শান্তিদান করতে চাই। হে সন্ন্যাসী, আপনি আমাকে শক্তি দিন।'

www.BanglaBook.org

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ শান্ত থাকলেন। তারপর বললেন, 'সাধু! কিন্তু কুমার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান হল ধর্মদান। তুমি ধর্মদান করতে পারবে?'

'ধর্মদান?'

'হ্যাঁ। ভগবান বলেছেন, সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি—সব দান পরাজিত হয় ধর্মদানের কাছে, ধর্মরস সব রসকে পরাভূত করে, ধর্মরতি সব রতিকে জয় করে, তৃষ্ণাক্ষয় সব দুঃখকে বিলীন করে। তুমি যদি সেই ধর্মদানের যোগ্যতা অর্জন করে থাক তাহলে নিঃসন্দেহে জানবে তথাগত তোমার সঙ্গে আছেন।'

রাজকুমারের মনে পড়ল তথাগতর উপদেশ। যিনি প্রাণীদের প্রতি অহিংস আচরণ করেন, পরনিন্দা ভয়ে যিনি সৎকার্য থেকে বিরত হন না, তিনিই প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য। আমার এত বছরের সাধনা যদি শুধু আমারই বলে অনুভূত হয় তাহলে সেই সাধনা বৃথা। কারণ সেখানে অহংবোধ ফণা তুলেছে। সেই সাধনা যদি জনমঙ্গলে বিনা দ্বিধায় দান করে দেওয়া যায় তাহলে তথাগতর কৃপা বর্ষিত হয়। রাজকুমার মন স্থির করল। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে মহানামের সঙ্গে দ্রুত চলে এল বধ্যভূমিতে।

সেখানে পূর্ণ জীবন্ত মানুষেরা পাথরের মত স্থির। তারা তাকে সশ্রদ্ধায় পথ করে দিল। মহানাম রাজপুত্রকে নিয়ে এল সেখানে যেখানে যন্ত্রণাকাতর মহারানী শায়িতা। তাকে দর্শন মাত্রই মহানাম আর্তনাদ করে উঠল। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখছ মহানাম?'

অধর দংশন করল মহানাম, 'তিনি শুয়ে আছেন। যেমন করে বলিদান অর্ধসমাপ্ত রেখে পশুকে ছেড়ে দেওয়া হত রক্তাক্ত অবস্থায়। তাঁর বক্ষদেশ দ্রুত ওঠানামা করছে।'

সম্রাট দেখলেন রাজপুত্রকে। সে এগিয়ে আসছে মহানামের হাত ধরে। রাজকুমার বলল, 'আপনারা সবাই সরে যান। আমাকে ওঁর কাছে একা থাকতে দিন।'

কেউ কেউ চমকে উঠল এই বাক্যে। তবে সকলেই অনুরোধ মান্য করল।

রাজকুমার ধীরে ধীরে অর্ধোপবেশন করল সম্রাজ্ঞীর পাশে। তারপর অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে, নির্মল হৃদয়ে তথাগতকে স্মরণ করল। যন্ত্রণাকাতর সম্রাজ্ঞীর দুই চক্ষু তখন স্থির। নীল হয়ে যাওয়া মুখে অমৃতের তৃপ্তি।

রাজকুমারের মস্তক অবনত হল। ধীরে ধীরে তিষ্যার বক্ষ স্পর্শ করল। হৃদস্পন্দন অনুভূত হতে না হতেই রাজকুমার বুঝতে পারল মহাঅনন্তের স্তব্ধতা তিষ্যাকে আশ্রয় করেছে। এবং তখনই রাজকুমারের অধর স্ফুরিত হয়ে সমস্ত সত্তা মন্থন করে একটি শব্দ উচ্চারিত হল, 'কল্যাণ হোক।'

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG